30 DEC 2004 ANANDABAZAR PATRIKA

নৃপেন চক্রবর্তী কাহিনি: সত্য প্রকাশের দায় নেই পার্টির?

শুভাশিস মৈত্র

যত দিন সক্ষম ছিলেন মানুষের ভালর জন্য ভেবেছেন, কাজও করেছেন। তাঁর মত-পথ কারও অপছন্দ হতে পারে, তা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে, কিন্তু নৃপেন চক্রবর্তী তাঁর জীবনের একশোটা বছর নিঃশর্তে মানুষকে দিতে চেয়েছেন। এবং এ নিয়ে কোনও বিতর্ক নেই।

জেল খেটেছেন ১৮ বছর। ১৯৫০ সালে পুলিশের গ্রেফতার এড়াতে পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে ত্রিপুরায় চলে গিয়েছিলেন। সাত বার বিধায়ক, দু'দফায় ১০ বছর মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তিনি সে রাজ্যের। ১৯৭২ সালে সি পি এমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। পলিটব্যুরোয় যান ১৯৮৫ সালে। ১৯৯৫ সালে নৃপেন চক্রবর্তীকে দল থেকে তাড়িয়ে দেয় সি পি এম।

অভিযোগ, দলের শৃঙ্খলা ভেঙেছেন তিনি। এর পর ন'বছর কেটে গিয়েছে। ২৪ ডিসেম্বর ২০০৪, মৃত্যুর ঠিক আগের দিন সি পি এম নেতারা এস এস কে এম হাসপাতালে গিয়ে নৃপেনবাবুকে জানিয়ে আসেন, পলিটব্যুরো তাঁকে দলের সদস্যপদ ফিরিয়ে দিয়েছে। পলিটব্যুরোর এই উদার সিদ্ধান্তের কথা তিনি শুনতে পেয়েছিলেন কি না, শোনার মতো অবস্থায় ছিলেন কি না, জানা যায়নি।

কিন্তু প্রশ্নটা অন্য জায়গায়।

মৃত্যু অনিবার্য জেনেই কি সি পি এম নেতারা তাঁকে দলে ফেরানোর সিদ্ধান্ত নিলেন? গত ন'বছরে নৃপেন চক্রবর্তী এক বারের জন্যেও স্বীকার করেননি, তিনি কোনও দলীয় শৃঙ্খলা ভেঙেছেন। যত দিন সুস্থ ছিলেন বার বারই বলেছেন, দলের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগও প্রত্যাহার করছেন না। বার বার বলেছেন, যা বলেছেন সচেতন ভাবেই বলেছেন, এবং ঠিক বলেছেন।

১৯৯৪ সালে সি পি এমের চণ্ডীগড় পার্টি কংগ্রেসে নৃপেনবাবুর সঙ্গে দলের মতবিরোধ হয়। কী নিয়ে বিরোধ জানা সম্ভব নয়। শোনা যায়, বামফ্রন্টের শিল্পনীতি, পশ্চিমবঙ্গের কিছু সি পি এম নেতার জীবনযাপন ইত্যাদি বিষয়ে সমালোচনা করে স্বয়ং জ্যোতি বসুর বিরাগভাজন হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু এই তথ্যের অকাট্য বিশ্বাসযোগ্যতা নেই। কারণ দলের তরফে এ বিষয়ে কিছুই বলা হয়নি। শুধু 'মতানৈক্য'-এর কথা স্বীকার করা হয়েছে।

সেই পার্টি কংগ্রেসের পরে কলকাতায় বসে পশ্চিমবঙ্গের সি পি এম দল সম্পর্কে নৃপেনবাবু বলেন, এই পার্টি ১৮ বছর ক্ষমতায় আছে। নানা কায়দায় ভোট করে আরও ১৮ বছর ক্ষমতায় থাকবে। এঁদের রাজনীতি ভোট-সর্বস্ব। দলে দুর্নীতি বাসা বেঁধেছে। শিল্পায়ন আসলে ভোট পাওয়ার চাল। এবং... দেশে এখনও পর্যন্ত যে ক'জন প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইন্দিরা গাঁধী। এর পরই তাঁকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়। তাঁকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল এমন কথা জানা নেই।

নৃপেনবাবু সব কথাই ঠিক বলেছিলেন, তা না-ও হতে পারে। হয়তো তাঁর অভিযোগের ৮০ ভাগ সত্যি। অথবা হয়তো ৩০ শতাংশ। পাঁচ শতাংশও হতে পারে, অথবা সবটাই ভুল বলেছেন। সাধারণ মানুষ যে যাঁর মতো করে তাঁর বক্তব্য গ্রহণ করেছেন। সি পি এম কিন্তু তাদের দলীয় মুখপত্রে এই সব ভয়ঙ্কর অভিযোগের কোনও জবাব দেয়নি। 'পার্টিচিঠি'-তেও নয়। এর ন'বছর পরে, নৃপেনবাবুর মৃত্যুর ঠিক দু'দিন আগে দলের পলিটব্যুরো সিদ্ধান্ত নিল, তাঁকে সদস্যপদ ফিরিয়ে দেওয়া হবে। মৃত্যুর ঠিক আগের দিন তাঁকে সেটা জানানো হল, এবং দলীয় মুখপত্রে তা ঘোষণাও করা হল।

কিন্তু কেউ জানতে পারল না ঠিক কী নিয়ে নৃপেনবাবুর সঙ্গে দলের 'মতানৈক্য' হয়েছিল। তাঁর অভিযোগের জবাবে দলের উত্তরই বা কী? ১৯৯৩ সালের মে মাসে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন সি পি এমের জনজাতি নেতা দশরথ দেব। এর পর-পরই সেই চণ্ডীগড় পার্টি কংগ্রেস। তার পরেই ১৯৯৪ সালের শেষ দিকে নৃপেনবাবু কামান দাগলেন 'প্রতিক্রিয়া'র সদর দফতরে। বিনিময়ে খুব দক্ষতার সঙ্গে প্রচার করে দেওয়া হল, মুখ্যমন্ত্রী করা হয়নি বলেই ক্ষিপ্ত হয়ে আবোল-তাবোল বকছেন নৃপেনবাবু। কিছু মানুষ সে কথা বিশ্বাসও করলেন। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা রয়ে গেল অন্ধকারেই।

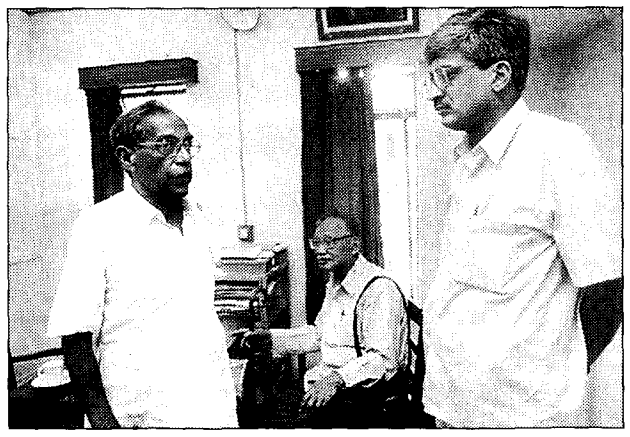

তখনও কমরেড। ত্রিপুরা পার্টি অফিসে প্রকাশ কারাতের সঙ্গে। সঙ্গে দশরথ দেব। ১৯৯৩। *ছবি: অশোক মজুমদার*

নীরবতায় কার লাভ? নৃপেনবাবুর মতো 'বিদ্রোহী'দের না দলের?

নীরবতা অবশ্য নতুন নয়। ১৯৮৬ সালে পশ্চিমবঙ্গের ফ্রন্ট মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন তৎকালীন অর্থমন্ত্রী অশোক মিত্র। একই সঙ্গে বিধায়ক পদ এবং দলের সদস্যপদও তিনি ছেড়ে দেন। কী নিয়ে অর্থনীতিবিদ, সুলেখক, শিক্ষাবিদ অশোক মিত্রের সঙ্গে জ্যোতি বসুর সরকারের বিরোধ বেধেছিল, সি পি এমের পত্রপত্রিকায় সে ব্যাপারে এক লাইনও খরচ করা হয়নি।

এর চার-পাঁচ বছর পরে, ১৯৯১ সালে সেই অশোক মিত্রই কলকাতার চৌরঙ্গি বিধানসভা কেন্দ্রে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের বিরুদ্ধে সি পি এমের প্রার্থী হলেন। যে বিরোধের জন্য তাঁকে দল ছাড়তে হয়েছিল, তা সম্ভবত ইতিমধ্যে মিটে গিয়েছিল। কিন্তু কী ভাবে? তা জানার অধিকার শুধু দলের কয়েক জন শীর্ষনেতার কুক্ষিগত। সাধারণের তা জানার অধিকার নেই। সেই নির্বাচনে অশোকবাবু হেরে যান। এর পরে ১৯৯২ সালে তাঁকে সি পি এম প্রার্থী হিসাবে রাজ্যসভায় নিয়ে যাওয়া হয়।

এর পরে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য।

১৯৯৩ সালের অগস্টে তদানীন্তন তথ্য-সংস্কৃতি এবং পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী বুদ্ধদেববাবু মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। দলের পক্ষ থেকে সাংবাদিকদের দেওয়া বিবৃতিতে জানানো হয়েছিল, দলের কাছে তিনি পদত্যাগের অনুমতি চেয়েছেন, দল তাঁকে সেই অনুমতি দিয়েছে। কারণ? জানানো হয়নি। পরে দলের রাজ্য সম্মেলনের প্রতিবেদনেও এই ঘটনার উল্লেখ করা হয়নি। মানুষ জানতে পারল না কেন তিনি মন্ত্রিসভা ছেড়েছিলেন। একই ভাবে ফিরে আসার পরেও জানা যায়নি কেন, কী ভাবেই বা তিনি ফিরলেন?

এক কালের বিদ্যুৎমন্ত্রী শঙ্কর সেন অবশ্য আর ফেরেননি। প্রায় ন'বছর আগে তিনি মন্ত্রিসভা ছেড়ে চলে গিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে জ্যোতি বসুর সরকারের বিরোধ নিয়ে নানা কথা শোনা যায়। তবে প্রকাশ্যে তিনি কিছুই বলেননি। আর দলেরও তো এ সব ক্ষেত্রে গোপনীয়তাই প্রধান অস্ত্র।

সি পি এম নেতারা অবশ্য বলতেই পারেন এ সব তাঁদের দলীয় বিষয়, এ নিয়ে কারও প্রশ্ন তোলার অধিকারই নেই। তা সত্ত্বেও কিছু প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যায়। সি পি এম দাবি করে তাদের দল এখন 'গণবিপ্লবী পার্টি'। এ রাজ্যেই তাদের এখন প্রায় আড়াই লক্ষ সদস্য। অন্যান্য সংগঠনের সদস্য সংখ্যা কয়েক কোটি। এ সব ঘটনা কি তাঁদেরও জানার কোনও অধিকার নেই? গত আড়াই দশকের বেশি সময় ধরে সি পি এমই এ রাজ্যের প্রধান শাসক দল। এ রাজ্যের মানুষের ওই সব তথ্য জানার অধিকার কি সি পি এম স্বীকার করে?

নেতারা অবশ্য বলতেই পারেন, "জানার কোনও শেষ নাই। জানার চেষ্টা বৃথা তাই।"

Nripen Chakraborty dead

STATESMAN NEWS SERVICE

KOLKATA, Dec. 25. — Former Tripura chief minister and veteran CPI-M leader Nripen Chakraborty died at SSKM hospital early this morning.

He was about 100 years old. Chakraborty, a bachelor, had been critically ill for quite some time and was brought to the city for treatment.

Condoling his death, the CPI-M Politburo said it was a loss for the country's Communist movement. It also said Chakraborty had played a pioneering role in the fight against feudal aristocracy and for independence.

Dr Manmohan Singh also condoled his death saying that in his passing away, the nation and the working people have lost a true friend.

In 1995, the CPI-M had expelled him on charges of anti-party activities. "The party had to take this unpleasant decision as nobody is above the party", read a statement issued by the Politburo today.

"But even after his expulsion, the party paid for all his expenses and deployed members to take care of him", CPI-M state secretary Mr Anil Biswas said. Chakraborty was re-inducted as a member just two days ago. He received the news in hospital.

Today, the CPI-M's red flag was flying at half mast at the Politburo. Senior leaders from the CPI-M, CPI, RSP and other Left parties paid their last respects when the body was taken to Alimuddin Street. He will be cremated in Tripura tomorrow.

Chakraborty was born in Bikrampur, Dhaka, in 1905 (1908, according to his family). After completing his higher studies in Kolkata, he entered the world of politics — first the Civil Disobedience Movement and then the socialist movement.

Communist leaders pay their last respects to Nripen Chakraborty at the CPI-M office in Kolkata on Saturday. — The Statesman

He joined the Communist Party in 1930 and also worked as a sub-editor for *Ananda Bazar Patrika* for a brief period. In the mid-30s, Chakraborty went underground, organised movements, edited his party mouthpiece and spent about 18 years in jail in different phases. He even escaped from the Hijli detention camp.

Chakraborty was sent to Tripura in 1950 where he organised the tribal movement. He was elected to the Tripura Assembly in 1957, 1962, 1872, 1977, 1983 and 1993.

Chakraborty became the chief minister of Tripura in 1978 and held on to the chair for 10 years till the Congress defeated the Left Front.

26 DEC 2004 THE STATESMAN

Left snubs Third Front moves

STATESMAN NEWS SERVICE

NEW DELHI, Dec. 18. — Dealing a blow to Samajwadi Party leader Mr Mulayam Singh Yadav's bid to revive the Third Front, the CPI-M today dismissed any immediate possibility of such a political formation.

The Left party's announcement assumes significance as the UP chief minister had met CPI-M general secretary Mr Harkishen Singh Surjeet in this connection today. Mr Yadav is said to have pitched for such a front in view of the coming Assembly elections, especially with a view to take on his rival, the RJD chief, Mr Lalu Prasad, in Bihar. The CPI-M was, however, not convinced about creating a front against Mr Lalu Prasad.

Mr Surjeet said the Third Front issue could only be discussed at "an opportune time," adding that there were already many fronts at this stage. Giving an explanation on the subject, the party politburo member, Mr Sitaram Yechury, said: "There is no scope for any Third Front in the coming elections. It is not on our immediate agenda, even though the formation of a non-BJP, non-Congress front remains part of our long-term objective."

Mr Mulayam Singh Yadav

In the context of the Bihar polls, Mr Yechury said: "Our political objective is to keep communal forces out of power there. We had an alliance with the RJD earlier in this regard."

Expressing concerns over the deteriorating law and order situation as well as growing abduction cases under the Rabri Devi government, Mr Yechury said: "Both secularism and development are crucial for us, but we believe Lalu's alternative in Bihar would turn out to be worse."

The CPI-M politburo also discussed the party's strategy to be adopted in the coming Assembly elections in Bihar, Jharkhand, and Haryana. It decided that the CPI-M will first discuss the matter among the Left parties and then with other secular parties, for working out an electoral understanding.

19 DEC 2004 THE STATESMAN

19 DEC 2004

THE HINDU

CPI(M) wants right to strike protected

By Our Special Correspondent

NEW DELHI, DEC. 18. The Communist Party of India (Marxist) today demanded that the Government legislate to protect the right to strike and expressed reservations over the Employment Guarantee Act in its present form.

Briefing newspersons on the two-day Polit Bureau meeting that ended today, Sitaram Yechury said the meeting expressed serious concern over various pronouncements by the higher judiciary on the right to strike. It said that this would deny the working class and the citizens their basic right. The party decided to approach the Government to see that a suitable legislative provision was made to protect the right to strike.

The Polit Bureau said the proposed Employment Guarantee Act was diluted first by restricting it to the rural areas and now by limiting it to "poor households." There was no provision for any timeframe for extending the coverage of the Act to the whole country and it did not ensure employment for women. Also, there was no provision for the Centre providing cent per cent funding, it said stressing that "these defects need to be removed."

The meeting also sought restoration of the rate of interest on the employees' provident fund.

Strategy for polls

The Polit Bureau asserted that the party's basic thrust was to counter the communal forces and that it would approach the coming elections to the Bihar, Jharkhand and Haryana Assembly elections with this end in view. The party would hold discussions with other Left and secular parties on an electoral understanding.

Basu meets Sonia

The veteran Marxist leader, Jyoti Basu, met the Chairperson of the United Progressive Alliance, Sonia Gandhi, and discussed issues in the Common Minimum Programme (CMP) that need to be implemented on a priority basis.

Mr. Basu told her that the UPA and the Left parties must work for speedy implementation of the CMP.

শুদ্ধকরণে জেলা নেতাদেরও সরাচ্ছে সিপিএম

প্রসূন আচার্য

শুধু লোকাল বা জোনাল স্তর নয়, দলের জেলা নেতাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছে সি পি এম।

নদিয়া ও বর্ধমানে একাধিক দাপুটে নেতাকে জেলা কমিটি থেকে সরিয়ে দিয়ে সি পি এমের রাজ্য নেতৃত্ব বুঝিয়ে দিয়েছেন, কেউই দলের উর্ধ্বে নয়। রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস জানিয়ে দিয়েছেন, "দলে যে-শুদ্ধকরণ অভিযান চলছে, তাতে কেবল লোকাল বা জোনাল স্তরের নেতা নয়, দরকার পড়লে জেলা ও রাজ্য স্তরের নেতাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেব আমরা।"

কাউকে জেলা কমিটি থেকে সরিয়ে দেওয়াটা যে 'ব্যবস্থা নেওয়া'র পর্যায়েই পড়ে, সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক অনিলবাবু তা স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। জেলা কমিটি থেকে বাদ গেলেও ওঁরা অবশ্য দলে রয়ে গিয়েছেন।

সি পি এমের রাজনীতিতে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বর্ধমান ও অনিলবাবুর নিজের জেলা নদিয়ার সম্মেলন থেকেই আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের কড়া মনোভাবের বার্তা পাঠানো শুরু হয়েছে। আগামী দিনে পশ্চিম মেদিনীপুরে জেলা সম্পাদক দীপক সরকারের গোষ্ঠী, পূর্ব মেদিনীপুরে সাংসদ লক্ষ্মণ শেঠের গোষ্ঠী ও হুগলিতে রূপচাঁদ পালের গোষ্ঠীভুক্ত বেশ কিছু নেতার উপরেও কোপ পড়ার সম্ভাবনা। পশ্চিম মেদিনীপুরে সম্মেলনকে কেন্দ্র করে যে-ভাবে গণ্ডগোল হয়েছে, তাতে রাজ্য নেতৃত্ব ক্ষুব্ধ। পশ্চিম মেদিনীপুরের সম্মেলনে অনিলবাবু নিজে যাচ্ছেন।

পূর্ব মেদিনীপুরে মূলত অভিযোগ উঠেছে, ব্যক্তিস্বার্থে নানা ভাবে শিল্প গোষ্ঠীকে ব্যবহার করা হচ্ছে। হুগলিতে বন্ধ কারখানার জমি নিয়ে নানা দুর্নীতি ছাড়াও আরামবাগ, গোঘাটের মতো কৃষি-প্রধান এলাকায় দলকে উপেক্ষা করে ব্যক্তি-শাসন প্রতিষ্ঠার অভিযোগ আছে একাধিক জেলা নেতার বিরুদ্ধে। বাঁকুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদেও রদবদল হবে। নানা কারণে বিতর্কের কেন্দ্রে থাকা উত্তর ২৪ পরগনা ও কলকাতা জেলায় গোষ্ঠী-বিন্যাস যা, তাতে ফেব্রুয়ারির রাজ্য সম্মেলনের আগে রাজ্য নেতৃত্ব এখানে কোনও ব্যবস্থা নিতে পারেন কি না, সেটাই দেখার।

অনিলবাবুর উপস্থিতিতে জেলা সম্মেলনে সব চেয়ে বড় ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ায়। সম্পাদকমণ্ডলীর দুই প্রভাবশালী সদস্য রাধানাথ বিশ্বাস ও বংশীবদন সরকারকে ছেঁটে ফেলা হয়েছে জেলা কমিটি থেকেই। প্রাক্তন জেলা সম্পাদক রেণুপদ দাসের ঘনিষ্ঠ হিসাবে পরিচিত রাধানাথবাবু নদিয়া জেলা পরিষদের প্রাক্তন সভাধিপতি। তাঁর আমলে জেলা পরিষদের নানা কাজে আর্থিক অস্বচ্ছতার অভিযোগ তুলেছিল সি এ জি। দল খতিয়ে দেখে রাধানাথবাবুর বিরুদ্ধে কড়া মনোভাবের সিদ্ধান্ত নেয়। ২০০৩ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনে তাঁকে সরিয়ে দেওয়ার পরে এ বার জেলা কমিটি থেকে সরিয়ে দিয়ে অনিলবাবু প্রমাণ করতে চেয়েছেন, নিজের জেলায় শীর্ষ স্তরের নেতাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নিতে তিনি দ্বিধা করবেন না। বংশীবদনবাবুর বিরুদ্ধে অভিযোগ, একটি মামলায় নিজে হাজির না-থেকে তিনি অন্য এক জনকে হাজির করিয়েছিলেন, যা দলের ভাবমূর্তির পক্ষে ক্ষতিকর।

কেন ওই দুই নেতাকে ছেঁটে ফেলা হল?

অনিলবাবুর জবাব, "নানা কারণে নদিয়ার জেলা কমিটি থেকে পুরনো চার জনকে বাদ দেওয়া হয়েছে। সব দিক দেখেই দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে।" ওই দুই নেতা প্রকাশ্যে কিছু বলতে চাননি। রাধানাথবাবু বলেন, "যদি কোনও অভিযোগ উঠে থাকে, তা পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগেই উঠেছিল। যা বলার তখনই বলেছি। নতুন করে কিছু হয়নি। দলের এই সিদ্ধান্ত নিয়ে যা বলার তা দলেই বলব।" অন্য দিকে, বংশীবদনবাবু এই বিষয়ে কিছু বলতে চাননি।

বর্ধমান জেলা কমিটি থেকে বাদ পড়া সদস্যদের মধ্যে আছেন পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন নিগমের প্রাক্তন চেয়ারম্যান বিনয় চক্রবর্তী, সাংসদ মহবুব জাহেদি ও সমর বাওড়া। বয়সের কারণে জাহেদি এবং দলে আরও গুরুত্ব দেওয়ার কারণে বাওড়াকে 'ছেড়ে দেওয়া' হলেও দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের প্রভাবশালী নেতা বিনয়বাবু এবং মন্ত্রী অঞ্জু করের স্বামী ও কলনার দাপুটে নেতা হরিশ করকে সরিয়ে দিয়ে সি পি এমের রাজ্য নেতৃত্ব বুঝিয়ে দিলেন, প্রয়োজনে তাঁরা কড়া মনোভাব নিতে দ্বিধা করবেন না।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর অত্যন্ত 'পছন্দের লোক' বিনয়বাবুর বিরুদ্ধে ঠিকাদারদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার অভিযোগ আছে। বিনয়বাবুর সঙ্গে সম্প্রতি সংঘাত বেধেছিল দুর্গাপুরের লোক, বিদ্যুৎমন্ত্রী মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের। রাজ্যের বিদ্যুৎ-পরিস্থিতির তুলনামূলক উন্নতি সত্ত্বেও বিনয়বাবু প্রকাশ্যেই বিদ্যুৎমন্ত্রীর সমালোচনা শুরু করেছিলেন, যা শৃঙ্খলাভঙ্গের পর্যায়ে পড়ে। জেলা কমিটি থেকে তাঁর বাদ পড়া প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে বিনয়বাবু বলেন, "আমার বিরুদ্ধে যে কোনও অভিযোগ নেই, জেলা সম্পাদক অমল হালদার দলীয় মুখপত্রে তা জানিয়ে দিয়েছেন। আমার যা বলার দলীয় মঞ্চেই বলব।"

অন্য দিকে, হরিশ করের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, স্ত্রী মন্ত্রী-পদে থাকায় সেই সুযোগ নিয়ে তিনি ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন। বর্ধমান জেলায় নেতাদের বাদ পড়া প্রসঙ্গে অনিলবাবু বলেন, "বাদ যাওয়ার নানা কারণ আছে। আমরা তরুণদের সুযোগ দিতে চেয়েছি। তবে কেউই শৃঙ্খলাভঙ্গ করে বা ব্যক্তিস্বার্থে দলকে ব্যবহার করে পার পাবেন না, এটা সকলকে বুঝতে হবে।"

18 DEC 2004 ANADABAZAR PATRIKA

আর 'কামড়াতে' চায় না বামেরা

দীপ্তেন্দ্র রায়চৌধুরী ● নয়াদিল্লি

১১ ডিসেম্বর: মনমোহন সিংহের সরকারের গোড়ার দিকে সীতারাম ইয়েচুরি বলেছিলেন, তাঁরা শুধু চিৎকারই করেন না, দরকার হলে 'কামড়ে দিতে'ও পারেন। তা নিয়ে যথেষ্ট জলঘোলাও হয়েছিল। কিন্তু সে সময় সি পি এমের মধ্যে যিনি 'কামড়ে দেওয়ার' সব চেয়ে বেশি পক্ষপাতী ছিলেন, সেই সিটু সভাপতি এবং পলিটব্যুরো সদস্য এম কে পান্ধেও এখন মনে করছেন, 'চিৎকারেই' অনেক কাজ হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ, কামড়ানোর কারণই দেখা দিচ্ছে না।

শুধু তা-ই নয়, অবস্থা যদি এ রকম থাকে, তা হলে ভবিষ্যতে কমিউনিস্টরা আরও বেশি করে কংগ্রেসের সঙ্গে থাকবেন। এবং তখন তত্ত্বগত ভাবেও তাঁরা আর তৃতীয় ফ্রন্টের প্রবক্তা থাকবেন না। জ্যোতি বসু ও হরকিষেণ সিংহ সুরজিতেরা ঠিক এটাই চেয়ে আসছেন। এখন প্রকাশ কারাটও ধীরে ধীরে সেই জায়গাতেই এসে পৌঁছচ্ছেন বলে দলীয় সূত্রের খবর। সি পি এম পার্টি কংগ্রেসের দলিলেও এর আংশিক প্রতিফলন ঘটতে পারে।

কিন্তু ঠিক কী কারণে মনোভাব বদল হচ্ছে দলের? বা সামগ্রিক ভাবে কমিউনিস্টদের? এ ক্ষেত্রে তাঁরাই যে সব যুক্তি দিচ্ছেন, তা হল:

এক, নীতিগত প্রশ্নে বামপন্থীরা যে সব জায়গায় আপত্তি জানিয়েছেন, তার বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সরকার তাঁদের অবজ্ঞা করেনি। টেলিকম, বিমা প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিদেশি লগ্নি বাড়াতে উদ্যোগী হয়নি সরকার। গরিব মানুষের কাজের সংস্থান করতে চেষ্টা করেছে সরকার।

দুই, প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুদের হার বাড়ানো নিয়েও 'সদর্থক চিন্তা' করা হচ্ছে বলে সরকার সংসদে জানিয়েছে, যদিও তা করতে হলে সরকারি কোষাগার থেকে ভর্তুকি দিতে হবে।

তিন, ক্ষেত্রগত ভাবে শ্রমিক স্বার্থের প্রশ্নেও বন্দর ও ডকের কর্মচারীদের সঙ্গে সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে, কয়লাশিল্পে ন্যূনতম মজুরি ও অন্য প্রশ্নে বোঝাপড়া হয়েছে, বিমানবন্দরে সব ইউনিয়নের সঙ্গে আলোচনায় বসার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এয়ার ইন্ডিয়া। ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের সঙ্গেও কর্তৃপক্ষের চুক্তি হয়েছে। প্রতি ক্ষেত্রে ধর্মঘটের কথা ভেবেও ইউনিয়নগুলি পিছু হঠেছে তাঁদের নেতাদের সঙ্গে বসে মন্ত্রীরা বিরোধ মিটিয়ে নেওয়ার পর।

এর পর একুশের পাতায়

কামড়াতে চায় না বামেরা

প্রথম পাতার পর

এই বাস্তবতা এখন পান্ধেরাও অস্বীকার করছেন না। "এ কথা ঠিক, আমাদের অনেক দাবিই সরকার মেনে নিয়েছে," জানিয়েছেন পান্ধে। কিন্তু তাঁর বক্তব্য, "এগুলো মেনেছে আমাদের চাপে। আমরা যে ক্রমাগত চিৎকার করছি, হুমকি দিচ্ছি, এতে কাজ হচ্ছে। কিন্তু এখনও ওরা এমন অনেক কথা বলছে, যেগুলিকে আটকাতে হবে। এই সব বিশ্বায়ন, বেসরকারীকরণের নীতির বিরুদ্ধে আমাদের চাপ বাড়াতে হবে।"

সরকার যে এখন অনেক বেশি সাড়া দিচ্ছে, সে কথা স্বীকার করেছেন এ আই টি ইউ সি-র অন্যতম সম্পাদক আর এল সচদেবও। তাঁর বক্তব্য, "গত সরকারের তুলনায় পরিস্থিতিটাই এখন সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে। এটুকু বলতে পারি যে, সরকার আমাদের কথাকে কিছুটা গুরুত্ব দিচ্ছে।" ঠিক এই অবস্থায় সি পি আই-এর সাধারণ সম্পাদক এ বি বর্ধন যে ভাবে বিদ্যুৎ আইনের বিরুদ্ধে সারা দেশের বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের কর্মীদের ধর্মঘটের হুমকি দিয়েছেন, তা কিছুটা আশ্চর্যের। কিন্তু রাজনৈতিক সূত্রের বক্তব্য, ওটাও তাঁর চাপসৃষ্টির কৌশল, উদ্দেশ্য সরকারকে বিদ্যুৎ আইনের কিছু সংশোধনের পথে টেনে নিয়ে যাওয়া।

কিন্তু সরকারের সঙ্গে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁদের যে সমঝোতা হচ্ছে, ত নিয়ে প্রকাশ্যে বড়াই করছেন ন বামেরা। কেন? সি পি এ পলিটব্যুরোর এক গুরুত্বপূর্ণ সদস্যের বক্তব্য, "আমাদের কাছে মানুষের প্রত্যাশা অনেক বেশি। তা ছাড়া এতে আমরা সন্তুষ্ট হলে সরকার অনেক দাবি উপেক্ষা করতে শুরু করবে।" অর্থাৎ, সরকারের উপর চাপসৃষ্টি করে আরও অনেক কিছু আদায় করে নিতে চান তাঁরা। দলের দলিলেও দু'কূল রক্ষা করেই বিষয়টি উপস্থাপিত হবে বলে ইঙ্গিত মিলেছে।

12 DEC 2004 ANADABAZAR PATRIKA

0 - DEC 2004

Left cries 'Dilli chalo' to drum up support for bandhs

HT Correspondent
Kolkata, December 4

THE CPI(M) will fight the court order banning bandhs and move an all-party resolution in the state Assembly during the ensuing winter session to seek constitutional protection for the right to call strikes.

State CPI(M) secretary Anil Biswas has already instructed party MLA and Left Front chief whip Robin Deb to initiate talks with all political parties which have representatives in the House. The Left Front will also hold bilateral discussions with parties, which have no presence in the Assembly, to seek their views on the issue.

Trinamool chief Mamata Banerjee has already declared that she favours an all-party meet to discuss protection for the right to call strikes, and would welcome a constitutional amendment towards this end.

The state Congress, too, is warming up to the idea, and has endorsed the need to reserve the right to strike, though only as a last resort.

"We will urge the courts to rethink their views on bandhs. Strikes are weapons of last resort and must not be called at the drop of a hat. But they shouldn't be outlawed," state Congress leader Somen Mitra said. The Congress Legislature Party would meet to take a stand on the issue once it receives a formal invitation for talks from the Left Front chief whip, Mitra added. "But is the CPI(M) really interested in protecting people's democratic rights in this state? Haven't they been solely responsible for turning bandhs into everyday affairs?" he asked.

The CPI(M) said it would take initiatives both in the state and at the Centre to protect the right to call strikes as a weapon of protest. The UPA government's common minimum programme was sworn to guarding this right. That commitment must be kept, Biswas said. He pointed out that even advanced nations in the West had this right enshrined in their constitutions. Many other countries had accepted the International Labour Organisation's conventions along with their built-in protection for the right to strike, he added.

Arguing that the Indian Constitution as ambiguous in this area, Biswas said the CPI(M) politburo would discuss the issue threadbare at its meeting in Delhi on December 17 and would talk to its Front partners as also with all other national parties.

Controlled aggression

- **CPM will talk to all parties to mobilise opinion against court ban on bandhs**
- **Will discuss strategy at its December 17 politburo meeting in Delhi**
- **Will move all-party resolution in Assembly during winter session**
- **Will press Centre to abide by UPA's common minimum programme, which pledges to protect right to strike**

THE HINDUSTAN TIMES

02 DEC 2004 THE HINDU

UPA Government must adhere to policies in CMP: Left

By Gargi Parsai

NEW DELHI, DEC. 1. The Left today endorsed a People's Declaration on Development, Displacement and Rehabilitation that called for "pro-people development" as opposed to "destructive development." It urged the United Progressive Alliance Government to "implement its own programme as declared in the Common Minimum Programme."

"We differ with the neo-liberal development policies that do not benefit the poor. We are not asking for the moon, only for the UPA Government to implement its own policies as agreed to in the CMP," said the CPI national secretary, D. Raja, while endorsing the declaration put forth by the National Alliance of People's Movements on the concluding day of its National Convention on Development, Displacement and Rehabilitation.

New alignment

Mr. Raja said the new realignment of political and social forces that had come to governance in the country was committed to implementing land reforms and all land ceiling laws. "The time has come to evolve proper strategies and to see what the Government has achieved through the CMP. Here is an opportunity to fight the WTO and its adverse conditionality, the IMF, the World Bank and, at the same time, be pro-poor, pro-Dalits and pro-people."

The Union Water Resources Minister, Priyaranjan Dasmunshi, said that no water project in the country would be given the green signal unless there was a guarantee of complete rehabilitation of the affected people. While there was a 'Catch 22' situation regarding displacement and development projects, he would prefer to take the middle path. "I would first decide 'development for whom' then look at who would lose out in the process and how to rehabilitate them."

Others who lent their support to the declaration included the socialist leader, Surendra Mohan, Abni Roy and Manoj Bhattacharya of the RSP, Debavrata Biswas and G. Devarajan of the Forward Bloc, the former Planning Commission adviser, Shekhar Singh, advocate Surekha Dalvi, journalist Kuldip Nayyar, activist Amarnath and the alliance convener, Medha Patkar.

On Tuesday, the former Prime Minister, V.P. Singh, had committed himself to the struggle of those displaced by mega projects. The declaration said: "The choice of technology for development must be one that generates more livelihood opportunities, is least destructive of natural resources, least displacing of people, enables fulfilment of basic needs; ensures equitable distribution of benefits, supports sustainable use of natural resources and gives the right of information to people."

Rehabilitation policy

It called for the replacement of the Land Acquisition Act of 1894 (amended in 1984) by a national enactment which defines all parameters of rehabilitation of people whose lands are acquired.

It sought the reformulation of the National Rehabilitation Policy leading to the formulation of a National Rehabilitation Act. Special Commissions on Displacement and Rehabilitation should be constituted at national and State levels with judicial and quasi-judicial powers. "We reject the economics of gigantism and instead prefer small, local and decentralised projects," the declaration said and underscored the need for a realignment of policies that were people-centric and participatory.

পার্টি-সদস্যদের মাতলামি নিয়েও বিব্রত সিপিএম

প্রসূন আচার্য

কেবল দুর্নীতি বা সমাজবিরোধী কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত থাকা নয়, সি পি এমের সদস্যদের মদ্যপান এবং মাতলামো নিয়েও চিন্তায় পড়েছে দল। দলীয় প্রতিবেদনেই এ কথা বলা হচ্ছে।

বৃহস্পতিবার উত্তর ২৪ পরগনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যারাকপুর দক্ষিণ পশ্চিম জোনাল কমিটির সম্মেলন শুরু হয়েছে। দলীয় প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, "পার্টি-সদস্যেরা কোথাও কোথাও নিয়মিত মদ্যপান করছেন বা মাতলামো করছেন, এই ধরনের অভিযোগও উঠেছে।" মদ্যপানের ভাল-মন্দ নিয়ে নানা বিতর্ক আছে। ভারতীয় রাজনীতিতে মদ্যপানকে কিছুটা পৃথক দৃষ্টিভঙ্গিতেই দেখা হয়। যদিও কংগ্রেস, কমিউনিস্ট, বি জে পি— কোনও দলই মদ্যপানের বিরুদ্ধে কোনও নির্দিষ্ট ফতোয়া জারি করেনি। কমিউনিস্টদের ক্ষেত্রেও মদ্যপান নিয়ে কোনও ছুতমার্গ নেই বলেই শোনা যায়। তবে দলীয় কর্মীরা নিয়মিত মদ্যপান করে মাতলামো করছে, সি পি এমে এমন অভিযোগ এই প্রথম। অভিযোগ উঠলেও কে বা কারা তা করছেন, ব্যবস্থাই বা নেওয়া হয়নি কেন, সেই বিষয়ে দল অবশ্য নীরব।

শুদ্ধকরণ প্রক্রিয়ার পাশাপাশি সামগ্রিক ভাবে পার্টি যে মূল্যবোধের এক চূড়ান্ত 'অবক্ষয়'-এর মধ্য দিয়ে চলছে, সম্মেলনের রিপোর্টেই তা স্পষ্ট। রিপোর্টে বলা হয়েছে, "২৭ বছর ধরে সরকার প্রশাসন ও পার্টি পরিচালনার সুবাদে আমরা কিছু ক্ষমতার অধিকারী। সবাইকে চাকরি দিতে পারি না, কিন্তু কিছু কিছু পারি। সবাইকে বাড়ি বানানোর সামগ্রী সরবরাহের সুযোগ করে দিতে পারি না, কিন্তু কাউকে কাউকে পারি। বাড়িওয়ালা-ভাড়াটিয়া বিরোধ, সম্পত্তির বিরোধে সচেতন ভাবে পক্ষপাতিত্ব করতে পারি। আর এই সুবাদে সুযোগ-সুবিধাগুলি নিজের পরিবারের লোক বা অনুগত লোকেদের জন্য করে দেওয়ার প্রবণতা বাড়ছে।"

২,৭০,০০০ সদস্যই কেবল নয়, বিভিন্ন গণ-সংগঠনের ছাতার তলার আরও প্রায় আড়াই কোটি মানুষ সি পি এমের প্রতিটি কাজের সঙ্গে যুক্ত। এত সদস্য-সমর্থকদের শিক্ষিত করে তোলা যেমন কঠিন, তেমনই এই বিপুল বেকার-বাহিনীকে কাজের সন্ধান দেওয়াও অত্যন্ত শক্ত। অন্য দিকে, প্রোমোটিং থেকে অসাধু কারবারে অবৈধ অর্থ উপার্জনের পথ খোলা থাকছে। সব মিলিয়ে দল যে কত বড় সমস্যায় পড়েছে, নেতৃত্বও তা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছেন।

কী করছেন দলীয় কর্মীরা? আত্মপ্রচার, ব্যক্তিগত ঝোঁক, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের তুলনায় সালিশিতে বেশি সময়, পুরসভা পরিচালনার ব্যাপারে দলকে না-জানিয়ে ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রবণতা তো রয়েছেই, এমনকী সমাজবিরোধীদের সঙ্গে পার্টিকর্মীরা জড়িয়ে পড়ছেন বলে রিপোর্টে জানানো হচ্ছে। পিনাকী, পলাশ, বুল্টন থেকে হাতকাটা দিলীপ— সব ক্ষেত্রেই উত্তর ২৪ পরগনার জেলা রাজনীতি কোনও না-কোনও ভাবে জড়িয়ে পড়েছে।

দলীয় প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, "অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের পার্টিতে অনুপ্রবেশ বা

এর পর আটের পাতায়

মাতলামি

প্রথম পাতার পর

তাদের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন, সমাজবিরোধী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে বা সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে দৃঢ় মনোভাব গ্রহণে দুর্বলতা, পার্টির সদস্য ও নেতাদের ঠিকাদারি ও প্রোমোটারি ব্যবসায় জড়িয়ে পড়া, কোথাও কোথাও ইমারতি দ্রব্য সরবরাহের ক্ষেত্রে পার্টিকে ব্যবহার করা এবং তা করতে গিয়ে জবরদস্তি করা, প্রোমোটারদের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ বা প্রোমোটার ব্যবসাদারের উপরে চাপ সৃষ্টি করে অনৈতিক উপায়ে অর্থ উপার্জনে লিপ্ত হয়ে পড়া, পুকুর ভরাটের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়া বা নীরব থাকা বা দর্শকের ভূমিকায় থাকার মতো ঘটনাগুলি অত্যন্ত বিপজ্জনক প্রবণতারূপে আত্মপ্রকাশ করেছে।"

কী ভাবে দলকে এই প্রবণতা থেকে রক্ষা করা যায়, তা নিয়ে রাজ্য পার্টির নির্দেশের ভিত্তিতে জেলা পার্টি যে-নোট তৈরি করেছে, তার পরিপ্রেক্ষিতেই জোনাল কমিটি 'ত্রুটি সংশোধনের পদক্ষেপগুলিও' চিহ্নিত করেছে। বলা হয়েছে: ১) পার্টিতে অবাঞ্ছিত ব্যক্তির মেলামেশা ও অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে হবে। ২) সমাজবিরোধী কার্যকলাপের সঙ্গে সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা, সমাজবিরোধী কার্যকলাপ সম্পর্কে উদাসীন ও অন্যমনস্কতা এবং যুক্ত প্রচারমূলক কার্যক্রম গড়তে হবে। ৩) দুর্নীতি ও অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জনের বিরুদ্ধে পার্টিতে কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে। ৪) ঠিকাদার, প্রোমোটার ও ব্যবসার সঙ্গে পার্টি নেতৃত্বের সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। ৫) নির্বাচনকে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর স্বার্থের কাজে লাগানোর মনোভাবের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে।

26 NOV 2004 ANADABAZAR PATRIKA

কঠিন পরীক্ষায় বামপন্থীরা

গত লোকসভা ভোটে বি জে পি জোটের পরাজয়ের তাৎপর্য নিয়ে সংশয় নেই। এক হাতে 'বিকাশপুরুষ' বাজপেয়ীর মুখ, অন্য হাতে গুজরাট গণহত্যার রক্তের দাগ— প্রকাশ্য ও গোপন কর্মসূচির বিচিত্র সমন্বয় নিয়ে নিশ্চিত জয়ের ছবি দেখছিল বি জে পি। সমান্তরাল দুটি প্রত্যাখ্যান জুটল। এক, ভারত উদয়, ফিল গুড, বাজপেয়ী— প্রত্যাখ্যাত। দুই, নরেন্দ্র মোদিদের উগ্র সাম্প্রদায়িক রাজনীতি প্রত্যাখ্যাত। প্রত্যাখ্যাত অবশ্যই, কিন্তু কোথাও কোথাও প্রশ্রয়। কংগ্রেসি প্রধানমন্ত্রী এলেন, কিন্তু অন্য অনেক দলের ওপর নির্ভরশীল। বামপন্থীরা বাড়লেন, জাতীয় রাজনীতিতে আরও একটু বেশি প্রাসঙ্গিক হলেন, কিন্তু একই সঙ্গে এসে গেল মনমোহন সরকারকে জনমুখী চাপে রাখার জটিল দায়িত্ব। ভোটের পর ছ'মাস অতিক্রান্ত। হিসেব নেওয়ার চেষ্টা করা যাক, এই সময়ে কারা কতটা এগোলেন। বা, পিছোলেন।

বি জে পি শুধুই পিছিয়েছে। কোনও সুসমাচার নেই এন ডি এ শিবিরে। জোটসঙ্গী চন্দ্রবাবু বিধ্বস্ত। জর্জ, মমতারা হতমান। চিরকালের জন্য 'প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী' হয়ে গেলেন বাজপেয়ী। জোটে তাঁর নেতৃত্ব টলে গেল। পরাজয়ের জন্য গুজরাটকে দায়ী করে তাঁর মানালি-মন্তব্য দলে অসন্তোষ আনল। বি জে পি-তে আদবানির পুনরুত্থান জোটসঙ্গীদের উদ্বেগে ফেলল। দুই প্রবীণ-প্রধান নেতার পর সামনে কে, দ্বিতীয় সারির বি জে পি নেতাদের মধ্যে প্রকাশ্য লড়াই শুরু হয়ে গেল। গোলমাল সামলে দলটাকে গোছাতে আদবানিকে আবার সভাপতি করা হল, কিন্তু সুবিধে হল না। ঝগড়া চলতেই থাকল, বেপরোয়া উমা ভারতী সর্বোচ্চ নেতৃত্বকে চোখ রাঙাতেও দ্বিধা করলেন না। বাজপেয়ীর চেয়ে আদবানি অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য সঙ্ঘ পরিবারের কাছে। কিন্তু পরিবারেও বেজায় গোলযোগ, বিশৃঙ্খলা। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ আদবানিকেও মানতে নারাজ। তোগাড়িয়া, গিরিরাজ কিশোর, সিঙ্ঘলরা সরাসরি আক্রমণ করলেন রথকৃষ্ণ আদবানিকে। আশা ছিল, যদি মহারাষ্ট্রে জেতা যায়। জিতলে, চাকা ঘুরবে। হল না। বি জে পি-তে বদল বলতে একটাই, পুতুল সভাপতির বদলে আসল সভাপতি।

কংগ্রেসে অনেক সুখবর। সোনিয়ার নেতৃত্ব এমনই অবিসংবাদিত যে, দ্বিতীয় সারিতে ঝগড়ার কোনও সুযোগ নেই। প্রধানমন্ত্রিত্ব প্রত্যাখ্যান করে অনেক ওপরে উঠে গেছেন নেত্রী। মহারাষ্ট্রে জয়, অরুণাচলেও। রাহুল গান্ধী, শচীন পাইলট, নীতিন প্রসাদ, জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া— একেবারে নতুন প্রজন্মের নেতাদের সামনে এনে ফেলা গেছে। উত্তরপ্রদেশে রাহুলকে নামিয়ে একই সঙ্গে বি জে পি এবং সমাজবাদী পার্টিকে দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছেন সোনিয়া। নেতৃত্বের ছড়ি নিজের হাতে রেখেও মনমোহনকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখানোর কাজটাও একটু এগিয়েছে। যদি এখনই আবার ভোট হয়, কমার প্রশ্ন নেই, একটু হলেও বাড়বে কংগ্রেস।

বি জে পি পিছিয়েছে, কংগ্রেস এগিয়েছে, গত ছ'মাসে বামপন্থীদের কী হল? সহজ ঝুঁকিহীন উত্তর— একই জায়গায়। কিন্তু, কোনও কিছুই তো একই জায়গায় থাকে না। সি পি এম নিশ্চিত, কেরলে বিধানসভা নির্বাচনে জিতে ক্ষমতায় আসবে বামফ্রন্ট। কিন্তু তার পর? বা, তা ছাড়া? সমর্থিত সরকার দিল্লিতে থাকায় কতটা সুবিধে হবে পশ্চিমবঙ্গের, ক্রমশ প্রকাশ্য। কিন্তু অন্য বা আসল দিকটি তো রীতিমতো ঝামেলাময়। সোনিয়া গান্ধী বামপন্থীদের গুরুত্ব দিচ্ছেন, অন্তত প্রকাশ্যে। সোনিয়ার কথাবার্তায় এক বাম দলের নেতা এতটাই মুগ্ধ যে, বলছেন, কাছে না এলে জানতে পারতাম না, উনি কত পরিণত। এই নেতার দল কংগ্রেসকে সমর্থনের ব্যাপারে কুণ্ঠা প্রচারে দ্বিধাহীন। প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং বামপন্থীদের দেশপ্রেমিক বলেছেন। বাম সমর্থনকে এই সরকারের সম্পদ বলেছেন। বলেছেন। কিন্তু কী করেছেন? প্রধানমন্ত্রী মনমোহন, অর্থমন্ত্রী চিদম্বরম, যোজনা আয়োগের উপপ্রধান মন্টেক সিং আলুওয়ালিয়া— একেবারে প্রথম সারির বিশ্বব্যাঙ্ক টিম! শিল্পপতিরা মধুর বার্তা পেলেন, শেয়ার সূচক হু-হু করে চড়ল। কিন্তু, শীত পড়ছে, সোনিয়ার চা-এর চাদর আর কতটা সামলাবে। যোজনা আয়োগে পরামর্শদাতা কমিটিতে বিদেশি বিশেষজ্ঞদের আনলেন মন্টেক, অবশ্যই মনমোহনের অনুমোদনে। বামপন্থী নেতাদের সোনিয়া বলেছেন, তিনি জানতেন না। হতে পারে, শোনা যায় সোনিয়া মিথ্যে কথা বলেন না। যোজনা আয়োগে কোনও স্তরে বিদেশি (মূলত আমেরিকাপন্থী) বিশেষজ্ঞদের আনা চলবে না, বামপন্থীরা সরব হলেন। জ্যোতি বসু রাখঢাক না করে মন্টেককে বললেন, 'বিশ্বব্যাঙ্কের লোক'। ওই বিদেশিদের সরে যেতে হবে। কিন্তু, যে বামপন্থী অর্থনীতিবিদ্‌রা পরামর্শদাতা কমিটিতে ছিলেন, তাঁরাও তো আর থাকলেন না। কমিটিগুলোই ভেঙে দেওয়া হল। বামপন্থীদের জয়— এ কথা বলা যাবে না। বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে একটু থমকে দাঁড়িয়ে আছে মনমোহন সরকার। কিন্তু, চিদম্বরম দেশে-বিদেশে বলে চলেছেন, আটকাবে না, হয়ে যাবে। প্রভিডেন্ট ফান্ডে সুদের হার বাড়াতে হবে, বামপন্থীদের এই দাবি কিছুটা মানা হবে বলে শোনা যাচ্ছে, কিন্তু এখনও কিছু হয়নি। পেট্রল-ডিজেলের দাম বাড়ানোর ক্ষেত্রে বামপন্থীদের চাপে অনেকটা সময় নিয়েছেন মনমোহন। কিন্তু যখন বাড়ালেন, মাত্রাজ্ঞানটুকুও দেখা গেল না। রান্নার গ্যাসের দাম বাড়ল এক লাফে কুড়ি টাকা। আরও মারাত্মক, প্রতি মাসে পাঁচ টাকা করে বাড়ানোর অভূতপূর্ব সিদ্ধান্ত। বামপন্থী নেতারা এখন সোনিয়াকে গিয়ে বলতেই পারেন, আপনিই বলুন, আমরা কী করে আপনাদের সমর্থন জানাব? কী করে মানুষকে বোঝাব যে, আমরা আপনাদের চাপে রাখতে পারছি? কী উদাহরণ দেব, যেখানে আমাদের চাপে আপনারা অন্য কিছু করলেন? শুধু সকালের চায়ে বা রাতের স্যুপে এই প্রশ্নের চিঁড়ে ভিজবে না।

এখন প্রশ্ন, মনমোহন-চিদম্বরম-মন্টেক টিমের উত্তরোত্তর জন-বিরোধী সিদ্ধান্তের সামনে দাঁড়িয়ে কী করবেন বামপন্থীরা? কী করতে পারেন? সরকারে নেই, সুতরাং প্রকাশ্য সমালোচনায় বাধা নেই। বেশ। কিন্তু শুধুই সমালোচনা শুনে বাম সমর্থকেরা সন্তুষ্ট থাকবেন কেন? তাঁরা তো কিছু উদাহরণ চাইবেন, যেখানে চাপে রাখা যাচ্ছে, প্রভাবিত করা যাচ্ছে। গত লোকসভা নির্বাচন নিঃসন্দেহে ছিল বি জে পি জোট বনাম বি জে পি-বিরোধীদের লড়াই। সমর্থন করতেই হত ইউ পি এ সরকারকে। এখনও পর্যন্ত রুপোলি রেখা দুটি। এক, শিক্ষায় গৈরিকীকরণের প্রক্রিয়া বন্ধ হয়েছে। দুই, ইস্কো এবং আরও দু-একটি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকে চাঙ্গা করা হচ্ছে। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের অনেক কর্মী শারদোৎসবের মুখে বকেয়া বেতন পেয়েছেন। লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বিক্রির মহোৎসব বন্ধ হয়েছে। কিন্তু, অন্ধকারের দিকটা যে অনেক বেশি প্রবল। কী করবেন বামপন্থীরা?

এখনই সমর্থন প্রত্যাহার সম্ভব নয়। উচিতও নয়। বি জে পি-কে কোনওভাবেই সুবিধে দেওয়া যাবে না, এটাই জনরায়। বি জে পি দুর্বল হচ্ছে, ক্ষমতাবিচ্ছিন্ন রাখতে পারলে দলটা আরও দুর্বল হবে, ওদের ঝগড়া উত্তরোত্তর বাড়বে। জোটসঙ্গীরা ছিটকে যাওয়ার সুযোগ খুঁজবে। সুতরাং, অপেক্ষা করো। কিন্তু, এই অপেক্ষার সময়টায় কংগ্রেস তো বসে থাকছে না। শক্তি বাড়াবে, বাড়াচ্ছে। সমর্থনের বাধ্যবাধকতা আছে বামপন্থীদের, কংগ্রেস জানে। সোনিয়ার বেড়ে-যাওয়া জনপ্রিয়তা এবং কেন্দ্রে ক্ষমতার জোরে কংগ্রেস আরও শক্তিশালী হওয়ার চেষ্টা করবে, স্বাভাবিক। সময়-সুযোগ বুঝে অন্তর্বর্তী ভোট যদি ডেকে আনে কংগ্রেস এবং অন্যদের ওপর, বামপন্থীদের ওপর অনেক কম নির্ভরশীল থেকে সরকার গড়ে, মনমোহনদের ঠেকাবে কে? তৃতীয় শক্তির কথা এখনও শোনা যায় মাঝেমধ্যে, কিন্তু নিতান্তই বলার জন্য বলা। লালুপ্রসাদ, এমন-কি ভি পি সিং-ও কংগ্রেসের নেতৃত্ব মেনে নিয়েছেন। মুলায়মের সঙ্গে বি জে পি-র গোপন বোঝাপড়া। একটি আসনে জিতে লোকসভায় আসার বাইরে আর কোনও ক্ষমতা নেই চন্দ্রশেখরের। যত ছোটই হোক, তৃতীয় শক্তি হওয়ার চেষ্টা নিজেরাই করতে পারেন বামপন্থীরা। কিন্তু সে-পথেও অনেক কাঁটা। দেখুন, এ রাজ্যেই অনেক চেষ্টা করে এস ইউ সি-র সঙ্গে পরোক্ষ জোট করতে পারেনি বামফ্রন্ট। উগ্র বামপন্থীরা সি পি এম তথা বামফ্রন্টকে শত্রু বিবেচনা করেন, 'শত্রুর শত্রু আমাদের বন্ধু'— এই সূত্র মেনে কখনও কখনও একেবারে বিপরীত শিবিরের সঙ্গেও হাত মেলান। তা হলে, কী করবে সি পি এম? বামফ্রন্টের অন্য শরিকরা? এ এক নতুন সমস্যা, যা বি জে পি জমানায় ছিল না। সাম্প্রদায়িক জোট পরাস্ত, লোকসভায় শক্তি বেড়েছে, তবু প্রবল দুশ্চিন্তায় বামপন্থীরা। বি জে পি-কে আরও দুর্বল করে দিতে অন্তত দুটো বছর সরকারকে সমর্থন? কিন্তু এই দু'বছরে যদি অনেক বেশি শক্তি সঞ্চয় করে জন-বিরোধী স্টিমরোলার চালানোর জায়গায় চলে আসে কংগ্রেস? যেন বি জে পি দুর্বলতর হয়, কিন্তু কংগ্রেস খুব বেশি শক্তিশালী নয়, এই প্রার্থনা করে যেতে হবে? প্রার্থনা তো বামপন্থীদের পথ হতে পারে না।

Red flag up against fuel price hike

HT Correspondents
Kolkata/ New Delhi, Nov 5

THE LEFT in Bengal will hit the streets with a weeklong agitation from November 8 and hold a rally in Kolkata the next day in protest against the petroleum price hike announced last night. Chief Minister Buddhadeb Bhattacharjee has already written a protest letter to the Centre.

Calling the decision unnecessary, Left Front chairman Biman Bose said the hike had been announced just when international prices of crude had begun falling.

"The Centre is deviating from the common minimum programme which makes it binding on it to work in the interest of the common man. It's not consulting us before making major policy decisions. We have always sought a restructuring of import and excise duties to keep petroleum prices under control. The Centre has ignored our demands," he added.

Left punch

- Statewide stir from Monday, rally in Kolkata on Tuesday
- Price hike not necessary because crude costs are falling
- Centre deviating from common minimum programme
- UPA following NDA's regressive policies

Jyoti Basu said, "We had told them not to go for a hike right now. But I read in the newspapers today that the government had again raised the prices of petroleum products. I don't know why they are behaving like this".

Denying charges that CPI(M) politburo member Sitaram Yechury had endorsed the hike, party state secretary Anil Biswas said, "Communists never indulge in double-dealing. We will organise agitations seeking a rollback in the prices."

In Delhi, the CPI(M) politburo said it had repeatedly told the government to meet the rise in global oil prices by lowering Customs and excise duties. The decision to dismantle the administrative price mechanism (APM) had come with an assurance that duties on all subsidised petroleum products would be slashed to zero per cent. Had the promise been kept, there would have been no need to raise the prices, it added.

"Not raising the price of kerosene was no big favour because it isn't imported. The hike in the LPG price will hit millions. The diesel price hike will have a cascading effect, fuelling inflation," the politburo noted. CPI secretary D. Raja said the government raised the prices without heeding the Left.

6 NOV 2004 THE HINDUSTAN TIMES

Left to intervene in UPA moves

Our Political Bureau
NEW DELHI 31 OCTOBER

THE Left, which forced the government to put off a decision on a hike in the prices of petro products, on Sunday indicated that there will be frequent interventions by them in the Manmohan Singh government's policy matrix. Dubbing some of government's moves as "flawed," the Left has cautioned it against straying from the CMP. The CPM and CPI in separate resolutions have laid out a framework for the Left parties' support to the Congress-led coalition at the Centre. The CPM's three-day central committee meeting, which ended on Sunday formulated its draft political resolution to be placed before the party congress, in which it opposed any dilution of the CMP. It also decided to stick to its stand against the moves on raising FDI caps in certain sectors, reducing the interest rate of provident fund, privatisation of airports and the patents bill, party sources said.

The CPI's national council, after its two-day session, adopted a

LEFT-HAND DRIVE

report calling for mass movement to protest against "anti-people" measures and ensure that steps of urgent concern to the common man are implemented. "The performance of the government during the five months has been mixed. The decisions taken are also mixed and on a number of issues flawed. Several of them stray from the path of the CMP. This has compelled the Left to protest, criticise and demand change and correction," the report said. A.B. Bardhan said announcements like reducing interest rate on provident fund, raising the FDI cap in telecom and insurance sectors, moves on privatisation of major aiports and ports, proposed liberalisation in the banking sector will face opposition from the Left.

"As long as the UPA government implements the CMP and works within its framework, it will continue to have the full support and cooperation of the Left," Mr Bardhan told reporters here. On land reforms, Mr Bardhan threatened that the party will launch a mass movement if speedy steps were not taken by government to redistribute land.

SINGH: BUMP AHEAD?

01 NOV 2004 The Economic Times

Left will not oppose petrol price hike

Agencies
New Delhi, October 22

AFTER MONTHS of stonewalling, the Left today gave the first clear hint that it would not oppose a hike in the domestic prices of petrol.

A.B. Bardhan and D.Raja of the CPI met petroleum minister Mani Shankar Aiyar, who tried to get them to agree to a petroleum price hike. With domestic oil marketing companies hit by the spiralling international prices of oil, the Left leaders are now ready to accept that a hike in domestic prices could be necessary.

"We did not put too much pressure on the issue of petrol prices. It is clear that the price mechanism has to work somewhere so that our oil companies do not run into losses," Bardhan said.

But the Left is still largely opposed to a hike in the prices of diesel as also of LPG and kerosene, because it could fuel inflation. It has also recommended more cuts in the excise and customs duties on crude oil.

Aiyar wants the issue discussed with the Prime Minister. "I will continue my dialogue process. The decision will not be taken by me but by the Prime Minister," he said.

Oil companies are losing nearly Rs 5,000 crore every year because of the subsidy burden and the lack of political will to raise petrol prices.

THE HINDUSTAN TIMES 23 OCT 2004

Corruption in party a dangerous trend, says Anil

Statesman News Service

KOLKATA, Oct. 15. — Atheism can have nothing to do with introspection if Bengal's communists want to use the festive issue of their party mouthpiece to talk about things as crucial as deviation, corruption and internal cleansing.

The CPI-M state secretary, Mr Anil Biswas, has done exactly this in his article, CPI-M *er truti sonsodhan abhijan* (the CPI-M's exercise to correct mistakes) in the festive number of Ganashakti which is to hit the stands all over.

Using the typical Marxian analysis of class and class structure as the base of his article, Mr Biswas has interpreted deviations, corruption and anti-people behaviour as effects of change in a bourgeois society in his six-page article.

"Since the party had to form an electoral alliance with the bourgeois parties in many states over the past decade, we have noticed their effect on our party in other states (excepting West Bengal and Kerala), " writes Mr Biswas referring to the correctional exercise being carried out by the CPI-M central committee since 1997.

There has been a tendency among party members to contest and win Parliamentary seats in elections sometimes "even rising above the party," says Mr Biswas.

Mr Anil Biswas

Moreover, there has been a lack of communist thinking (among members) leading to lack of development in the thought process. "Corruption has been noticed, even in states where the party has a weak presence. Although the rate of corruption in the communist party is much less, the trend is dangerous".

Among other shortcomings noticed among party members are lack of interest in the organisation, not organising meetings at the branches and flouting organisational rules.

The deviations witnessed among party members in West Bengal cannot be called minor, if one goes by the admission of the state secretary:

a) The attitude of submission (among party functionaries), ignoring shortcomings.

b) Lack of transparency and coordination between the party and different organisations of the Left front government

c) Lack of communist idealism and often getting involved in immoral activities. "The party has stated time and again that members stay away from land deals, refrain from using position for the benefit of family members...", says Mr Biswas.

d) Internal differences and factional feuds leading to splinter groups. "These often help people with questionable character get plump posts in the party," admits Mr Biswas

e) The stipend given to whole time members is less than adequate. This often compels them to indulge in immoral activities.

f) Often it is a leader's personal liking that decides allotment of job among party workers. This can be frustrating for the talented, says Mr Biswas.

While delving into details of the possible solutions to these problems the party secretary has stressed on "struggle" within the CPI-M to keep it clean and take action against erring members and leaders.

THE STATESMAN

Surjeet never called Kher an RSS man: Yechury

HT Correspondent
New Delhi, October 15

CPM LEADER Sitaram Yechury on Friday said ousted Censor Board chief Anupam Kher had not been referred to as an 'RSS man' in any article in his party mouthpiece. The denial comes a day after Kher sent a legal notice to CPM general secretary Harkishan Singh Surjeet for allegedly dubbing him an "RSS man" in an article in the *People's Democracy*, a CPM organ.

In the article by Surjeet, Kher was referred to "as an appointee of the earlier government," Yechury, who is the editor of the mouthpiece, said when asked to comment on the matter.

The CPI(M) leader said actor Vijay Anand had also been removed as the chief of the Censor Board before his term ended.

Kiran raps Surjeet

LIKE HER husband, actress Kiran Kher today trained her guns on Harkishen Singh Surjeet for the removal of Anupam Kher and said the family would fight it out.

"It's a political game played at the behest of Surjeet. The aim of the Congress leadership was to please Surjeet and bend to his dictates", she said here.

PTI, Chandigarh

Do we need the board?

Farida Shaikh
Mumbai, October 15

ANUPAM KHER is said to have annoyed the present government with his refusal to clear *Final Solution,* the controversial documentary on the Gujarat riots.

The film was cleared recently by a panel and Kher himself allegedly after pressure from the government.

Says the film's director Rakesh Sharma, "Even though my film has been finally cleared, I am for disbanding the Censor Board. A few people have no right to decide what the country needs to watch. And who are these panel members? They happen to be some corporator's wife or some MLA's sister-in-law.

Sharma feels the guidelines were archaic. "The media has changed tremendously since they were framed in 1952. There is an explosion of satellite TV. So you can watch Praveen Togadia getting away with hate speech on TV, but if it is shown in a film, the board has a problem," he says.

He adds a rating agency should replace of the Censor Board, as is the system in the United States.

In 30 years of his career, documentary film-maker Anand Patwardhan has clashed with the Board on several occasions. "For my last film *War and Peace* (based on India and Pakistan's nuclear tests) I was ordered 21 cuts. Instead, I approached the HC and got it cleared. The CBFC stands for Central Board of Film Certification, not Censor Board. The Constitution guarantees us freedom of expression but the CBFC goes overboard in everything it does."

Film-maker Prakash Jha says censorship should be left to society. He says a Censor Board is not needed because "each political party gets its own ideology in it."

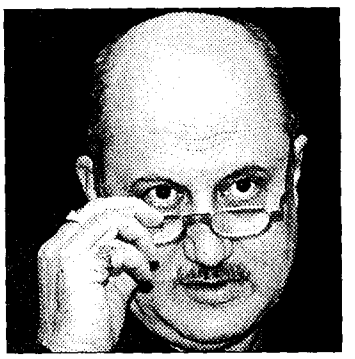

(Top) Anupam Kher & Sitaram Yechuri
Pulling no punches

HINDUSTAN TIMES 16 OCT 2004

THE HINDUSTAN TIMES
13 OCT 2004

Left welcomes US investments

HT Correspondent
Kolkata, October 12

MONEY HAS no colour. That's exactly what the government told US representatives today, meaning leftist Bengal would honour its new-found mantra.

Chief minister Buddhadeb Bhattacharjee told a US businessmen's delegation, that Bengal would wholeheartedly accept American investments. George N. Sibley, US consul-general in Kolkata, was part of the delegation.

Commerce and Industry Minister Nirupam Sen, present during the hour-long meeting at Writers' Buildings, told reporters later that Bhattacharjee made it clear to the delegation that the government had "no problems with FDI in the state". The Left though wants a cap on FDI hike in sectors such as civil aviation, insurance and telecommunication.

Sen said the government promoted the state as an ideal investment destination through an audio-visual presentation, inviting investments in IT, food processing, energy, engineering, automobiles, petrochemicals and infrastructure sectors.

Sen said the US delegation was keen to know if a direct flight could be started between Kolkata and a US city.

Bhattacharjee had discussed such a possibility with Union civil aviation minister Praful Patel during the latter's recent visit to the city, the delegation was told.

In a broad hint that the delegation was not happy with the condition of the state's roads and infrastructure, Sen said: "They raised certain issues relating to infrastructure development..."

Corroborating Sen's statement, Sibley told reporters that the CM had assured the delegation that US businessmen would have smooth sailing in the state. "We are optimistic about the initiatives of Bhattacharjee and his colleagues."

উঃ-পূর্বেই মার্কিন প্রশিক্ষণ নিয়ে বামেরা এত কাল চুপ ছিল

স্টাফ রিপোর্টার, নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর: উত্তর-পূর্ব ভারতে জঙ্গি নিয়ন্ত্রণে মার্কিন গোয়েন্দা সাহায্যের প্রস্তাব নিয়ে বামপন্থীরা শোরগোল করছেন, অথচ সেখানেই মার্কিন বাহিনী ভারতীয় সেনাদের জঙ্গিসন্ত্রাস মোকাবিলার প্রশিক্ষণ দিয়েছে। তা নিয়ে বামেদের আপত্তি শোনা যায়নি।

ভারত-মার্কিন যৌথ সামরিক অনুশীলনের অঙ্গ হিসাবে এ বছরের ফেব্রুয়ারি মাসেই মিজোরামের গভীর অরণ্যে গিয়েছিল মার্কিন সামরিক বাহিনীর একটি দল। সেখানে ভারতীয় সেনাবাহিনীর কমান্ডোদের সঙ্গে অনুশীলন করে মার্কিন ফৌজিরা। প্রতিরক্ষামন্ত্রক সূত্রে বলা হয়েছিল, 'কাউন্টার ইন্সারজেন্সি' বা জঙ্গিপনা প্রতিরোধের বিভিন্ন কায়দার মহড়া দিতেই ওই অনুশীল হয়েছিল। মিজোরামের ভাইরাং এলাকার জঙ্গলে প্রায় দু'সপ্তাহ চলেছিল যৌথ মহড়া।

বামপন্থীদের তীব্র আপত্তির মুখে ইজরায়েলের সঙ্গে এই রকম কোনও যৌথ মহড়ায় অংশ নিতে পারেনি ভারতীয় বাহিনী। যদিও ইজরায়েল এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রকের একাংশ মনে করে, এই ধরনের অনুশীলন হলে তা কার্যকরী হত। কিন্তু গত সরকারের আমল থেকে আমেরিকার সঙ্গে যে যৌথ মহড়া শুরু হয়েছিল, তা এই সরকারের আমলেও বহাল তবিয়তে চলছে। এই মুহূর্তে আরব সাগরে দুই দেশের নৌবাহিনীর মধ্যে 'মালাবার এক্সারসাইজ' চালু রয়েছে। সেখানে পেন্টাগন পরমাণু অস্ত্র বহনে সক্ষম সাবমেরিন পর্যন্ত পাঠিয়েছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রক মনে করে, সামরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে ভারতের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্ক এখন অতীতের থেকে অনেক মজবুত।

কেবল উত্তর-পূর্ব ভারতই নয়, মার্কিনদের সঙ্গে আস্থাবর্ধক পদক্ষেপের জেরে ভারত পেন্টাগনের প্যাসিফিক কমান্ডকে পা রাখতে দিয়েছে জম্মু ও কাশ্মীর মতো স্পর্শকাতর এলাকাতেও। গত বছর লাদাখে দুর্গম পার্বত্য এলাকায় যুদ্ধের মহড়া দিয়ে গিয়েছেন মার্কিন স্পেশাল ফোর্সের সেনারা। অতীতে পাক অধিকৃত কাশ্মীরে মার্কিন বাহিনী অনুশীল করেছে। কিন্তু লাগাখের তুলনায় তার উচ্চতা ছিল কম। ফলে উঁচু এলাকায় যুদ্ধের জন্য যে বিশেষ কৌশল দরকার, লাদাখে ভারতীয়দের কাছে তা কার্যত শিখে গিয়েছে পেন্টাগনের যোদ্ধারা। সেনাবাহিনী, বিমান ও নৌসেনা, প্রতিরক্ষার তিনটি বিভাগেই এই রকম যৌথ মহড়া চালাচ্ছে ভারত ও আমেরিকা।

'মালাবার'-এর পরে এ বছর নতুন কোনও যৌথ মহড়া নেই। কিন্তু সামনের বছরের গোড়ার দিকে 'এক্সারসাইজ কোপ ইন্ডিয়া'র পরবর্তী পর্যায় শুরু হয়ে যাবে। সেখানে দুই দেশের বিমানবাহিনীর পাশাপাশি সেনাবাহিনীও অংশ নেবে।

ANADABAZAR PATRIKA 8 OCT 2004

Left dependent on Congress: Basu

HD·11 2\10

KOLKATA, OCT. 3. Veteran Marxist leader Jyoti Basu today said the Left parties, externally supporting the UPA Government at the Centre, were as much dependent on alliance leader Congress, as it was on the support of the Leftists, to keep the BJP away.

"This is a peculiar situation. Today, we are supporting the Congress which we had opposed for the last 45 years. We are dependent on them as much as they are dependent on us. The BJP is responsible for this," Mr. Basu said at a function to commemorate the birth centenary of renowned Communist leaders A.K. Gopalan and B.T. Randive. Mr. Basu said that as a parliamentarian, Gopalan had worked both inside and outside the House in using the parliamentary system for the good of the poor and the working class, thereby increasing the acceptability and prestige of Communist Party.

Scope for growth

"Although our party is still small in terms of national presence, there is scope for its growth. Gopalan was a typical Communist in that he loved to be with the people. Today, we have to do just that in order to expand our party. The mass organisations would have to be strengthened," he said.

Recalling his association with Gopalan since the inception of the Communist Party, Mr. Basu described him as an 'excellent' human being who could not stay away from any democratic movement anywhere in the country. — PTI

THE HINDU 4 OCT 2004

Left parties very much part of Plan process: Yechury

By Our Staff Reporter

HYDERABAD, OCT. 2. The Communist Party of India (Marxist) Polit Bureau member, Sitaram Yechury, says the Left parties remain very much part of the Planning process despite the dissolution of the consultative committees attached to the Planning Commission.

Speaking at a meeting organised by the CPI(M)-affiliated Centre of Indian Trade Unions on Foreign Direct Investment here today, Mr. Yechury ridiculed reports that the Left had been "thrown out of the Planning process" along with the representatives of the foreign organisations they had objected to.

All Planning Commission proposals had to be passed by the National Development Council comprising the Chief Ministers. "We have two Chief Ministers representing the Left there while the World Bank has none, now that [the former Andhra Pradesh Chief Minister, N. Chandrababu Naidu] has been thrown out by the people of Andhra Pradesh," Mr. Yechury said. Parliament also had a central role to play in the Planning process and there too the Left had a "robust" voice.

He disagreed that the dissolution of these consultative bodies was a setback to the Planning process. The Planning Commission had worked for more than half a century without such bodies.

The CPI(M) had no objection to foreigners being consulted but was dead set against involving foreign organisations, "with their own economic agendas and which were not answerable to the Indian people," in the Planning Commission's work.

Mr. Yechury set out a three-point test for Foreign Direct Investment. "We have no black and white position on FDIs," he said and added that these had to be judged on a "case-by-case basis." FDIs should increase productive capacity, bring in new technology and generate employment for it to be necessary and beneficial for the country. Increasing FDI in the telecom and insurance sectors did not meet any of these criteria, he claimed. Moreover, foreign control of telecom would compromise India's security.

The insurance sector was the largest contributor to Plan funds with a corpus of over Rs. 1 lakh crores. This money, which was the savings of millions of working Indians, should not be handed over to multinationals to increase their profits but should to used to meet Plan targets.

Why were the committees dissolved, asks CPI leader

By Our Special Correspondent

PATNA, OCT. 2. The secretary of the Communist Party of India, D. Raja, today took exception to the dissolution of the consultative committees of the Planning Commission.

Talking to the media, Mr. Raja said the Prime Minister, Manmohan Singh, and the Centre must be aware of the "autocratic behaviour" of the bureaucracy. There was no logic in dissolving the committees and the Centre should explain the action.

He said the Left parties had only opposed the inclusion of the foreign experts in the committees as "outsiders with their agenda" were not compatible in a sovereign dispensation. The committees provided a forum for a cross-section of people to represent their opinions.

However,the Prime Minister, Manmohan Singh, had assured them that he would look into issues and concerns of the Left and evolve a mechanism to resolve the impasse. The bureaucracy needed to be streamlined and made pro-poor and sensitive to the needs of the common people, he said.

Mr. Raja said that Dr. Singh should keep in mind the new balance of power while taking decisions and not think that the situation was the same as in 1980 or 1990 when the Congress was the sole party heading the government.

The honeymoon period was over and it was time that the United Progressive Alliance Government performed in accordance with the National Common Minimum Programme. The Left parties wantedthe Government to be stable, but to also heed to what the Left, which was supporting it from outside, had to say.

Mr. Raja said the Left was not against foreign direct investment *per se* but was against raising its cap in the telecom and insurance sectors to 74 per cent as they were not in the national interest.

THE HINDU

3 OCT 2004

মনমোহন সব যোজনা-উপদেষ্টা কমিটি ভাঙলেন

আজকালের প্রতিবেদন: দিল্লি ও কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বর— যোজনা জট খুলল না। নতুন বিতর্ক উঠল। কারণ প্রধানমন্ত্রীকে আগাম না জানিয়ে গঠন করা যোজনা কমিশনের সব উপদেষ্টা কমিটিই বাতিল। খোদ প্রধানমন্ত্রী ও যোজনা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মনমোহন সিংয়ের নির্দেশে ডেপুটি চেয়ারম্যান মন্টেক সিং আলুওয়ালিয়ার দপ্তর থেকে যতটা সম্ভব নির্বিষভাবে দেওয়া হয়েছে এই খবর। কিন্তু শুধু এই কমিটিগুলি ভেঙে দিয়েই ক্ষান্ত হননি প্রধানমন্ত্রী। প্রচলিত পদ্ধতি অনুযায়ী এই ধরনের কোনও কমিটিই গঠন করতে নিষেধ করেছেন যোজনা কমিশনকে। নির্দেশ দিয়েছেন, আগেকার ব্যবস্থা মাফিক মিড টার্ম অ্যাপ্রাইজাল বা যোজনার মধ্যবর্তী মূল্যায়নের সময় কিছু বাছা বাছা অর্থনীতিবিদের পরামর্শ নেওয়া হোক। কোনও উপদেষ্টা কমিটিই রাখার দরকার নেই। বামপন্থীরা বিদেশি উপদেষ্টাদের বাদ দেওয়ার দাবি জানিয়েছিলেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, বিদেশিদের সঙ্গে বাদ গেলেন বামপন্থী উপদেষ্টারাও। প্রধানমন্ত্রীর এই সিদ্ধান্ত নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন তুলেছেন বাম নেতারা। আজ এ ব্যাপারে সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাসকে প্রশ্ন করা হয়। তিনি বলেন, সীতারাম ইয়েচুরি আগামীকাল প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন। উপদেষ্টা কমিটি সম্পর্কে ব্যাখ্যা চাইবেন। বলবেন, যোজনা আয়োগ একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। বাতিল হওয়া উপদেষ্টা কমিটির সদস্য বাম অর্থনীতিবিদরাও সরকারের কৌশল সম্পর্কে সন্দিহান। সি পি এম পলিটব্যুরো সদস্য এম কে পান্ধে ছিলেন যোজনার শ্রম উপদেষ্টা কমিটিতে। তাঁর সম্মতি নিয়েই তাঁকে সদস্য করা হয়েছিল। এবং সেই কমিটির বৈঠক হওয়ার কথা ছিল আগামীকাল। এ অবস্থায় পান্ধে আজ সাংবাদিকদের মাধ্যমে জানতে পারেন, সব কমিটিই বাতিল। পরে পান্ধে 'আজকাল'কে বলেন, আগামীকাল পলিটব্যুরো বৈঠকে আলোচনার পর দল আমাদের অবস্থান জানাবে। তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে আজ মনে করছি, বিদেশিদের হটানোর দাবি করায় আমাদেরও যথেষ্ট হেনস্থা করা হল। এদিকে, এই সিদ্ধান্তে বামরা বেঁকে বসতে পারেন বুঝে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং আগামীকাল প্রাতরাশের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন সি পি এম, সি পি আই, আর এস পি ও ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতাদের। সুরজিৎ, সীতারাম ইয়েচুরি, ডি রাজা, অবনী রায় ও দেবব্রত বিশ্বাস যাবেন প্রাতরাশ বৈঠকে। সি পি এম ও সি পি আই আজ যোজনা কমিশনের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েও কিছু প্রশ্ন তুলেছে। কিন্তু আর এস পি ও ফরওয়ার্ড ব্লক কমিটি বাতিলে সন্তোষ প্রকাশ করেছে। সি পি এম সাধারণ সম্পাদক সুরজিৎ জানান, তিনি যোজনা কমিশনের খবর পেয়েছেন, কিন্তু এ নিয়ে এখনই কোনও মন্তব্য করবেন না। যা বলার বলবেন কাল প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হওয়ার পর। অর্থাৎ কমিটি বাতিল করে বিদেশিদের সঙ্গে বাম সদস্যদেরও বাদ দেওয়া নিয়ে ব্যাখ্যা চাইবেন বৈকি! সি পি আই কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর

এরপর ৫ পাতায়

যোজনার উপদেষ্টা কমিটি বাতিল

১ পাতার পর

সদস্য ডি রাজা বলেন, যোজনা কমিশনের সিদ্ধান্তে প্রমাণ হল বামপন্থীদের মতামতকে এ সরকার কোনওমতেই অগ্রাহ্য করতে পারে না। এখন অবশ্য সরকারকে বলতে হবে, কমিটিগুলি বাতিল করে দেওয়ার যুক্তি কী? যদি প্রচলিত পদ্ধতিতেই ফিরে যেতে হয়, তা হলে উপদেষ্টা কমিটি গড়া হয়েছিল কেন? তখন এ কথা মনে করা যায়নি? এ কি ছেলেখেলা? আর এস পি-র অনীল রায় বলেন, সরকারের সিদ্ধান্তে আমরা মোটামুটি খুশি। এই ঘটনার আগে পর্যন্ত সরকার যেভাবে বামপন্থীদের সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ করেছে, সেভাবেই করুক। সাধারণ গরিব মানুষ যাতে সরকারি সিদ্ধান্তে আরও সুবিধায় না পড়ে, যাতে গ্রামীণ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান প্রকল্প যোজনায় সর্বোচ্চ গুরুত্ব পায় সেদিকে নজর দিক কমিশন। ফরওয়ার্ড ব্লক সাধারণ সম্পাদক দেবব্রত বিশ্বাস বলেন, যোজনা কমিশন সমস্ত উপদেষ্টা কমিটি ভেঙে দিয়ে স্বাগত জানানোর মতো কাজই করেছে। সংশ্লিষ্ট সমস্ত গোষ্ঠী ও ব্যক্তির সঙ্গে কমিশন এখন আলোচনা করতে পারবে। বিদেশিদের কমিটিতে নেওয়ার মতো ভুল যেন আর না হয়। তিনি বলেন, গোটা বিতর্কটাই ছিল অবাঞ্ছিত। প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাস সত্ত্বেও লন্ডন থেকে উল্টো বিবৃতি দিয়েছিলেন মন্টেক সিং আলুওয়ালিয়া। বাতিল কমিটির সদস্য অন্যতম বাম অর্থনীতিবিদ সি পি চন্দ্রশেখর আজকাল-কে বলেন, আমাদের কথা শেষ পর্যন্ত সব মহলেরই সমর্থন পেয়েছে, এটাই উল্লেখ করব। এ ছাড়া আর কোনও মন্তব্য নয়। আসলে এই ধরনের বিতর্ক থেকে এবার মুক্তি চাইছি। শ্রম উপদেষ্টা কমিটির সদস্য ও সি পি এম নেতা পান্ধে বলেন, আমাদের জিজ্ঞেস করেই কমিটিতে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কমিটি বাতিল করার আগে একবার জানানো পর্যন্ত হল না। এটা সরাসরি হেনস্থা। বিদেশিরা আর বামপন্থীরা কি এক গোত্রের যে বিদেশিদের বিদায় করতে বাম সদস্যদেরও খারিজ করা হল? নাকি এতে মন্টেক সিং আলুওয়ালিয়া প্রমাণ করতে চাইলেন, বিশ্বব্যাঙ্কের উপদেষ্টাদের থাকতে না দেওয়া হলে অন্য কাউকেই থাকতে দেওয়া হবে না? এতে আমাদের মৌলিক যুক্তিটাকেই অগ্রাহ্য করে দেওয়ার চেষ্টা হল। বোঝা গেল বিদেশি প্রভুদের খুশি করতেই মরিয়া হয়ে মন্টেক সব কমিটিই ভেঙে দিয়েছেন।

AAJKAL 2 OCT 2004

The Economic Times
2 OCT 2004

PM Ignores CPI Query On Disbanding Of Consultative Panels, Briefs On Foreign Tour

Forget biting, CPM cannot even bark

Our Political Bureau
NEW DELHI 1 OCTOBER

THE CPM on Friday lost its vocal chord at a meeting with Prime Minister Manmohan Singh as its representative Sitaram Yechury, the author of the "we-will-stop-barking-and-start-biting" statement, chose to remain silent over the decision of the government to disband the consultative panels of the Planning Commission. There were expectations that the CPM leader will take up the matter with the Prime Minister as his party had declared that the decision to dissolve the panel will not permit it silence.

It was left to CPI's D. Raja to take up the issue, which his party considers a "retrograde step". The card-holding members of the Left parties were members of the consultative panels and they were hoping to have a major say in the Plan process. As Sitaram Yechury chose to ignore the issue and seemed satisfied with the Prime Minister's exposition on his government's recent foreign policy initiatives at the breakfast meeting with the Left leaders, Mr Raja said the disbanding of the consultative panels was not a right step.

"Sir, why have to disbanded all the panels?" Mr Raja wanted to know. But the Prime Minister, sources said, chose to ignore the query and moved on to the agenda of the meeting — briefing Left leaders on his recent foreign visit. The silence of other members of the group obviously encouraged the Prime Minister to sidestep the issue. It was only on Thursday that Mr Yechury's senior colleague and Citu general secretary M.K. Pandhe had said the government should have at least informed the members about the decision. "Just because we are demanding that World Bank and ADB representatives should not be there in the Commission, Mr Ahluwalia should not have dissolved all committees," Mr Pandhe had said.

Incidentally, this is not the first time that Mr Yechury has displayed good behaviour before UPA leaders. There were reports that Mr Yechury was apologetic about the belligerent public posture of his party members at a recent meeting with Congress president Sonia Gandhi.

The other two Left formations, the RSP and the Foward Bloc, were satisfied with the dissolution of the consultative panels. They had no stake in the disbanded panels as members were drawn from the cadre of the CPM and the CPI. But before TV cameras outside the Prime Minister's residence, Mr Yechury was vocal in defending his party's opposition to the Plan panel's decision.

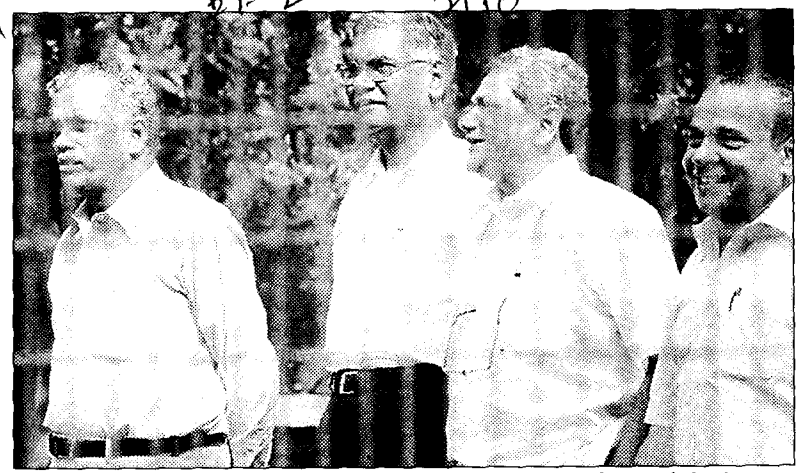

Famous Four: Left leaders Debabrata Biswas, D. Raja, Sita Ram Yechury and Abani Roy coming out of the Prime Minister's residence on Friday. — PTI

19 CONSULTATIVE GROUPS DISSOLVED

Foreign experts go, but Left sore

Statesman News Service

NEW DELHI, Sept. 30. — Outflanking the Left, the Planning Commission today dissolved all the 19 consultative groups, created for 'inputs' during the re-look at the 10th Five Year plan at the mid-term stage. The move, however, has drawn flak from the Left. While the Left appreciates that the foreigners from World Bank, ADB and McKinsey are no longer part of the consultative process, it is unhappy with the dissolution of the consultative groups.

Many Left leaders hold the view that the dissolution is a way of pleasing the World Bank and similar institutions. They didn't like the Planning Commission briefing the Press before consulting them. CPI-M Politburo member Mr MK Pandhe called it a "wrong step" meant to please the World Bank. Another Politburo member Mr Sitaram Yechury regretted that CPI-M had not been officially informed.

Mr Pandhe, who was in the committee, said he could not appreciate the decision as the entire consultation process has ended. The CPI pointed out that it wanted only the foreign experts associated with the World Bank and similar bodies to be moved out. While the Planning Commission has done that, it has "also thrown the baby with the bathwater," Mr Shamim Faizi said. Mr D Raja of the CPI said, the logic of the dissolution had to be explained.

The Commission had appointed about 400 members, including about 20 members of World Bank, ADB, McKinsey and other foreign bodies.

Five Leftist academics, members of various consultative groups, had threatened to resign.

A Planning Commission official said: "The earlier practice of consulting individuals separately as part of the mid-term appraisal process" will now begin. Technically, the dissolution of the groups will make little difference in the final report. For, instead of a formalised set of groups, members and advisers will be able to speak to people, regardless of their background, on an individual capacity. Nor will it delay the readying of the 10th Plan mid-term report, which should be placed before the Cabinet later this year.

In the past, during the readying of the 10th Plan for instance, advisers from all walks of life were consulted. Even today, nothing will stop a senior official from consulting someone from the World Bank, for example. An official said, the consultation process was a normal one in the past and the appointment of groups this year was different only in that it was a "protocol issue." Even during the formulation of the 10th Plan, about 5,000 people from unions, industry, academia and foreign experts were involved to see how people were reacting to the initial documentation. The working groups alone consulted 2,000 people and the sub-groups, more.

At the working group level, deeper into readying of the Plan, no foreign experts, members of donor agencies, individual companies, whether Indian or foreign, are involved, though sector experts and associations are asked for their opinions.

This was the first time the process of consultation was formalised. "In the past, people were called... given TA and DA. This year, the consultants were officially recognised," an official said today.

GDP rises by 7.4%

NEW DELHI, Sept. 30. — India's Gross Domestic Product (GDP) grew by 7.4 per cent in the first quarter of the current fiscal over the same period in 2003-04, mainly on account of significant growth in the manufacturing sector as well as the trade, hotels, transport and communication segment and community, social and personal services. — SNS

Details on page 11

THE STATESMAN · 1 OCT 2004

PROMISE TO LOOK INTO EXPERTS ISSUE

Great faith in Left: PM

Nilove Roy Chaudhury in Geneva

Sept. 27. — The Prime Minister said today that he had "great faith in the inherent patriotism of our colleagues in the Left parties". Speaking to the media on board his aircraft, Dr Manmohan Singh promised to look into the issue of foreign experts in the Planning Commission. "I am very confident that despite different perspectives that we may have on how we look at various issues, when the chips are down we will be able to work out a programme of action which meets the challenges of our times. When I go back, I will certainly look into every aspect of it."

Endorsing the concerns of the Left, he said: "The path we choose should be the one that advances the lot of the poorest of our people." He was confident of pulling the Left parties along with him and deflecting the threat to his government.

Asked what he hoped to achieve by his next birthday, Dr Singh said he would strive to do his best, but, quoting former British Prime Minister, Harold Wilson, he said: "A week is a long time in politics", but predicted his government would last its full term. It was not good enough that India was the world's fourth largest-growing economy, the PM said, recalling a couplet he had heard from General Mohan Singh, the INA hero: *Duniya mandi zoran noon, lakhan lanat kamzoran noon*. Written by Guru Govind Singh, the couplet means the world respects the strong and mighty, while the weak are chastised.

BIRTHDAY BOY: Dr Singh with a balloon presented by reporters on board *Tanjore*. — PTI

'Can deal with Pervez'

GENEVA, Sept. 27.— Dr Manmohan Singh was "very encouraged" after his meeting with Gen. Musharraf ("an essay in mutual comprehension"). "I believe that in Gen. Musharraf we've a person we can deal with," the Prime Minister said here. — SNS

Back in Delhi

On his return tonight, the Prime Minister described his nine-day tour of the UK and the USA as a "voyage of discovery", and said it accorded him the chance to explain to world leaders the policies of the new government. "It was my first visit to the West as Prime Minister and I met some important leaders," he said on his arrival at IGI airport. The visit provided him an opportunity to attend the G-4 meeting with Japan, Germany and Britain, and garner support for a permanent seat for India in the expanded Security Council.

THE STATESMAN 28 SEP 2004

জনযুদ্ধ সন্ত্রাস থামালে কথা, শর্ত অনিলের

স্টাফ রিপোর্টার: আলোচনায় বসার শর্ত হিসাবে জনযুদ্ধকে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বন্ধ করে গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখতে বললেন সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস।

অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় বসলেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন বসতে চাইছে না, সেই প্রশ্ন তুলে সি পি এমের পলিটব্যুরোর সিদ্ধান্ত জানানোর দাবি করেছিল জনযুদ্ধ গোষ্ঠী। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র মানস ভুঁইয়া রবিবার বলেন, "ভারত সরকার ও অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার আন্তরিক চেষ্টা নিয়ে উগ্রপন্থী নকশালদের শান্ত করতে চাইছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য উল্টো সুরে কথা বলে জল ঘোলা করতে চাইছেন।" নকশাল-সমস্যা মেটাতে অবিলম্বে জনযুদ্ধের সঙ্গে আলোচনার দাবিও জানান মানসবাবু।

এর জবাবে অনিলবাবু প্রশ্ন তোলেন, জনযুদ্ধের প্রতি মানসবাবুর এত দরদ কেন? সি পি এমের রাজ্য সম্পাদকের বক্তব্য, "জনযুদ্ধের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তি দরকার। আগে ওদের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বন্ধ করতে হবে। সুস্থ আলোচনার জন্য সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক পরিবেশ দরকার। জনযুদ্ধ গোষ্ঠীকে আগে সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরি করতে হবে।"

অন্ধ্রপ্রদেশে জনযুদ্ধ গোষ্ঠীকে নিষিদ্ধ করে রেখেছিলেন তেলগু দেশম নেতা তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নায়ডু। কিন্তু কংগ্রেস নেতা রাজশেখর রেড্ডি মুখ্যমন্ত্রীর পদে বসার পরে প্রথমে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেন। পরে আলোচনায় বসার কথা ঘোষণা করেন। ২ অক্টোবর দু'পক্ষে আলোচনা শুরু হবে। এ রাজ্যে জনযুদ্ধ গোষ্ঠীর উপরে সরকার নিষেধাজ্ঞা জারি করেনি। কিন্তু পুলিশ দিয়ে তাদের মোকাবিলা ছাড়া রাজ্য প্রশাসন কোনও পথে এগোতে রাজি নয়। পশ্চিমাঞ্চলে নিজেদের দলীয় নেতাদের সুরক্ষা দিতে রাজ্য প্রশাসন পুলিশি প্রহরার পথ নিয়েছে।

এ রাজ্যে অন্ধ্র মডেল প্রয়োগ করা হচ্ছে না কেন? এখানে তো জনযুদ্ধ নিষিদ্ধও নয়। জবাবে অনিলবাবু বলেন, "মডেল বলে কিছু হয় না। এর আগেও বহু বার অন্ধ্রপ্রদেশে আলোচনা হয়েছে। ভেস্তে গিয়েছে। মূল কথা রাজনৈতিক নিষ্পত্তি দরকার। গণতান্ত্রিক পদ্ধতির বাইরে গেলে সব আলোচনাই অর্থহীন।" রাজ্যে জনযুদ্ধ বেআইনি নয়। তিনি বলেন, "আইনি-বেআইনি প্রশ্ন নয়। ওরা আজ বোমা ফাটাচ্ছে, কাল মাইন পুঁতছে, এ-সব বন্ধ না-হলে কী করে আলোচনা সম্ভব?"

অনিলবাবু বলেন, "সুস্থ আলোচনার লক্ষ্য গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখা। ওরা যে গণতান্ত্রিক পরিবেশ চায়, তা দেখাতে হবে।" জনযুদ্ধের রাজ্য কমিটির মুখপাত্র সৌমেনের বক্তব্য, তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় গরিব, মধ্যবিত্ত শ্রমজীবী মানুষের সমস্যা সামনে এসে পড়বে। বুদ্ধবাবুর 'উন্নততর বামফ্রন্ট'-এর মিথ্যা গল্পটাও বাস্তবে আয়নার মুখোমুখি হবে। তাই বুদ্ধবাবুরা আলোচনায় ভয় পাচ্ছেন। জবাবে সি পি এম এমন শর্ত চাপাল, যা জনযুদ্ধের পক্ষে মানা শক্ত।

ANADABAZAR PATRIKA

27 SEP 2004

সরাসরি বসু বললেন, মন্টেক বিশ্বব্যাঙ্কের লোক

চাই না : আগেই বলেছিল সি পি এম

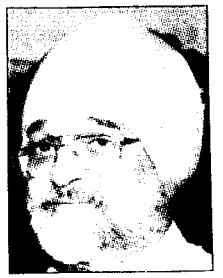

আজকালের প্রতিবেদন: কলকাতা ও দিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বর— যোজনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান (উপপ্রধান) মন্টেক সিং আলুওয়ালিয়া সম্পর্কে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু শুক্রবার বলে দিলেন, 'হি ইজ অল রঙ, হি বিলংস টু দি ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক' (তিনি বিশ্বব্যাঙ্কের লোক, তাঁর সব কিছু ভুল)। এদিন সি পি এম সম্পাদকমণ্ডলীর বৈঠক ছিল। বৈঠকের পর সাংবাদিকরা তাঁকে যোজনা কমিশনে বিদেশি উপদেষ্টা নেওয়া নিয়ে প্রশ্ন করলে সি পি এমের এক নম্বর নেতা তীরের মতো ওই প্রতিক্রিয়া জানান। যোজনা কমিশনে বিদেশি উপদেষ্টা নেওয়ার প্রশ্নে বামপন্থীরা তীব্র বিরোধিতা করেন। প্রভাত পটনায়েক, উৎসা পটনায়েক, জয়তী ঘোষ, সি পি চন্দ্রশেখর, টি এম টমাস, আইজ্যাক প্রমুখ বাম অর্থনীতিবিদ যোজনা কমিশনের উপদেষ্টার পদ থেকে ইস্তফার হুমকি দেন। মন্টেক সিং আলুওয়ালিয়াকে যোজনা কমিশনের উপপ্রধান হিসেবে নিয়োগ করার সময়েই সি পি এম আপত্তি জানায়। মন্টেক সিং বিশ্বব্যাঙ্ক থেকে পদত্যাগ করেই এই পদে যোগ দেন। প্রধানমন্ত্রী দেশের বাইরে থাকলেও মন্টেক বিদেশি উপদেষ্টা নিয়োগের পক্ষে মন্তব্য করায় বিরোধটি আরও চড়া হয়ে যায়। জ্যোতি বসুর মতো বড়মাপের নেতা শুক্রবার তা কার্যত চরমে নিয়ে গেলেন। গত শনিবার ইউ পি এ সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী ও প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের সঙ্গে জ্যোতি বসুর এ বিষয় নিয়ে কথা হয়। তখনই জ্যোতি বসু বলেন, যোজনা কমিশনে বিদেশি উপদেষ্টা বামরা মেনে নেবে না। এর পরও মন্টেক সিং বিদেশি উপদেষ্টার পক্ষে সওয়াল করেন। এখন জ্যোতি বসুর মন্তব্যের পর মন্টেক সিংয়ের মতো একজন আমলার ওই পদে থাকা স্বস্তিকর হবে না। অন্তত তিনি যে এর কোনও জবাব দিতে পারবেন না, সেটা নিশ্চিত। জ্যোতি বসু আরও বললেন, 'মন্টেক সিং বিশ্বব্যাঙ্কের লোক, নিজের দেশে এসে বড় পদ পেলেন। কিন্তু ওর সবটাই ভুল।' এর পর জ্যোতি বসু বললেন, 'বিদেশি উপদেষ্টা নিয়োগের বিষয়টি আনার বা ওই ধরনের কোনও মন্তব্য করার কোনও দরকার ছিল না। প্রধানমন্ত্রী ফিরুন, তখন এ নিয়ে কথা হবে। উনি (মন্টেক সিং) যা করার আলোচনা করে করতে পারতেন। আমরা বিশ্বব্যাঙ্ক বা আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের টাকায় বিভিন্ন প্রকল্প করি। তাতে কোনও অসুবিধে নেই। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, আমাদের নীতিগ্রহণকারী সংস্থায় ওদের প্রতিনিধিদের নিতে হবে। আর ওরা যে কী, সেটা জোসেফ স্টিগলিসের বই পড়লেই বোঝা যাবে। জোসেফ স্টিগলিস নিজে বিশ্বব্যাঙ্কের লোক ছিলেন। কিন্তু তিনি বিশ্বব্যাঙ্ক ছেড়ে আসার পর লেখেন বিশ্বব্যাঙ্কের ভুলের জন্য দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া এবং লাতিন আমেরিকায় সঙ্কট তৈরি হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী জোসেফ স্টিগলিসকে চেনেন, জানেন। ওঁর বিষয়ে আমার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর কথা হয়েছে।' জ্যোতি বসুকে জিজ্ঞেস করা হয়, মন্টেক সিংকে কি পদত্যাগ করতে হবে? তিনি বলেন, 'ওঁর নিজেকে বদল করা উচিত। আমাদের সঙ্গে আলোচনা করা উচিত। আমাদের নিজেদেরও তো অনেক অর্থনীতিবিদ আছেন।'

দিল্লি থেকে আজকালের প্রতিবেদক জানাচ্ছেন: মন্টেক সিং আলুওয়ালিয়া বিশ্বব্যাঙ্কের লোক— এমন কথা কংগ্রেস স্বীকার না করলেও জ্যোতি বসুর মন্তব্য নিয়ে বিরূপ প্রতিক্রিয়া জানাতে প্রস্তুত নয় তারা। আজ এ প্রসঙ্গে কংগ্রেস মুখপাত্র অভিষেক সিংভির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, 'জ্যোতিবাবু বড় মাপের নেতা। আমরা তাঁর সঙ্গে বিতর্কে যাচ্ছি না। তিনি ইউ পি এ-র সমর্থকদের মধ্যে একজন শীর্ষস্থানীয়। তবে এটা ঠিক, বামপন্থীদের সঙ্গে ইউ পি এ-র মাঝেমধ্যেই মতভেদ দেখা দেয়। এটা স্বীকার করে নেওয়া ভাল। এটাও ঠিক যে, এই সব মতভেদ দূর করার নানা মাধ্যম আছে। সমন্বয় কমিটি ছাড়াও আলোচনা হতেই পারে এমন বিতর্কিত বিষয় নিয়ে। এখনও পর্যন্ত এমন কোনও বিষয় দেখা দেয়নি যা আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা যায়নি।' কংগ্রেস মুখপাত্রের আশা, মন্টেক-বিতর্কও এভাবেই মিটবে। সি পি এমের শীর্ষনেতারা ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁরা মন্টেক সিং আলুওয়ালিয়াকে ওই গুরুত্বপূর্ণ পদে চান না। সম্প্রতি জ্যোতি বসু, সুরজিৎ ও সীতারাম ইয়েচুরির সঙ্গে সোনিয়া-মনমোহনের বৈঠকে এ কথা ওঠে। তার আগে সমন্বয় কমিটির সভাতেও বাম সদস্যরা যোজনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যানের নিয়োগে তাঁদের আপত্তির কথা প্রকারান্তরে জানিয়ে দেন। অন্য দিকে সি পি এম পলিটব্যুরো সদস্য ও সিটু সভাপতি এম কে পান্ধে আজ বাঙ্গালোর থেকে 'আজকাল'কে বলেন, জ্যোতিবাবু তো কমই বলেছেন। আমি বলছি, মন্টেক বিশ্বব্যাঙ্কের 'দালাল' ('স্টুজ')। বিশ্বব্যাঙ্ক ছাড়া ওঁর কোনও অস্তিত্ব নেই। পারিবারিকভাবে উনি বিশ্বব্যাঙ্কের সঙ্গে জড়িত। ওঁর স্ত্রীও ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ওই সংস্থায়। পান্ধে বলেন, দুঃখের বিষয় খোদ প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংই তো বিশ্বব্যাঙ্কের নীতির পক্ষে ওকালতি করেন। আমেরিকায় ওঁর ভাষণে তার স্পষ্ট প্রতিফলন। অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরমও তাই। পান্ধে বলেন,

এরপর ৫ পাতায়

বিশ্বব্যাঙ্কের লোক

১ পাতার পর

বিশ্বব্যাঙ্কের প্রতিচ্ছবি হলেন মন্টেক। এমন লোক যোজনা কমিশনে কী করবেন? উনি অর্থনীতিকে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করতে চান। বিশ্বাস করেন বেসরকারীকরণে। অথচ যোজনা কমিশনের কাজ হল রাষ্ট্রচালিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে পথনির্দেশ দেওয়া। যে-লোক রাষ্ট্রচালিত অর্থনীতিকেই উচ্ছেদ করতে চান, যোজনা কমিশনে তাঁর কাজটা কী? সি পি এম কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য যোগেন্দ্র শর্মা বলেন, জ্যোতিবাবু যা বলেছেন অবশ্যই তা পার্টির মতামত। জ্যোতিবাবু কোনও কথাই অকারণে বলেন না। ওঁর কথার বিশেষ কারণ ও যুক্তি থাকেই।

চাঞ্চল্যকর তথ্য: প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রশেখর মন্টেকের সঙ্গে বিশ্বব্যাঙ্কের যোগাযোগের কিছু প্রমাণ দিতে চান। আজ চন্দ্রশেখর জ্যোতি বসুর মঞ্জুষা টেলিভিশনে শুনে তাঁর ঘনিষ্ঠমহলে জানান, ৯১ সালের পর মন্টেক সিং আলুওয়ালিয়া বিশ্বব্যাঙ্কের তথাকথিত সংস্কার কর্মসূচি কীভাবে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের ওপর চাপিয়েছিলেন এবং তা রূপায়ণের জন্য চাপ সৃষ্টি করেছিলেন, তার সবটাই চন্দ্রশেখরের জানা। এ নিয়ে তিনি তাঁর ইয়ং ইন্ডিয়া কাগজে কিছু লিখেছেন। যা প্রকাশিত হলে যথেষ্ট চাঞ্চল্য সৃষ্টি করবে দিল্লিতে।

সতর্ক করেছিল আর এস পি: অন্যদিকে, আর এস পি সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অবনী রায় বলেন, এই ভদ্রলোক যে বিশ্বব্যাঙ্কেরই প্রতিভূ হিসেবে কাজ করছেন, একথাই চিঠিতে লিখে জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রীর কাছে। বিশ্বব্যাঙ্ক সহ অন্যান্য বিদেশি সংস্থার প্রতিনিধিদের তো তিনিই ঢুকিয়েছেন কমিশনের উপদেষ্টা কমিটিতে। এই লোককে যোজনায় রাখলে কী হতে পারে তার নমুনা তিনি নিজেই দেখিয়ে দিয়েছেন।

AAJKAL

He is a World Bank man, says Jyoti Basu

By Malabika Bhattacharya

KOLKATA, SEPT. 24. The CPI(M) Polit Bureau member, Jyoti Basu, today described the Deputy Chairman of the Planning Commission, Montek Singh Ahluwalia, as a "World Bank man."

"He [Mr. Ahluwalia] is wrong [in inviting foreign consultants into the Planning Commission committees). He belongs to the World Bank. He is a World Bank man," Mr. Basu said before participating in a CPI(M) State committee meeting here.

Mr. Basu was, however, not in favour of taking any drastic stand against Mr. Ahluwalia for his "pro-World Bank" stance. He said Mr. Ahluwalia could always resolve the issue through discussions. "Why should he [Mr. Ahluwalia] resign? We expect him to take a re-look at the issue and change his mind. He is free to discuss it with the Left parties."

Mr. Basu said the Left parties would never agree to the inclusion of foreign consultants in the Planning Commission committees as such a move would "harm" the nation's economy. The issue would be taken up at the United Progressive Alliance-Left Coordination Committee meeting soon after the Prime Minister, Manmohan Singh, returned from abroad.

The meeting, he said, was needed to clear the confusion arising out of reports of the resignation offer by the foreign consultants and some economists from the Planning Commission. "Their experts had offered to resign and our people [economists] too have offered to quit. I don't know what is happening." The former Chief Minister, however, said that he saw nothing wrong in seeking advice from the World Bank. He also did not think it was wrong to seek funds from the bank. "We, in West Bengal, have a number of projects funded by the World Bank and the Asian Development Bank."

Today's meeting was attended by West Bengal Chief Minister Buddhadeb Bhattacharjee, Polit Bureau members, Anil Biswas and Biman Bose, and Member of Parliament Chittabrata Majumdar.

Chidambaram's assurance: Page 13

THE HINDU 25 SEP 2006

Andhra writes to PW for talks

Statesman News Service

HYDERABAD, Sept. 23. — In the first written invitation for a dialogue that a government extended to a Naxalite outfit in 35 years of Leftist extremism in the country, Andhra Pradesh today called the PW leadership for "direct, face-to-face talks" on 2 October. The Reddy government also warned the outfit against inviting the state ire in view of yesterday's incident in Anantpur in which ultras and their sympathisers badly beat up a plainclothes constable at a public meeting.

"I have sent an invitation to their emissary Mr Varavara Rao, who will pass it on to them. Invitations for talks have been sent to other revolutionary groups like Janashakti. They can suggest the venue for talks," Andhra Pradesh home minister Mr K Jana Reddy said. The minister also received a signed receipt of the invitation during the press conference.

On the contentious issue of Naxalites carrying arms while coming for the talks, he said: "They wanted face-to-face talks and we providing them just that opportunity. Let them come, we will talk." He, however, thought it was unlikely that the representatives of either the government or the PW would carry weapons during the talks.

On the Anantapur incident Mr Reddy said: "It is the responsibility of the leaders and organisers to ensure that such incidents are not repeated. When they speak, it should not be provocative. They have to exercise restraint," he said. The Anantapur police registered cases of attempt to murder against Mr Rao and Mr Kalyan Rao — the main speakers at the meeting. Police have been asked to find out the persons who participated in and were responsible for the attack.

The minister firmly defended the presence of policemen or plainclothesmen at PW meetings, as the government reserves the right to provide security and gather information. "It's not that police are present only at PW meetings. Police will be present to provide security and gather intelligence about every meeting. No one has a right to question it. Police will be present even at their next meeting," he said.

Mr Reddy said he was expecting PW secretary K Ramakrishna and Janashakti leader Amar to participate in the talks. Though the government representatives were yet to be decided, Mr Reddy indicated that he might participate.

The minister said the agenda for the talks would be discussed at the 2 October meeting, which, the minister hopes, will be held at the Secretariat. When asked if Naxalite leaders will be provided safe passage, Mr Reddy said: "Definitely. We will provide whatever security they want."

Despite repeated requests, Mr Reddy declined to provide copies or further details about his letter, saying such publicity would be inappropriate at this stage.

যোজনা : বিদেশি থাকলে বাম-বয়কট

আজকালের প্রতিবেদন: দিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর— যোজনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান মন্টেক সিং আলুওয়ালিয়ার মন্তব্যে সরকারের সঙ্গে বামপন্থীদের সঙ্ঘাত এক জটিল মোড় নিল। কমিশনের বিভিন্ন পরামর্শদাতা-কমিটি থেকে পদত্যাগের হুমকি দিলেন প্রথম সারির বামপন্থী অর্থনীতিবিদেরা। প্রভাত পটনায়েক, উৎসা পটনায়েক, জয়তী ঘোষ, সি পি চন্দ্রশেখর, টি এম টমাস, আইজাক প্রমুখ অর্থনীতিবিদ আজ সি পি এম পলিটব্যুরো সদস্য সীতারাম ইয়েচুরির সঙ্গে এক বৈঠকে জানান, বিদেশি সদস্যদের সঙ্গে পরামর্শদাতা কমিটিতে তাঁরা বসবেন না। মন্টেক সিং আলুওয়ালিয়া যখন বিদেশিদের অপরিহার্যই মনে করছেন, তখন আর তাঁরা থাকবেন না। আগামিকাল থেকেই শুরু হচ্ছে যোজনার মধ্যবর্তী সমীক্ষার কাজ। প্রভাত পটনায়েক এবং সি পি চন্দ্রশেখরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁরা জানান, বিদেশি উপদেষ্টারা থাকলে কাল নিজ নিজ কমিটির বৈঠকে তাঁরা থাকবেন না। সি পি আই সাধারণ সম্পাদক এ বি বর্ধন, সি পি এমের ইয়েচুরি ও আর এস পি-র কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অবনী রায় মন্টেকের কথায় তাঁদের তীব্র আপত্তি জানিয়েছেন। অন্য দিকে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মুলায়ম সিং যাদব আজ বামদের এই অবস্থান সমর্থন করে যোজনা কমিশনের বিভিন্ন কমিটি থেকে বিশ্ব ব্যাঙ্ক, ম্যাকিনসে ও এ ডি বি-র প্রতিনিধিদের অপসারণ দাবি করেছেন। বর্ধন বলেছেন, যোজনা কমিশনের ঘটনা সত্যিই হতাশাজনক। সোনিয়া গান্ধী যে সত্যি সত্যিই সুপার প্রাইম মিনিস্টার নন, এটা তারই প্রমাণ। সোনিয়া যদি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী সরকারকে চলতে বাধ্য করতেন, তা হলে যোজনা কমিশনে এমন ঘটনা ঘটত না। কারণ, তিনি বামপন্থীদের সঙ্গে আলোচনা করেই প্রতিটি সিদ্ধান্ত নেওয়ার পক্ষে। অন্য দিকে আর এস পি নেতা অবনী রায় বলেন, প্রধানমন্ত্রী সবাইকে সংযত হয়ে মন্তব্য করতে বললেও, মন্টেক সিং আলুওয়ালিয়া তা মানতে নারাজ। বাম দলগুলির মতামত উনি এক কথায় খারিজ করে দেবেন, এমন অধিকার ওঁকে কে দিয়েছে? তা ছাড়া ওঁর দেশি অফিসারদের চাইতে বিদেশি আমলাদের বেশি পছন্দ হলেও আমরা মনে করি এতে ভারতের অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্বের ক্ষতি। সি পি এম নেতা সীতারাম ইয়েচুরি বলেন, মন্টেক সিং অযথা অর্থনীতিবিদদের কমিশন থেকে পদত্যাগের কথা ভাবতে প্ররোচিত করেছেন। যখন প্রধানমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন, বিদেশ সফর সেরে দেশে ফিরে তিনি যোজনার বিভিন্ন উপদেষ্টা কমিটিতে বিদেশি সদস্যদের নেওয়ার ইস্যুটি বিবেচনা করবেন, তখন লন্ডনে মন্টেকের মন্তব্য নেহাতই অপ্রয়োজনীয় ছিল। উল্লেখ্য, সীতারামকে অর্থনীতিবিদেরা যে কথা জানান, তা চিঠিতে লিখে জানিয়ে দেন মন্টেককে। সি পি এম সাধারণ সম্পাদক হরকিষেন সিং সুরজিৎ বলেন, যোজনায় বিদেশিদের ঢোকানোর ইস্যুতে তাঁরা প্রতিবাদ জানিয়ে যাবেন। গতকাল প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী মন্টেক সিং আলুওয়ালিয়া লন্ডনে বলেন, বিদেশি বিশেষজ্ঞদের মতামত নেওয়ায় কোনও ভুল আছে বলে তিনি মনে করেন না। এদিকে, বামপন্থীরা মন্টেকের মন্তব্যে আপত্তি করলেও কংগ্রেস মুখপাত্র আনন্দ শর্মা বলেন, ডেপুটি চেয়ারম্যান হিসেবে উনি ওঁর বক্তব্য বলেছেন। মুলায়মের কথার প্রতিক্রিয়া দিতে নারাজ শর্মা। তিনি বলেন, বামপন্থীদের বক্তব্য নিয়ে সমন্বয় কমিটিতে আলোচনা হতেই পারে।

AAJKAL

Left tolls warning bell for UPA

Our Political Bureau
NEW DELHI 19 SEPTEMBER

A day after the Prime Minister assured the Left its concerns will be addressed, the CPM on Sunday again went back to its oft-repeated line — its support to the government depended on steps for the common man.

CPM's tough rhetoric came during Sitaram Yechury's address to a convention organised by his party's student wing, SFI, in Thiruvananthapuram. The Marxist party, which is fighting the Congress in Kerala, resorted to threats and warnings. It also emphasised the "basic differences" between the two parties and dubbed the Congress as a party for the ruling class.

CRIMSON TIDE

"We will go to the people if government acts against the CMP. Our support to the government is based on its actions for the welfare of the common man," politburo member Sitaram Yechury said.

He also said government's stability depended on its commitment to the CMP and added the UPA had already completed three months in office and there should not be any further delay in implementing the proposals in the CMP for employment generation and rural development. Mr Yechury, who met Sonia Gandhi and the Prime Minister here last week, had not spoken the same language then.

Though he did say the Left support depended on implementation of the CMP, he exonerated the government of violating it. He had said pronouncements made outside the CMP had not yet been translated into policy.

The [illegible] Times [illegible]

ANADABAZAR PATRIKA 20 SEP 2004

পুলিশের বিরুদ্ধে মামলার হুমকি জ্যোতির্ময়ীর

স্টাফ রিপোর্টার: তাঁর স্বামীকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর অভিযোগে পুলিশের বিরুদ্ধে মামলা করার হুমকি দিয়েছেন কৃষ্ণনগরের সি পি এম সাংসদ জ্যোতির্ময়ী সিকদার। অবতার-কাণ্ডের পরে দীর্ঘ পাঁচ সপ্তাহ কার্যত লোকচক্ষুর আড়ালে ছিলেন তিনি। অবশেষে রবিবার স্বামীর পক্ষ নিয়ে পুলিশকে অভিযোগের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন জ্যোতির্ময়ী।

এর আগে সি পি এমের অন্য দুই সাংসদ অমিতাভ নন্দী ও তড়িৎ তোপদার এবং পরিবহণমন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী অবতার-কাণ্ডে পুলিশি বাড়াবাড়ির অভিযোগ তুলেছিলেন। জ্যোতির্ময়ীর কণ্ঠে রবিবার শোনা গেল তার প্রতিধ্বনি। অর্থাৎ একই ঘটনায় সি পি এমের তিন জন সাংসদ ও এক মন্ত্রী সেই পুলিশের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশ করলেন, যে-পুলিশের দায়িত্বে আছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য।

দলেরই একাংশ মনে করছেন, মন্ত্রী-সাংসদদের সমালোচনার এই তির পুলিশমন্ত্রী বুদ্ধবাবুরও বিরুদ্ধে। তাঁর অনুমতি নিয়েই কুখ্যাত সমাজবিরোধী হাতকাটা দিলীপকে ধরতে পুলিশ হানা দিয়েছিল জ্যোতির্ময়ীর স্বামী অবতার সিংহের হোটেলে। পরে রাজ্য পুলিশের ডি জি শ্যামল দত্ত এই পুলিশি অভিযান ঠিক বলে মন্তব্য করেছিলেন। পুলিশের বিরুদ্ধে জ্যোতির্ময়ীর সরব হওয়ার প্রসঙ্গে সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাসকে প্রশ্ন করা হলে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি। অবতার-কাণ্ডে সি পি এম এক সদস্যের তদন্ত কমিশন গড়েছে। তবে গত সপ্তাহে অবতার জামিনে ছাড়া পাওয়ার পরে অনিলবাবু জ্যোতির্ময়ীকে 'ক্লিন চিট' দিয়েছেন।

১৫ অগস্ট সল্টলেকের নয়াপট্টিতে হোটেলে কুকর্ম চালানোর অভিযোগে গ্রেফতার করে সি পি এম সাংসদের স্বামী অবতার সিংহকে। রবিবার সল্টলেকে অ্যাথলেটিক্সের অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে গিয়েছিলেন জ্যোতির্ময়ী। সেখানেই অবতার-কাণ্ডে পুলিশের বিরুদ্ধে যাবতীয় ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তিনি।

জ্যোতির্ময়ীর অভিযোগ, "বি জে পি, তৃণমূল আর কংগ্রেসের সঙ্গে মিলে পুলিশের একাংশই আমার স্বামীকে ফাঁসিয়েছে। ওঁর (অবতারের) কোনও দোষ নেই। কলকাতার বড় হোটেলগুলিতে নানা কেচ্ছা হয়।

সেখানে কেউ কিছু করে না। সল্টলেকের বিভিন্ন হোটেলেও নানা অপকর্ম হয়। কোনও অভিযান হয় না সেখানে।" সল্টলেকেরই একটি হোটেলের নাম করে সি পি এমের এই সাংসদ প্রশ্ন তোলেন, "ওই হোটেল থেকে তো পুলিশ হাতকাটা দিলীপকে ধরেছিল। কই, সেই হোটেলের কর্তৃপক্ষকে তো ধরা হল না! কেন?"

সল্টলেক ভি আই পি এলাকা। ওই অঞ্চলের জন্য এক এস ডি পি ও-র পাশাপাশি এক জন অতিরিক্ত পুলিশ সুপারও রয়েছেন। এত ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও পুলিশ যে পক্ষপাতমূলক কাজ করে, জ্যোতির্ময়ীর অভিযোগে তা স্পষ্ট। তিনি বলেন, "হোটেলে ভি আই পি এসেছে বলে ডেকে নিয়ে গিয়ে আমার স্বামীকে গ্রেফতার করেছে। গোটাটাই সাজানো ব্যাপার।" পুলিশ সাজিয়ে মামলা করে, বিরোধীদের এই অভিযোগ সি পি এমের সাংসদের কণ্ঠেও। যিনি আবার খোদ অনিলবাবুর জেলা নদিয়া থেকে নির্বাচিত।

পুলিশকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে জ্যোতির্ময়ী বলেন, "ওই হোটেলের বার লাইসেন্স, রুম লাইসেন্স, ফুড লাইসেন্স— সব আছে। 'ইম্‌মরাল ট্রাফিক অ্যাক্ট'-এ মামলা হয় কী ভাবে? পুলিশের বিরুদ্ধে মামলা করার কথা ভাবছি। দলের সঙ্গে কথা বলে এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেব।" পুলিশের একাংশের সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস এবং বি জে পি-র যোগসাজশের অভিযোগ তুলে সি পি এম সাংসদ বলেন, "এই ঘটনাতেই প্রমাণিত হয় যে, পুলিশ রাজ্য সরকারের কথা মানে না।"

পুলিশকে তিনি টাকা দেননি, তাই তাঁকে ফাঁসানো হয়েছে বলে আদালতে দাঁড়িয়ে অভিযোগ করেছেন অবতার। সেই অভিযোগকে আমলই দেয়নি পুলিশ। জ্যোতির্ময়ীর এ দিনের অভিযোগের ব্যাপারে অবশ্য পুলিশকর্তাদের কেউ কোনও রকম মন্তব্য করতে চাননি।

জ্যোতির্ময়ীর অভিযোগ মূলত উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পুলিশের বিরুদ্ধে। জেলার পুলিশ সুপার প্রবীণ কুমারের কাছে সি পি এম সাংসদের ওই অভিযোগ সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়। প্রবীণ কুমার বলেন, "এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করব না।"

অবতার সিংহকে গ্রেফতার করার পরে পুলিশের সমালোচনায় মুখর হয়েছিলেন ব্যারাকপুরের সি পি এম সাংসদ তড়িৎ তোপদারও। এ দিন ওই অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, "আগেই এ-সব বলা উচিত ছিল জ্যোতির্ময়ীর।"

সোনিয়া, মনমোহনকে বসু বললেন, মতপার্থক্য থাকবে, সরকারও থাকবে

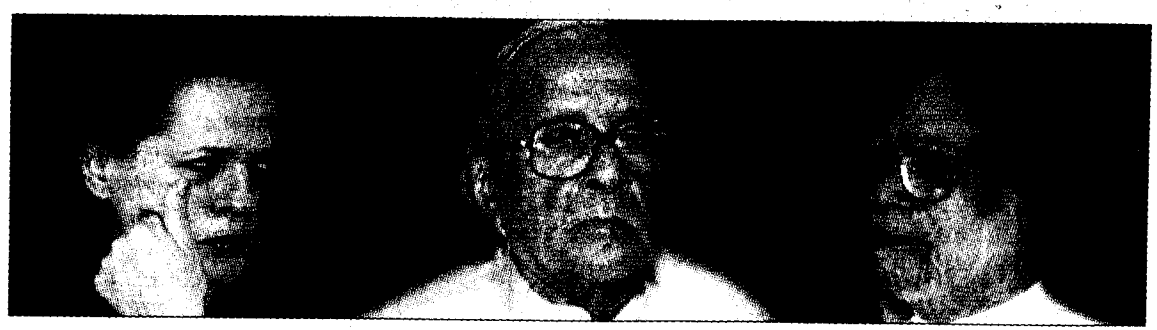

আজকালের প্রতিবেদন: দিল্লি, ১৮ সেপ্টেম্বর— প্রবীণতম বাম নেতা জ্যোতি বসু আজ প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং ও ইউ পি এ চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধীকে জানিয়ে দিলেন: বামপন্থীদের সঙ্গে মতপার্থক্য তো থাকবেই। কিন্তু সরকার পাঁচ বছরই চলবে। প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে মধ্যাহ্নভোজে আজ সোনিয়া গান্ধী, জ্যোতি বসু ছাড়াও ছিলেন হরকিষেন সিং সুরজিৎ, সীতারাম ইয়েচুরি। পরে কলকাতা ফিরে যাওয়ার আগে এই বৈঠক নিয়ে প্রশ্ন করা হলে জ্যোতি বসু বলেন, আমাদেরও যেমন এই সরকারকে দরকার, তেমনি এই সরকারেরও দরকার আমাদের। এই পারস্পরিক প্রয়োজনের বাস্তবতাই টিকিয়ে রাখবে সরকারকে। তবে, তিনি মনমোহন ও সোনিয়াকে বলেছেন, কোয়ালিশন চালানোর মূলমন্ত্র হল পদে পদে আলোচনা করা। সবাইকে সঙ্গে নিয়ে চলার জন্য আরও ঘনঘন বৈঠক হওয়া দরকার সমন্বয় কমিটির। কমিটির বৈঠক নিয়মিত হলেই সবাই সবার কথা কমিটির বৈঠকেই বলবেন। বাইরে বলার দরকার হবে না। জ্যোতিবাবুর কাছে মনমোহন ও সোনিয়ার অনুরোধ ছিল, বামদলগুলির নেতারা সরকারের সঙ্গে মতপার্থক্যের বিষয়গুলি যেন বাইরে না বলেন। তাহলে মনে হয় যেন সরকারের সঙ্গে বামপন্থীরা সম্মুখসমরে। এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে জ্যোতিবাবু বলেন, ওঁরা চান মতপার্থক্যের বিষয়গুলি যেন বাইরে না বলা হয়। জোট সরকার চালানোর প্রসঙ্গে বসুকে এদিন প্রশ্ন করা হয়, ইউ পি এ-র শীর্ষ নেতৃত্ব তো এ ব্যাপারে আপনার পরামর্শ চান। ইউ পি এ-র বড় শরিক কংগ্রেস কোয়ালিশনে অনভিজ্ঞ। অথচ কোয়ালিশন সরকার চালানোয় আপনার মতো অভিজ্ঞতা কারও নেই। এক্ষেত্রে আপনার ভূমিকা কীরকম হবে? জ্যোতিবাবু বলেন, আমাদের কোয়ালিশনে আর এই কোয়ালিশনে তফাত আছে। আসলে বাস্তব পরিস্থিতির চাহিদা হল, সরকারটাকে পাঁচ বছর চালাতে হবে। আমার পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে তো সবসময় দিল্লিতে এসে এই ধরনের বৈঠক করা সম্ভব নয়। আমার বয়স এখন ৯১ চলছে। এখনও পার্টির সভায় আসতে পারছি, এটাই ভাল। তাছাড়া আমি চাই, তরুণরাই সামনে আসুন। এই তো বুদ্ধ আছে, (পাশেই বসে ছিলেন বুদ্ধদেব)

এরপর ৪ পাতায়

বসু বললেন

১ পাতার পর

আরও অন্যরাও আছে। আজ প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের সরকারি বাসভবন ৭ নং রেসকোর্স রোডে জ্যোতি বসু, সুরজিৎ ও সীতারাম ইয়েচুরি পৌঁছন বেলা সোয়া ১টায়। সোনিয়া গান্ধী এবং সস্ত্রীক মনমোহন তাঁদের স্বাগত জানান। আড়াইটে পর্যন্ত চলে মধ্যাহ্নভোজন টেবিলে আলোচনা। ইয়েচুরি জানান, কথা হয়েছে অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচি রূপায়ণ নিয়ে। প্রধানমন্ত্রী কথা দিয়েছেন, আমরা যে সব বিষয়ে উদ্বেগ জানিয়েছি, আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যেই সেগুলির নিষ্পত্তি হবে। যে পাঁচটি বিষয়ে সি পি এম নেতারা জোর দেন, তা হল— গ্রামীণ উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য, কাজের বদলে খাদ্য এবং ন্যূনতম ১০০ দিনের কাজের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা। সীতারাম জানান, সোনিয়া গান্ধী ও ড. মনমোহন সিং বেশ কিছুদিন ধরেই জ্যোতিবাবুর সঙ্গে কথা বলতে চাইছিলেন। তাই এবার জ্যোতিবাবু দিল্লিতে আসার পর এমন আলোচনার সুযোগ হয়। ঠিক হয়, সুনির্দিষ্ট ইস্যুগুলি নিয়ে বামপন্থীদের সঙ্গে সরকারের কথা হবে সমন্বয় কমিটিতে। প্রধানমন্ত্রী বিদেশ সফর সেরে ফেরার পর। জ্যোতিবাবুও জানান, ৬ দিন পর ফিরে প্রধানমন্ত্রী সমন্বয় কমিটির বৈঠক ডাকবেন।

ডাকা হল মন্টেককে: বাম নেতারা যোজনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান মন্টেক সিং আলুওয়ালিয়ার একতরফা সিদ্ধান্তে কিছু বিদেশি সংস্থার প্রতিনিধিকে যোজনা কমিশনের স্থায়ী কমিটিতে নিয়োগের ব্যাপারে তীব্র আপত্তি জানান। আজ এজন্যই বাম নেতাদের নিয়ে বৈঠকের সময় প্রধানমন্ত্রী ডেকে পাঠিয়েছিলেন মন্টেক সিং আলুওয়ালিয়াকে। সেই সঙ্গে জয়রাম রমেশকেও ডাকা হয়েছিল। সি পি এম নেতারা তাঁদের বক্তব্য জানান। বৈঠকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হয়— যোজনা কমিশনের নির্দেশিকা বা অগ্রাধিকারের বিষয় নির্ধারণে বামপন্থীদের মতামত নেওয়া হবে।

AAJKAL 19 SEP 2004

CPI(M) identifies issues for UPA

By OUR Special Correspondent

NEW DELHI, SEPT. 17. The Communist Party of India (Marxist) today stressed that the United Progressive Alliance Government needs to challenge the fresh attempt by the Bharatiya Janata Party to bring back "communal agenda through the backdoor."

At its daylong meeting of the Polit Bureau, the party said that the BJP was trying to disrupt communal harmony by taking out the Tiranga Yatra (Tricolour journey), raking up the V.D. Savarkar issue. Although of the view that the BJP was building these issues with an eye on Assembly elections to Maharashtra, the CPI(M) said there had not been much response, Polit Bureau member Prakash Karat told *The Hindu*.

Restoring peace

Mr. Karat said the BJP was trying to bring back its communal agenda through the backdoor and the Manmohan Singh Government should meet the challenge politically.

Besides the need to fight communalism, the party said the Government should take steps to restore peace and normality in Manipur and other northeast States and see that the talks with various groups in Jammu and Kashmir gathered pace.

Earlier, another Polit Bureau member, Sitaram Yechury, said the party wanted the Government not to make policy announcements without consulting the Left parties since these parties would not like to disagree publicly with such unilateral announcements.

As regards Maharashtra, the Polit Bureau asked the State committee to finalise the number of seats the party should contest. The party has given a list of 18 seats it wants to contest in the State even as the talks for seat-adjustment were going on with the Congress.

Seat adjustments

The Maharasthra Chief Minister, Sushil Kumar Shinde, today visited the CPI(M) headquarters here apparently to discuss the seat adjustments. Mr. Shinde is also keen since the CPI(M) plans to contest Solapur City North, a seat that the Chief Minister was considering for himself. The CPI(M) candidate, Narsaiyya Adam, had won the seat in 1995 and in the last elections he finished second.

Tamil to be declared classical language

By Our Special Correspondent

NEW DELHI, SEPT. 17. In keeping with the promise made in the Common Minimum Programme, the Union Cabinet today decided to create a new category of languages as "classical languages" and declare Tamil as the first language under the category.

Announcing the decision, the Union Minister and Cabinet spokesperson, Jaipal Reddy, said the formation of a separate category of classical languages had been recommended by an experts committee under the Sahitya Akademi. It had also recommended a set of criteria for declaring a language as classical and accepted a proposal to declare Tamil as the first such language. More languages could be included under the category if there were any proposal and if they met with the criteria.

The criteria are: the language should have early texts or recorded history of at least a thousand years; it should have a body of ancient literature or texts, which is considered a valuable heritage by a generation of speakers; and its literary tradition should be original and not borrowed from another speech community.

THE HINDU

Job Guarantee Schemes To Cost Centre Rs 40,000 Cr

CPM demands likely to put govt on pay watch

Our Political Bureau
NEW DELHI 17 SEPTEMBER

THE CPI(M) leaders will take with them a "costly" social agenda to the meeting with the Congress top brass. The "to do" list for the UPA government includes immediate implementation of employment guarantee schemes (EGSs), new rural health programmes and fresh development initiatives.

To implement just one item on the agenda — EGS — the government will require Rs 21,000-Rs 40,000 crore. The planners in the government are not convinced about the viability or efficacy of the scheme.

The CPI(M) politburo, which deliberated on issues that have to be taken up on Saturday with Congress president Sonia Gandhi and Prime Minister Manmohan Singh, will seek a clear roadmap for pursuing the programmes promised in the Common Minimum Programme (CMP).

The luncheon-meeting at the Prime Minister's residence will also see the Left once again voicing its reservations about higher FDI and "foreign hand" in the Planning Commission.

RED HEAT: CPI (M) general secretary Harkishan Singh Surjeet with former state chief minister Jyoti Basu during a politburo meeting in New Delhi on Friday. – PTI

On both the issues, the government is yet to soften its approach. However, it is sure to promise more discussions within the alliance.

Montek Singh Ahluwalia, deputy chairman of the Planning Commission, had advised the Left leaders to shun dogma. He said it was a mere academic and consultation exercise.

The EGS is a subject of debate within the UPA. While the Sonia Gandhi-led National Advisory Panel has been advocating its implementation, the government managers are sceptical about its utility. The government can consider the project only if there's an agreement on cutting subsidy.

The Economic Times 18 SEP 2004

উত্তাপ চড়াবে না বাম

কথা বলেই নীতিগত সিদ্ধান্ত হোক

স্টাফ রিপোর্টার, নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর: পলিটব্যুরোর বৈঠকে কাল কৌশল চূড়ান্ত করে নিয়ে জ্যোতি বসু-সীতারাম ইয়েচুরিরা শনিবার মনমোহন সিংহ ও সনিয়া গাঁধীর সঙ্গে কথা বলতে যাবেন। কিন্তু এই সব বৈঠককে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক তাপমাত্রা সাঙ্ঘাতিক চড়বে, এমন মনে করার কোনও কারণ নেই। সি পি এম সূত্রের খবর, কিছু গরিব-দরদি কর্মসূচি নেওয়ার জন্য যেমন সরকারকে চাপ দেওয়া হবে, তেমনই নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সরকারকে তাঁদের সঙ্গে কথা বলারও দাবি জানাবেন বামেরা।

প্রকাশ্যে অবশ্য সি পি এম পলিটব্যুরোর সদস্য সীতারাম ইয়েচুরি বলেছেন, "আমরা আমাদের উদ্বেগের কথা সরকারকে জানাচ্ছি। এটা তো গোপন কিছু নয়। তবে সরকারকে বিদেশি বিনিয়োগের মতো বিষয়গুলি সম্পর্কে আমাদের উদ্বেগের নিরসন করতে হবে।"

বিদেশি বিনিয়োগ প্রসঙ্গে বামেরা অবশ্য বিমাক্ষেত্রে বিল এলে তা আটকে দেওয়ার বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কিন্তু টেলিকম নিয়ে সরকার যে শীঘ্রই মন্ত্রিসভায় আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে চলেছেন, তা কমিউনিস্টরা জানেন। এ ক্ষেত্রে পলিটব্যুরোর গুরুত্বপূর্ণ সদস্য প্রকাশ কারাট আগেই বলেছেন, সরকার নিজের পথে চললে তাঁরা মানুষের কাছে গিয়ে নিজেদের মতামত প্রচার করবেন। আর বিমানবন্দরের ক্ষেত্রে, দিল্লি-মুম্বই বিমানবন্দরের আধুনিকীকরণের জন্য বিদেশি সংস্থার হাতে দায়িত্ব দেওয়ার প্রশ্নে কমিউনিস্টদের তেমন কোনও আপত্তি নেই। তবে তাঁদের শর্ত, যে কোনও মূল্যে নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

ইতিমধ্যে ইয়েচুরি আজ যোজনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারপার্সন মন্টেক সিংহ অহলুওয়ালিয়ার সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজনের বৈঠকে মিলিত হন। পরে অহলুওয়ালিয়া বলেন, বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের মধ্যে 'ভাল' কথাবার্তা হয়েছে। অন্য দিকে, ইয়েচুরি বিশ্বব্যাঙ্ক-এডিবি-ম্যাকিনসেকে কমিশনের উপদেষ্টা কমিটিতে রাখার বিরোধিতা করে বলেন, "দশম যোজনার অন্তর্বর্তী মূল্যায়নের জন্য প্রস্তুতির অংশ হিসাবে তাঁদের উপস্থিতি মানতে আমরা রাজি নই।" এ কথা তিনি মন্টেককেও জানিয়ে দিয়েছেন। এর পর বিষয়টি প্রধানমন্ত্রী-সহ কমিশনের অন্য সদস্যেরা দেখবেন।

এ কথা জানানোর পাশাপাশি ইয়েচুরি বলেন (পশ্চিমবঙ্গে এদের উপস্থিতি প্রসঙ্গে), "ওই সংস্থাগুলির কাছ থেকে পেশাগত পরামর্শ নেওয়ার বিষয়ে আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু তারা সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার অঙ্গ হতে পারে না।"

অর্থাৎ, বিদেশি বিনিয়োগের মতো যোজনা কমিশনের প্রশ্নটিও এখন সিপিএমের কাছে অনেকটাই খুঁটিনাটির প্রশ্ন হয়ে গিয়েছে। কারণ, বাইরের প্রতিনিধিদের রাখার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে অহলুওয়ালিয়া বাম দলগুলিকে যে চিঠি দিয়েছেন, তাতে তিনিও এ কথা স্বীকার করে নিয়েছেন যে, এই সমস্ত সংস্থার যে নিজস্ব কর্মসূচি রয়েছে, সে ব্যাপারে তাঁরা অত্যন্ত সতর্ক। এর পরই কমিউনিস্টদের মনোভাব যথেষ্ট নরম হয়ে গিয়েছে। তবে প্রকাশ্যে তাঁদের বিরোধিতা করা তাঁরা চালিয়ে যাবেন।

এই পুরনো বাদানুবাদের পাশাপাশি শনিবার প্রধানমন্ত্রী এবং ইউ পি এ চেয়ারম্যানের কাছে গিয়ে বামেরা ন্যূনতম কর্মসূচি অনুযায়ী কয়েকটি বিল আনার ব্যবস্থা করার দাবি করবেন। এর মধ্যে প্রথমেই রয়েছে অন্তত একশো দিন কাজের দাবিতে বিল। আইন মন্ত্রক অবশ্য প্রাথমিক ভাবে এই ধরনের আইন করার বিরুদ্ধে মত দিয়েছে। এ ছাড়াও, কৃষিশ্রমিকদের জন্য আইন প্রণয়ন করার দাবি জানাবেন বামেরা।

মূলত এই বিষয়গুলি নিয়েই আপাতত কথাবার্তা চলছে। সনিয়া গাঁধী ও মনমোহন সিংহের সঙ্গেও এ বিষয়ে এক দফা কথা হয়েছে সীতারাম ইয়েচুরির। আজ এই প্রসঙ্গে ইয়েচুরি বলেন, "আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কী, তা ওঁরা আমাদের কাছ থেকে জেনেছেন। কংগ্রেস নেতৃত্ব বলেছেন, আমাদের বক্তব্যে যুক্তি আছে এবং তা ওঁরা বিবেচনা করবেন।" তবে প্রধানমন্ত্রী বিদেশ সফর সেরে ফেরার পরে সমন্বয় কমিটির বৈঠকে চূড়ান্ত পর্যায়ে এই বিষয়ে আলোচনা হবে।

● বুদ্ধের চিঠিতে সাড়া দিয়ে মন্টেকের আশ্বাস.... পৃঃ ৫

ANADABAZAR PATRIKA 17 SEP 2004

The Economic Times 16 SEP 2004

Left 'double standards' irk Congress

C.L. Manoj
NEW DELHI 15 SEPTEMBER

THE routine protests by Left leaders against the Manmohan Singh government, on policy matters, and the latest public sermonising on how the Congress was not effectively fighting the BJP is fast becoming a subject of both anger and amusement in the Congress. Clearly irritated, the party has now started sending out subtle messages reminding the comrades their "convenient double standards" on these issues from time to time.

Yet, the Congress is observing some restraint for three reasons. One, it is "selflessly sympathetic" to the Left leadership's growing insecurity and self-inflicted fear over how its support to Congress in Delhi would affect its votebanks in Kerala, West Bengal and Tripura, fed on regular anti-Congress diet. Secondly, the Congress understands its leaders resorting to matching sound-bytes would only give a message of intense wrangling in the ruling dispensation to the advantage of the BJP. And on a "humanitarian" ground, the Congress understands the excitement and the sound-byte addiction of Left leaders, who unlike their Congress and BJP counterparts, are not used to regularly occupying the media space.

However, the Congress has started giving vent to its irritation, more so since it feels the attitude of the comrades is unfair, especially in the run up to the Maharashtra polls. Party spokesperson Jayanti Natarajan on Wednesday delivered a polite but clear snub to the Left for alleging that the Congress was not fighting the BJP-RSS effectively, mainly over the Uma Bharti and Savarkar issues. "It is wrong to say the Congress has compromised in its fight against the communal parties. We are the largest secular party in the entire country which is fighting the BJP consistently," she said.

While Ms Natarajan left it there, some party leaders resorted to articulate the theme further privately. They pointed out that in the strongholds of the BJP-RSS, be it UP, Bihar, MP, Chhattisgarh, Delhi, Jharkhand or Gujarat and Maharashtra in the West and Karnataka in the South, the Left has no organisational presence or influence, while it's the Congress (and also regional parties like BSP and SP in UP and RJD in Bihar) that is taking on the BJP-RSS.

"If the Left has such an expertise and track-record in fighting BJP, why is it not growing in the political heartland," a senior Congress leader asked. He pointed out that the Left had been of late trying to electorally exist in these states through piggybacking politics, either on Congress, Mulayam, Laloo, and Karunanidhi and even Ms Jayalalithan as per the "season and convenience." Another leader argued that if the BJP is failing to grow in the Left-strongholds of West Bengal, Kerala, and Tripura, the credit should be shared jointly by the Communists and the Congress who hold on to their respective political territories there.

Ms Natarajan also reminded the Left that the Congress has been "the consistent vanguard" of secular forces in fighting the BJP. This, many say, is yet another reminder of what the West Bengal PCC general secretary, Mr Manas Bhuyian, bluntly said recently while rejecting Buddhadeb Bhattacharjee threat to the Congress. He had told the Marxist chief minister that the communists have in the past been associated with the BJP or its earlier incarnation of Bharatiya Janasangh as part of their earlier anti-Congressism. He also added that these past communists-BJP coexistence has added to the present day growth of the BJP.

Rejecting the Left's criticism of the Congress adopting "soft Hindutva," the Congress camp pointed out that their party, unlike the Left is a "centrist or at best a left-of-the centre party which has a different outlook and strategy as the Left has its own."

CPM will vote against hike in insurance FDI

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: The Marxists are turning on the heat. The CPM's criticism of the UPA government has long been simmering, but on Friday the party seemed to have stepped on the pedal, causing some anxiety on Raisina Hill.

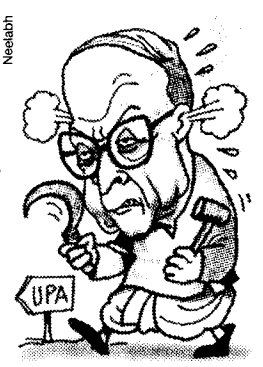

Neelabh

To an extent, rumblings from the CPM, the principal component of the Left Front, were only to be expected. They have never been viewed as a serious threat to the government. Nor perhaps are they a grave threat now, although the fact that Jyoti Basu, the CPM's pragmatic and moderate leader, also attacked the government on Friday is being seen as significant.

Two senior Marxist leaders, Basu in Kolkata and Prakash Karat in an interview to a news weekly, have made their dissatisfaction with the UPA government amply clear. Karat has been more vocal. "If they (the government) want to bring about new legislation to raise the cap on FDI (on insurance) from 26 to 49%, let me make it clear we will vote against them in parliament."

After a meeting with party leaders in Kolkata, Basu told newspersons that his party was not satisfied with the UPA government. Speaking about the role of foreign experts in government policy-making, Basu said he wanted the UPA government to be "self-critical". He said he would take up matters of the Left's concern with the government.

Taken together, the two remarks, coming after the CPI's sharp criticism of the government earlier this week, mark a deepening of the Left's discontent with the UPA leadership. Although Karat has sounded more strident, it is Basu's 'dissatisfaction' that has set off the buzz here on Friday. The veteran Marxist is among the architects of CPM-Congress understanding and is reputed to be more indulgent towards differences over policy matters.

THE TIMES OF INDIA

THE HINDUSTAN TIMES

SEP 2004

Left livid over Plan panel's World Bank whiz-kids

HT Correspondent
New Delhi, September 8

WHAT'S THE game again? The Left is asking.

After FDI and the EPF interest rate-cut, the Marxists allies have found another thorny issue to sort out with the government: the Planning Commission's decision to have representatives from multilateral agencies such as the World Bank and the Asian Development Bank on its consultative panels.

Calling the move "unwarranted", the Left parties have argued that international agencies and foreign private firms always have their "own agenda" and are in no way accountable to the people of India.

M.S. Ahluwalia
Allays fears

A.B. Bardhan of the CPI, Prakash Karat of the CPI(M), Debabrata Biswas of the Forward Bloc and Abani Roy of the RSP have said in a signed statement, "The Manmohan Singh government must explain why it wants World Bank representation on the Planning Commission when the Congress party in Andhra Pradesh has held the World Bank's structural adjustment policies responsible for the miserable plight of the farmers and the ordinary people in the state."

The Planning Commission, which has set up 19 consultative groups, has included the World Bank's senior water adviser John Briscoe in the Group on Water Resources, Asian Development Bank chief economist Sudipto Mundle into the Group on Agriculture and the World Bank's Alok Bansal into the Group on Transport.

From the McKinsey group, it has drafted Vipul Tuli McKinsey into the Group on Power & Energy, Pramath Sinha into the Group on Higher & Technical Education and inducted Gautam Kumra into the Group on Health & Family Welfare.

Commission deputy chairman M.S. Ahluwalia has tried to allay fears, saying the multilateral agencies wouldn't interfere with the commission's functioning. "There is no representation of outside bodies in the actual working of the commission...The logic is to get opinions from outside on the progress of the Plan schemes and effectiveness of policies... and create possibilities for interaction among different stakeholders across sectors," he said. These representatives would only be consulted for inputs for the mid-term appraisal of the Tenth Plan.

"The explanation does not carry any weight," D.Raja of the CPI said. The issue is likely to come up at tomorrow's meeting of the Left parties.

WEDNESDAY, AUGUST 25, 2004

THE LEFT'S DILEMMA

ALTHOUGH THE COMMITMENT of the Left parties to the continuance of the Congress-led United Progressive Alliance Government is not in doubt, differences over issues such as foreign investment, privatisation, and labour welfare are threatening to cut short the honeymoon period. Just days ahead of the August 25 coordination committee meeting of the Left parties and the constituents of the UPA, the Communist Party of India general secretary, A.B. Bardhan, has accused the Congress of not adhering to 'coalition dharma' in the running of the Central Government. The Communist Party of India (Marxist) Polit Bureau member, Sitaram Yechury, while linking the survival of the new Government to the implementation of the Common Minimum Programme, has warned against any deviation from the agreed upon agenda. Evidently the Left parties face the difficult task of having their say on crucial issues — on which they have profound differences with the Congress — without appearing to weaken the credibility of the Manmohan Singh Government. Thus raising the cap on foreign direct investment in telecom, insurance and civil aviation; offloading a small stake in the National Thermal Power Corporation; lowering the administered interest rate on the Employees' Provident Fund will figure prominently in the coordination committee meeting.

The problem for the Left parties arises from the very nature of their relationship with the UPA. As political rivals of the Congress in West Bengal, Kerala and Tripura, the CPI(M) and the CPI have to maintain a critical distance from the UPA. Even so, as the external guarantors of the UPA, the Left parties have high stakes in the performance of the new Government. Neither close identification nor alienated opposition will be of much help in this regard. Whether they like it or not, the performance of the Government will reflect on their public image. Non-participation in the Government will not serve as an excuse if the Left parties were to remain passive to the actions and policies that affect the interests of their vote base. At the same time, there are limits to the influence they can wield in a broad coalition that has the Congress at the head of several regional players. They can behave as a pressure group, nothing more. And the difficulties begin with their having to decide on the extent of pressure they can bring to bear upon the Government without inducing political instability. Too little pressure might not be effective and too much pressure might be counter-productive. This situation has resulted in the Left parties adopting an ambivalent attitude to the UPA.

All the Left parties barring the CPI stayed away from the August 18 meeting of the UPA, preferring instead to attach importance to the coordination committee meeting. As a separate bloc outside the UPA, the Left parties are apparently hoping to arrive at the optimum distance from the Government. While not considering themselves partners of the UPA, the Left parties want to be counted as allies who should be consulted on important issues. However, the Congress, aware of the Left dilemma, is bound to take advantage of it. The imperative of Left support to the Government, if only to keep out the Bharatiya Janata Party, allows the Congress sufficient play in pursuing through its own policies and programmes. The challenge for the CPI(M) and the CPI is to retain their separate identity — and rein in the Congress whose political proclivities and policies they have little faith in. No purpose will be served if the Left parties confined themselves to mere criticism without forcing a change of policies on issues that matter most to their core constituencies.

THE HINDU

বামেদের মতে, পিএফ নিয়ে সরকার বিশ্বাসভঙ্গ করল

স্টাফ রিপোর্টার, নয়াদিল্লি ও কলকাতা: প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুদের হার নিয়ে সরকার তাঁদের সঙ্গে 'বিশ্বাসভঙ্গ' করেছেন বলে মনে করছেন শীর্ষ বাম নেতারা। কারণ, পি এফে সুদের হার কমানোর আগে তাঁদের সঙ্গে কোনও আলোচনা করা হয়নি। বাম সূত্রের খবর, এ নিয়ে বামপক্ষের সমন্বয় কমিটির আহ্বায়ক হরকিষেন সিংহ সুরজিৎ কথা বলবেন ইউ পি এ-র চেয়ারপার্সন সনিয়া গাঁধীর সঙ্গে। দিল্লিতে সি পি এমের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'দুর্ভাগ্যজনক ভাবে ইউ পি এ সরকারও গত সরকারের শ্রমিকবিরোধী নীতি নিয়েই এগোচ্ছে।' সরকারের কাছে সি পি এমের আবেদন, সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করে সাড়ে নয় শতাংশ সুদ বজায় রাখতে হবে। অন্যদিকে, ১২ শতাংশ পি এফ দাবি করে কলকাতায় সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক তথা পলিটব্যুরোর সদস্য অনিল বিশ্বাস বলেছেন, "আমরা বিষয়টি নিয়ে সমন্বয় কমিটিতে আলোচনা করব। কারণ, এই সিদ্ধান্ত জনবিরোধী।" দলের আর এক পলিটব্যুরোর সদস্য বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু কিছুটা হুমকির সুরেই পুরুলিয়ায় এক সভায় বলেছেন, "ন্যূনতম অভিন্ন কর্মসূচিতে কোথাও বলা নেই, সরকার যখন তখন যথেচ্ছাচার করবে।"

যে ভাবে পি এফে সুদের হার কমানো হল, তাতে পরিষ্কার বিদেশি প্রত্যক্ষ লগ্নির পর আরও একটি প্রশ্নে সরকারের সঙ্গে বামেদের দূরত্ব বাড়তে চলেছে। কিন্তু ঘটনা হল, বামেদের এই মনোভাবের মূল কারণ কেবল সুদের হারই নয়। যে ভাবে তা কমানো হয়েছে তা নিয়েও তাদের আপত্তি আছে। সমন্বয় কমিটির পরবর্তী বৈঠকের আলোচ্যের মধ্যে বিষয়টি রাখার প্রস্তাব করা হয়েছিল। ঠিক ছিল, সি পি আই-এর সাধারণ সম্পাদক এ বি বর্ধন বৈঠকের আগেই একটি নোট দিয়ে ব্যাখ্যা করবেন, কী ভাবে সরকারের পক্ষে সাড়ে নয় শতাংশ বা নিদেনপক্ষে নয় শতাংশ সুদ দেওয়া সম্ভব। কিন্তু তার আগেই গতকাল এক তরফা ভাবে অছি পরিষদের বৈঠকে সুদ এক শতাংশ কমিয়ে সাড়ে আট শতাংশ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন শ্রমমন্ত্রী শিসরাম ওলা। সাধারণভাবে দুই কমিউনিস্ট পার্টির শীর্ষ নেতাদের ধারণা ছিল, এই বৈঠকেও কোনও সিদ্ধান্ত হবে না।

পি এফে সুদের হার বৃদ্ধি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ৩৫ টি আসন জেতা বামফ্রন্টের নেতারা এখন 'মুখ বাঁচাতে' বিষয়টি নিয়ে মানুষের কাছে যাওয়ার কথা বলছেন। অনিলবাবু বলেন, "কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউ পি এ যদি বি জে পির নেতৃত্বাধীন এন ডি এ-র পথে চলে, তাহলে তাদেরও এন ডি এর মতোই পরিণতি হবে। বি জে পি যেভাবে পরাজিত হয়েছিল, তা থেকে কংগ্রেস শিক্ষা নেয়নি।" তবে, সি পি এম যে সমর্থন প্রত্যাহার করবে না তা আবারও জানিয়েছেন অনিলবাবু। তিনি বলেন, "আমরা চাই পাঁচ বছর এই সরকার চলুক। তাই সমর্থন প্রত্যাহার করব না। এই সময়ে জনগণের স্বার্থ রক্ষা না করলে তার দায় ওদের।" দিল্লিতে সি পি আই এক বিবৃতিতে ট্রেড ইউনিয়নদের সঙ্গে এবং সমন্বয় কমিটিতে বিষয়টি নিয়ে সরকারকে আলোচনা করতে আহ্বান জানিয়েছে। আর এস পির অবনী রায় ও ফরওয়ার্ড ব্লকের ডি দেবরাজনও চড়া সুরে সরকারের সমালোচনা করেছেন। বাম নেতাদের বক্তব্য, নয় শতাংশ সুদের পথ খোঁজার সুযোগ দেওয়ার আগেই শ্রমমন্ত্রী ইউনিয়নগুলির বক্তব্য অগ্রাহ্য করে সুদের হার কমিয়ে দিয়েছেন। সিদ্ধান্ত হয়েছে মূলত এতদিনের রীতি ভেঙে সংখ্যাধিক্যের মতের ভিত্তিতে।

বিজেপিও বামেদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে সিদ্ধান্তের বিরোধিতায় নেমেছে। বিজেপির সভাপতি বেঙ্কাইয়া নাইডু বলেন, "কংগ্রেস যে 'আম আদমির' সঙ্গে নেই তা স্পষ্ট হয়ে গেল। কংগ্রেস শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তাঁদের ধোঁকা দিয়েছে। কারণ মুদ্রাস্ফীতি সাড়ে সাত শতাংশ এবং তা আরও বাড়তে চলেছে। আমরা মুদ্রাস্ফীতিও কমিয়েছিলাম, তাই সুদের হারও কমেছিলাম।"

পি এফে সুদের হার কমানোর কড়া সমালোচনা করে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি মদন মিত্র বলেছেন, "পি এফে সুদের হার কমলেও বামেদের ডাকে বাংলা বন্ধ হল না!" তিনি বলেন, "কেন্দ্রীয় সরকারকে সমর্থন করলেও পেট্রোল-ডিজেলের দামও সি পি এম কমাতে পারল না, পি এফে সুদের হারও বাড়াতে পারল না।" তৃণমূল নেতৃত্বের মতে, যা হচ্ছে, সবই সি পি এমকে জানিয়েই হচ্ছে। কারণ, সি পি এমই এই সরকারের প্রাণ ভোমরা। তাই তারা এর দায় এড়াতে পারে না।

A Communist rishi

By Gopal Gandhi

A tribute to Hiren Mukherjee, lifelong Communist, accomplished Parliamentarian and scholar, who passed away on July 30.

I BEGAN a letter sent to Professor Hiren Mukerjee in December 1998 with the traditional 'Pujya Hirenbabu'. I was not sure whether the veteran Marxist leader would like that worshipful form of address. Came the reply written in his distinctive hand: "You were right in guessing that I do not take kindly to being addressed as 'Pujya', but of course I am grateful for the generosity behind it."

There was no generosity operating there. I had just then read the remarkable text of his speech on 'The Glory of Sanskrit And Its Relevance To Our Life Today'. A more erudite work on the subject could not have been expected or received from any pandit of ancient religious lore. Nor one with a more critically contemporary ring to it. And I wanted to tell him how much I had benefited from it.

Hirenbabu had quoted Vidura in the speech: *apriyasya cha satyasya, vakta srota cha durlabha* (for the unpleasing and the truthful, speakers as well as listeners are scarce). And the equally timeless: *puranamityena na sadhu sarvam* (whatever is old is not, for that reason alone, necessarily right).

"I was reminded," Hirenbabu continued in his letter, "of Motilal Nehru once writing to Jawaharlal about his impatience with the Mahatma's 'worshipful friend' — the Mahamana Pandit Malaviya." Disdaining the attitude and profession of worship in my letter, he went on to treat me (as on earlier occasions) to a repast of wit, wisdom and rare historical evocation.

"I have been in my own way a Gandhi devotee, in spite of my unrepentant communism," he said. "I present to you from out of my memory, a piece of rhyme in The New Statesman And Nation (circa 1935) by 'Sagittarius': *"De Valera and his Green Shirts with their back to the wall, Hitler with his Brown Shirts riding for a fall, Mussolini with his Black Shirts lording over it all, Three Cheers for Mahatma Gandhi with no shirt at all!."*

"I am sure you have inherited something of his sense of fun," Hirenbabu continued, " didn't he order once a new set of false teeth while starting on a 'fast unto death'!" My not having inherited a sense of fun (or indeed anything else) from the Mahatma did not prevent me from doubling up in laughter at that anecdote. Just as my lack of scholarly credentials had not prevented me from seeing the penetrating connections Hirenbabu had established in his lecture on Sanskrit.

Citing the idyllic visions of our ancient texts, he drew attention in that address to the deviations from the ideal. He cited Kalidasa's description of a woman: *grihini, sachiva, sakhi, mithah, priya-sishya lalite kalavidhau* (housewife, yes, but also keeper of secrets, companion, one-of-a-pair, favoured student, adept in fine arts so numerous..." And gave time-honoured descriptions of some current-day types such as: *dharma-vanijyaka* (purveyor of religion).

Quoting ancient descriptions of Bharatavarsha such as *Himavatsetu-paryanta* (from the Himalaya to the sea), *Devanirmita-desam* (country raised by the Gods) and the beautiful *Ganga-mauktika-harini* (adorned by the necklace that is Ganga), he also gave the starkly contrastive *smasana-vairagya* (the desolation-isolation of a smouldering crematorium).

My generation of students at University was stirred by his description in a speech in the Lok Sabha of urban squalor: "Does the Hon'ble Prime Minister know that men vie with dogs in the streets of our cities for leavings from the rich man's table?" It was given to two professors to be the goads to Parliament's conscience — Acharya J.B. Kripalani and Acharya Hiren Mukerjee. Both were unsparing in their criticism of government and of the social organisations that held India in their vice-like grip. And both veterans of debate received the most undivided attention of the Treasury benches headed by Jawaharlal Nehru. Hirenbabu's study of Nehru, *The Gentle Colossus*, is as much a tribute to the objectivity and receptivity of the politics of those times as it is a critique of India's first Prime Ministership.

Hirenbabu had another interest (besides Sanskrit) outside of his Marxist commitment: archaeology. His speeches in the Lok Sabha on the subject were remarkable for their knowledge of the contributions to Indian historical research by individuals like Sir Leonard Woolley and Sir Mortimer Wheeler and contained the most valuable suggestions for the future work of the Archaeological Survey of India.

My late uncle C.R. Narasimhan, MP for Krishnagiri, who was an enthusiast for the preservation of the fresco-secco panels in the Brihadisvara temple at Tanjore, looked upon Hirenbabu as a mentor on the subject. The Communist and Congress members of the second Lok Sabha collaborated effortlessly in the matter. And so when Hirenbabu wrote an impassioned piece at the destruction of the Babri Masjid in December 1992, he was writing as one whose historical sensibility had been shaken no less than his secular sensitivity.

It was a privilege, years later, to have heard from Hirenbabu while as I was working in Pretoria after he had come across a report of President Mandela's conferment on Gandhi, posthumously, of the keys to the city of Pietermaritzburg where in 1893 the future Mahatma had been pitched out of the train and into destiny. It was Hirenbabu who was being generous in that communication about some observations I had made on that occasion. Hirenbabu asked me to send his greetings to my brother Rajmohan adding "although he and I have a different *weltanschauung*, I have a soft corner for him." (He underlined the German word meticulously to signify an italicisation).

A couple of years later I accompanied President Narayanan, as the President's secretary, when he went to call on Hirenbabu at his Ballygunge residence. That was Mr. Narayanan's first visit to Calcutta as President. The event was unforgettable. It was reminiscent of President Prasad's calls on Acharya Narendra Deva or President Radhakrishnan's on Acharya Vinoba Bhave.

Some months later, I recall, President Narayanan received a handwritten letter from Hirenbabu, one of several that had been exchanged by the two. He urged the President, as a former student of Harold Laski, to help carry the dynamics of socialist ideology from "contract to relations" even as, earlier, it had been taken from "status to contract."

I cite this from memory but the words were more or less to that effect. To my mind this showed a remarkable ability on the part of the Marxist nonagenarian to hold fast to the core of his ideas but without denying the impact or significance of the world outside that core.

Hirenbabu had just crossed 90 at that time and was recovering from an episode of ill health. He ended that letter to the President with an anecdote. Lord Palmerston, Hirenbabu recounted, told his doctor who had predicted the death of his patient if he did not listen to medical advice: " Die? My dear doctor, that is the last thing I will do!"

To how many is given the privilege of doing the 'last thing' with the physical, intellectual and spiritual dignity of Professor Hiren Mukerjee? And with a laughter that could check tears?

(The writer is Ambassador of India in Norway.)

Sonia, Basu discuss panel formation

STATESMAN NEWS SERVICE

NEW DELHI, July 31. — Mr Jyoti Basu today met UPA chairperson Mrs Sonia Gandhi and discussed the formation of the proposed coordination panel between the UPA and the Left parties.

The avowed objective behind the proposed "consultative mechanism", as demanded by the Left parties, is to ensure better coordination between the ruling Congress-led UPA and the Left, which is supporting the Congress-led government from outside.

The 30-minute meeting between the two leaders took place this morning at Mrs Gandhi's 10 Janpath residence. Mr Basu was accompanied by the CPI-M Politburo member, Mr Sitaram Yechury, while Mrs Gandhi was assisted by her political secretary, Mr Ahmed Patel.

The meeting decided on the constitution of a 12-member UPA-Left coordination committee, Congress sources said. The Left parties have already suggested six nominees to this panel from their side, comprising Mr Harkishan Singh Surjeet and Mr Yechury (CPI-M), Mr AB Bardhan and Mr D Raja (CPI), Mr Abani Roy (RSP), and Mr Debabrata Biswas (FB).

Two names from the Congress, those of Dr Manmohan Singh and Mrs Gandhi have been finalised. The remaining four names from the UPA, sources said, will be decided by Mrs Gandhi in consultation with Dr Singh in a few days.

Mr Yechury made it clear that the Left will have no problems with the possible induction of Congress allies in the proposed committee. "We have no objection if the UPA decides to have a broad-based coordination panel, comprising its allies too," he said. The Left, he said, will have no problems about the number of UPA representatives on the panel.

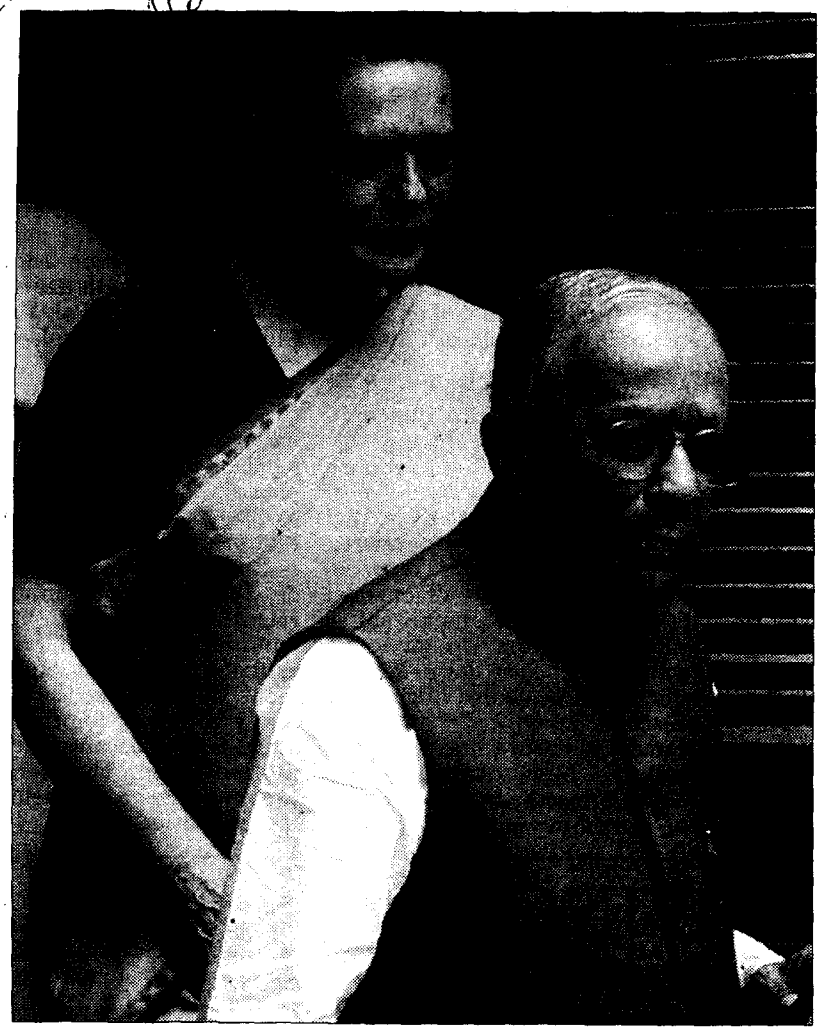

Sonia Gandhi and Jyoti Basu at 10 Janpath on Saturday. — PTI

Mrs Gandhi and Mr Basu are said to have appreciated the need for such a panel on the ground that it would facilitate "smooth running of the government" and ensure better UPA-Left consultation over the implementation of the government's Common Minimum Programme. Underlining the need for such a coordination committee, Mr Yechury said: "We want this government to run smoothly for five years".

Dismissing apprehensions over the possibility of the UPA-Left panel overshadowing the UPA coordination committee, Mr Yechury said: "It will be merely at the level of consultations.... there is no reason for any one to feel threatened; the Congress allies inside the government have their own mechanism of communication".

Asked if the Basu-Sonia meeting also deliberated on the contentious economic issues, Mr Yechury said no discussions were held on any other substantive issue.

The focus on the formation of the UPA-Left panel at today's meeting assumes significance in the wake of recent bitterness and exchange of rhetoric between the Left and Congress leaders over some Budget proposals, particularly those relating to the hike in FDI cap in insurance, telecom, and civil aviation.

THE STATESMAN
1 AUG 2004

Surjeet joins FDI war

MONOBINA GUPTA

New Delhi, July 21: CPM general secretary Harkishen Singh Surjeet has blasted the United Progressive Alliance government for sneaking in policies that he claims have not been sanctioned by the common minimum programme.

The lead article in the latest issue of *People's Democracy*, the CPM mouthpiece, says the Centre's "retrograde policies can only benefit the BJP".

Surjeet begins the article by saying: "The recent controversy regarding FDI in insurance, telecommunication and other sectors has brought the nation to a critical pass."

Finance minister P. Chidambaram, as far as Surjeet and his comrades are concerned, is reneging on the common programme. "The Left will see to it that these FDI proposals are rolled back," Surjeet says.

This is the first time that the CPM leader has spoken out on the controversy since the spat over raising the ceiling on foreign investment in insurance (from 26 to 49 per cent), telecom (49 to 74 per cent) and civil aviation (40 to 49 per cent) escalated.

Till now, his juniors were leading the attack. Recently, politburo member Sitaram Yechury had told the BBC that the Left, as the UPA government's watchdog, could "bark" as well as "bite".

Surjeet, along with CPI general secretary A.B. Bardhan, had been hoping for some conciliatory gesture from the government so that the charge-brigade in the Left could retreat. But the government has not given out any such signal.

CPM and CPI leaders have met Congress president Sonia Gandhi and sought greater co-ordination between the UPA and the Left to clear the air of suspicion. Sonia has not given any assurance on rolling back either the FDI proposals or the proposal to privatise airports and slash provident fund interest rates.

Surjeet: In battle mode

Left to vote against IRDA amendment

Statesman News Service

NEW DELHI, July 19. — The Left Front will vote against the Bill seeking to amend the Insurance Regulatory & Development Authority. The Bill seeks to raise the foreign direct investment limit in the insurance sector.

At a meeting of senior Left Front leaders today chaired by the CPI-M general secretary, Mr Harkishen Singh Surjeet, the Left Front decided that they would not allow the government to have its way in Parliament should the Centre insist on moving the Bill to amend the IRDA Act, a source told The Statesman.

While it has not been decided how to frustrate the government's efforts to increase the FDI cap in telecommunications and civil aviation sectors, Left partners claimed that they would oppose the move with all the force at their command.

Some leaders — including Mr Prakash Karat (CPI-M), Mr Abani Roy (RSP), Mr Debabrata Biswas (Forward Bloc) and Mr D Raja (CPI) took note of the fact that though the Left Front had sent the names of leaders to represent it on the United Progressive Alliance coordination committee, there has been no response from the Congress. Mrs Sonia Gandhi, being the chairperson of the UPA coordination committee, has to clear the names.

The decision to set up the committee was taken yesterday. The need for such a panel was felt after the Left parties voiced reservations over the proposed hike in FDI caps in certain sectors.

Left waves red flag at FDI hike

THREATENS TO STALL FINANCE BILL

HT Correspondent
New Delhi, July 11

SOUNDING A warning for the Congress-led UPA government, the CPI(M) on Sunday said it would oppose the rise in FDI cap in the insurance, telecom and civil aviation sectors, and the passage of the Finance Bill in Parliament.

"We are against privatisation and will oppose the hike in the FDI limit in Parliament," Citu chief M.K. Pandhe said after the party's Politburo meet here.

But the CPI(M) will not give up on a dialogue with the government. Pandhe said the government will be asked to reconsider its decision. "That is one method we have decided. We will tell the UPA that these are our concerns and the government must take them into account."

Pandhe said the party had not been consulted on the FDI hike, which will require amendments to the Insurance Regulatory and Development Authority Act. "Our party is firm and we will oppose it at all levels. If the Bill (to amend the IRDA Act) comes up, we will fight it. That's our stand," Pandhe said during a break in the meeting attended among others by CPI(M) general secretary Harkishen Singh Surjeet, Jyoti Basu, Buddhadeb Bhattacharjee, Sitaram Yechury and Prakash Karat.

"Without our support, the government cannot keep its majority. It will have to listen to us. They will have to roll back certain things if they want our support," Pandhe said. Asked if the Left would bring a cut motion, Pandhe said it isn't entirely ruled out.

The CPI also said it would agitate on the FDI issue. Its general secretary A.B. Bardhan maintained the hike in FDI cap in telecommunication would mean handing over control to the big multinationals at the cost of national security.

See also page 4

H.S. Surjeet at Sunday's Politburo meet in Delhi

SORE POINTS

- Rise in FDI cap in telecom, insurance and aviation
- Maintenance of 8% interest rate on PPF, GPF and SDS
- Setting up of a public sector enterprises reconstruction board
- Steps to deal with 'overhang' of old debt of states
- Divestment of NTPC shares

THE HINDUSTAN TIMES 12 JUL 2004

স্বল্প সঞ্চয় নিয়ে সংশোধনী আনা হবে

হিসাব কষে বাজেটের বিরোধিতায় সিপিএম

স্টাফ রিপোর্টার, নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই: স্বল্প সঞ্চয়ে ডাকঘরের একচেটিয়া অধিকার তুলে দেওয়া এবং বিমা, অসামরিক বিমান চলাচল ও টেলি যোগাযোগ ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের ঊর্ধ্বসীমা বাড়ানোর বিরোধিতা করবে সি পি এম। তবে বাজেট নিয়ে সরকারের অস্তিত্ব কোনও ভাবেই বিপন্ন করা হবে না। এমন কি, প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুদের হার নিয়েও সংঘাতের পথে যাবে না দল। সি পি এমের শ্রমিক সংগঠন সিটু দলের এই নীতিতে ক্ষোভ জানালেও দিল্লিতে পলিটব্যুরোর বৈঠকের পরে আজ সীতারাম ইয়েচুরি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, "এই বাজেটে অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচির মূল ধারাটিকে অনুসরণ করা হয়েছে।"

অর্থবিলের আওতায় পড়ে, এমন একটি মাত্র বিষয়ে সি পি এম সংশোধনী আনবে। তা হল, স্বল্প সঞ্চয়ের বিষয়টিতে ডাকঘরের একচেটিয়া অধিকার তুলে দিয়ে ব্যাঙ্ক ও অনুমোদিত সংস্থার হাতেও সেই অধিকার দিয়ে দেওয়া। প্রকাশ্যে সি পি এম নেতারা যুক্তি দেখাচ্ছেন, এর ফলে ডাকবিভাগ দুর্বল হয়ে পড়বে। কিন্তু তাঁদের আসল উদ্বেগের কারণ পশ্চিমবঙ্গ সরকার। পশ্চিমবঙ্গের আয়ের একটা বড় অংশ আসে স্বল্পসঞ্চয় থেকে। তবে এ ক্ষেত্রে সরকারের সঙ্গে কথা বলেই বিষয়টি মিটিয়ে ফেলতে পারবেন বলে সি পি এম নেতৃত্ব আশাবাদী।

এ ছাড়া আর যে সব ক্ষেত্রে সি পি এম বিরোধিতা করবে, সেই সব বিষয় বাজেটের ভোটাভুটির আওতায় আসে না। যেমন বিদেশি লগ্নির মাত্রা বাড়ানো। এই বিষয়টির বিরোধিতা করার একমাত্র উপায় অর্থবিলের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়া, যা দল করতে প্রস্তুত নয় বলে দ্বিধাহীন ভাবে জানিয়ে দিয়েছেন পলিটব্যুরোর মুখপাত্র সীতারাম ইয়েচুরি।

তবে রাজনৈতিক বিরোধিতার রাস্তা হিসাবে তাঁরা স্থির করেছেন, পরে যখন ইনসিওরেন্স রেগুলেটরি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (আই আর ডি এ) আইনে সংশোধনী আনা হবে তখন তার বিরুদ্ধে ভোট দেবেন তাঁরা। এই সংশোধনী পাশ না-হলে সরকার বিমাক্ষেত্রে বিদেশি পুঁজি ৪৯ শতাংশে নিয়ে যেতে পারবে না, আবার সরকারের অস্তিত্বও বিপন্ন হবে না (কারণ এটি বাজেটের বিষয় নয়)। তবে টেলিকম বা বিমানবন্দর নিয়ে এই ধরণের পৃথক বিল আসবে না। কাজেই বাজেট বক্তৃতায় সমালোচনার অতিরিক্ত এ ক্ষেত্রে আর কিছু করার নেই।

বাজেটের অন্য কোনও বিষয়ের বিরোধিতায় না-যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে সি পি এম বুঝিয়ে দিয়েছে, প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুদের হার কমানো নিয়ে তাঁরা কোনও সংঘাতে যেতে চান না। আজ পলিটব্যুরোর বৈঠকের পর দু'পাতার বিবৃতিতে সুদের হার নিয়ে কোনও কথা নেই। এটা অবশ্য প্রত্যাশিতই ছিল। কারণ, বাজেটের আগেই চিদম্বরম যখন পৃথক ভাবে সি পি এমের প্রকাশ কারাত ও সি পি আইয়ের এ বি বর্ধনের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। তখনই এই বিষয়গুলি তাঁদের জানিয়ে দেন তিনি। দুই দলই তাঁকে বলেছিল, বিদেশি লগ্নির ক্ষেত্রে তাঁদের বিরোধিতা থাকবে; কিন্তু প্রভিডেন্ট ফান্ড নিয়ে তাঁরা জোরাজুরি করেননি।

সিটু লবি ক্ষুব্ধ। পলিটব্যুরোর বৈঠকে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ নরম মনোভাবেই অটল থাকায় সিটু লবি প্রত্যাশিত ভাবেই অসন্তুষ্ট। ওই লবির নেতা এম কে পান্ধে প্রকাশ্যে আজ আবার অর্থবিলের বিরুদ্ধে ভোটদানের কথা বলেছেন। তা খারিজ করে দিয়ে সীতারাম ইয়েচুরি জানিয়ে দেন, তাঁরা সরকারের কাছে আবেদন জানাবেন, রাস্তায় নেমে বিরোধিতা করবেন, তবে একটি বিষয় ছাড়া (যদি সরকার নমনীয় না-হয়) সংসদে সরকারের বিরুদ্ধে যাবেন না।

কিন্তু সিটু লবি দলের এই নরম মনোভাব বরদাস্ত করতে রাজি নয়। তাঁরা যে বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের মাত্রা বাড়ানোর বিপক্ষে (বিশেষ করে টেলিকমের ক্ষেত্রে, কারণ 'পৃথিবীর কোনও দেশে এমন অনুমতি দেওয়া হয় না'), সে কথা জানিয়ে পান্ধে আজ প্রকাশ্যে বলেন, "আমরা কখনও বলিনি ছাঁটাই প্রস্তাব আনব না। যদি কোনও বিষয়ের বিরোধিতা করতে হয়, তা হলে তা করার অন্যতম পথ হল ছাঁটাই প্রস্তাব আনা। কাজেই সংসদীয় দল বিষয়টি খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নেবে।"

কিন্তু তাঁর এই বক্তব্য খারিজ করে দিয়ে সীতারাম ইয়েচুরি (দলের অঘোষিত মুখপাত্র) জানিয়ে দেন, সরকারের উপর সমর্থন প্রত্যাহারের কোনও প্রশ্ন নেই। ছাঁটাই প্রস্তাব আনার অর্থই কিন্তু সমর্থন প্রত্যাহার করা। বিদেশি লগ্নি নিয়ে যে ছাঁটাই প্রস্তাব আনাই যাবে না, সে কথাও তিনি পরে নিজেই জানিয়ে দেন।

সীতারাম বুঝিয়ে দেন, তাঁরা দু'ভাবে বিরোধিতা করবেন। তিনি বলেন, "আমরা অবশ্যই বিমাক্ষেত্রে বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ বাড়ানোর বিরোধিতা করব। এর আগেও আমরা আই আর ডি এ আইনের বিরোধিতা করেছি। আইনের সংশোধনী এলে আবার বিরোধিতা করব।" কিন্তু বাজেটের অর্ন্তভুক্ত বাকি বিষয়দুটি, অর্থাৎ টেলিকম ও বিমানবন্দরের ক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য, "আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি সরকারকে বোঝানোর চেষ্টা করব।" সরকার না-বুঝলে? তাঁর বক্তব্য, "আমজনতার কাছে গিয়ে আমাদের বিরোধিতার কথা জানাব।"

সি পি এমের শীর্ষ নেতৃত্ব প্রথম থেকেই বাজেটকে 'ইতিবাচক' বলছিলেন। বিজেপি আমলের থেকে এই বাজেটে একটা বড় পরিবর্তন ঘটেছে বলে তাঁরা মনে করেন। তা হল 'সংস্কার'-এর চেয়েও বেশি করে এসেছে গ্রামীণ ও সাধারণ মানুষের কথা। সেই কারণেই সুকৌশলে তাঁরা প্রভিডেন্ট ফান্ডের বিরোধিতা থেকে সরে গিয়েছেন।

● **বিমায় বিদেশি লগ্নি সমর্থন করবে বিজেপি.... পৃঃ ৫**

ধরি মাছ, না ছুঁই পানি

- স্বল্প সঞ্চয়ে ডাকঘরের একচেটিয়া অধিকার কাড়ায় আপত্তি।
- **আশা, আলোচনাতেই সমস্যা মিটবে।**
- প্রত্যক্ষ বিদেশি লগ্নির সীমা বাড়ানোর মৌখিক বিরোধিতা।
- **প্রথম ধাপ, সরকারের কাছে আবেদন জানানো।**
- **কাজ না-হলে সংসদে সমালোচনা আর জনমত গঠন।**
- আই আর ডি এ আইন সংশোধনের বিরোধিতা।
- **তবে সংসদে সরকারকে বিপাকে ফেলা হবে না কোনওমতেই।**

Leaders crib over FDI, but opt to play responsible ally

Bitter Left places govt over budget

MONOBINA GUPTA

New Delhi, July 10: The Left parties have decided not to pull the rug from under the United Progressive Alliance regardless of how upset they may feel over some of the Congress-led government's economic policies.

Disappointment came this week when they had to swallow a bitter pill over the finance minister's budget announcement of raising the foreign direct investment limit in the telecommunication, aviation and insurance sectors. More discomfort may be in the offing if the provident fund interest rate is slashed following the board of provident fund trustees' meeting on Tuesday.

However, politics seems to have, as of now, taken precedence over economics.

"We have to think about the broad political context in which this government has come to power," said M.K. Pandhe, the general secretary of Citu, an organisation that is always the last to say yes to any economic change. The Citu leader, who is also a CPM politburo member, said the party will not make any reckless move that will jeopardise the survival of the Manmohan Singh government.

"We are a responsible party. We will oppose the FDI policy in and outside Parliament. But there is no question of posing a threat to the continuance of the UPA government," said CPM MP Nilotpal Basu.

One after another, every Left leader has intoned the same words. They are against the FDI policy but oppose the BJP more. "Our support to this government is based on a broad political view and not on the basis of our position on specific issues," said CPI general secretary A.B. Bardhan.

In Parliament, the Left will not support the Insurance Regulatory Authority Bill that the government may bring to put into effect the new policy. "We will not support the bill," said a senior leader of the CPM. The BJP will not oppose the bill as they were in favour of it. The Congress and the NDA together may, thus, be able to pass the bill.

The Left's opposition to the bill will stall its passage but will not, in any case, pull down the government.

The Left's opposition to FDI is not new and it may have to contend with more such situations. Arjun Singh, the human resource development minister, wants to introduce FDI in primary and higher education.

"We are opposed to FDI in primary education," said CPI leader D. Raja. The human resource development minister is, however, confident of coaxing the Left to consider the proposals.

The Congress-led government has also chalked out a strategy to deal with its Left allies. Part of this includes paying more attention to education, health, drinking water and poverty alleviation schemes that the Left parties have been highlighting of late.

The finance minister would keep the Left happy with these goals while pushing through economic reforms, some of which may not be to the liking of the communists.

"There has to be a policy of give and take. The common minimum programme is a consensus document and not the document of any particular party," rationalised a Left leader.

THE TELEGRAPH

কী ভাবে কতটা চাপ তা আজ ঠিক হবে পলিটব্যুরো বৈঠকে

প্রসূন আচার্য

এক দিকে পি এফে সুদের হ্রাস, স্বল্প সঞ্চয়ে সুদ না বাড়ানো, অন্য দিকে বিমা, বিমান পরিবহণ, ও টেলিকমে বিদেশি বিনিয়োগকে কেন্দ্র করে সি পি এম কেন্দ্রীয় সরকারের উপর কতটা চাপ দেবে তা নিয়ে দলেই দ্বিমত দেখা দিয়েছে। কী ভাবে এবং কতটা চাপ সৃষ্টি করা হবে, তা নিয়ে রবিবার দিল্লিতে সি পি এমের পলিটব্যুরোর বৈঠক বসছে। সেই বৈঠকের আগে শনিবার কলকাতায় সি পি এমের অন্যতম অর্থনৈতিক উপদেষ্টা প্রভাত পট্টনায়ক পরিষ্কার জানিয়েছেন, অর্থমন্ত্রী চিদম্বরমের পেশ করা বাজেটে অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচির (সি এম পি) কোনও প্রতিফলন নেই। তাঁর আরও অভিযোগ, এ বারের বাজেটে গ্রামাঞ্চলে কর্ম সংস্থানের সুযোগ আরও কমেছে। সেই সঙ্গে ১০০ দিন কাজের কথা বলা হলেও আসলে 'কাজের বদলে খাদ্য' কর্মসূচিতে অতিরিক্ত বরাদ্দ হয়নি। পট্টনায়কের কথা নিঃসন্দেহে দলীয় নেতৃত্বের উপর চাপ বাড়াল। দলের আরও দুই আর্থিক উপদেষ্টা অমিয় বাগচি ও জয়তী ঘোষও তাঁদের ক্ষোভের কথা জানিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় বাজেটের পরে সি পি এমের নেতৃত্ব অনেক বিষয়েই অসন্তুষ্ট। কারণ, তাঁরা যে সব কথা বলে মানুষের কাছে ভোট চেয়েছিলেন, চিদম্বরম তাঁর বাজেটে উল্টো পথে হেঁটেছেন। এই পরিস্থিতিতে কী ভাবে ইউ পি এ সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করা হবে, তা নিয়ে পলিটব্যুরোর সদস্যরাই ভিন্নমত। জ্যোতি বসু জানিয়েছেন, "কেন্দ্রীয় বাজেট নিয়ে আলোচনার পরে আমাদের যে সব বিষয়ে আপত্তি আছে তা নিয়ে অন্য বামদলগুলির সঙ্গে কথা বলেই পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করতে হবে।" দলীয় নেতৃত্বকে তিনি জানিয়েছেন, কথা বলতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি নির্ধারকের ভূমিকায় থাকা জাতীয় উপদেষ্টা পর্ষদের সঙ্গেও। যার নেতৃত্বে আছেন সনিয়া গাঁধী নিজে। তবে, এমন কিছু করা যাবে না যাতে বি জে পি সেই সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। দলের সাধারণ সম্পাদক হরকিষেণ সিংহ সুরজিতেরও তাই মত। যা করার এঁরা সংসদের বাইরেই করতে চান।

এ বারের বাজেটে কেন্দ্র রাজ্যকে দেওয়া টাকার উপর সুদের হার কমিয়ে দেওয়ায় (সাড়ে ১০ থেকে ৯ শতাংশ) পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে প্রায় ১২০০ কোটি টাকা সুদ কম দিতে হবে। এতে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য খুশি। তাই প্রতিবাদ জানালেও বাজেট পরিবর্তনের জন্য খুব বেশি চাপ দেওয়ার পক্ষপাতী তিনি নন। মানিক সরকারও একই কারণে কেন্দ্রকে চটাতে রাজি নন। এই দুই মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কিন্তু ক্ষমতায় না থাকা কেরল, অন্ধ্রপ্রদেশ ও তামিলনাড়ুর নেতারা একমত নন। প্রকাশ কারাত, পিনারাই বিজয়ন, অচ্যুতানন্দন, আর আর পিল্লাইরা এখনই চাপ দেওয়ার পক্ষে। একই মত সিটু নেতা এম কে পান্ধের। শেষ পর্যন্ত পলিটব্যুরো কতটা চাপ দিয়ে একটা 'রফা'য় আসার চেষ্টা করবে, তা বৈঠকে আলোচিত হবে। সীতারাম ইয়েচুরি জানিয়েছেন, "সব দিক নিয়েই বিশদ আলোচনা হবে।" দলীয় সূত্রের খবর, এ বার মীমাংসা না হলে বিষয়গুলি নিয়ে এই মাসের শেষে কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে আলোচনা হবে।

এই পরিস্থিতিতে প্রভাত পট্টনায়কের পরামর্শ, অবিলম্বে সরকার ও অর্থমন্ত্রীর উপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে যাতে ইউ পি এ সরকার সঠিক ভাবে সি এম পি মেনে চলে। শনিবার কলকাতায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সেমিনার কক্ষে আয়োজিত ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ফেডারেশনের সভায় প্রভাত পট্টনায়ক তাঁর ক্ষোভ উগরে দেন। ইউ পি এ-র তৈরি করা অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচিতে সি পি এম সই করেনি। কিন্তু তা নিয়ে দলের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনার পরেই সি পি এম সবুজ সঙ্কেত দিয়েছিল। আর সেই আলোচনায় যেমন প্রকাশ কারাত, সীতারাম ইয়েচুরিরা উপস্থিত ছিলেন, তেমনই প্রভাত পট্টনায়ক, অভিজিৎ সেনরাও ছিলেন। দলের পলিটব্যুরো বা কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য না হলেও আর্থিক নীতির অভিমুখ ঠিক করার ব্যাপারে পট্টনায়ক প্রায়ই কেন্দ্রীয় কমিটি, পলিটব্যুরোর সভাতেও আমন্ত্রিত হন। সুতরাং তাঁর কথার গুরুত্ব যথেষ্টই।

পট্টনায়ক বলেছেন, "ভোটে মানুষ এন ডি এর আর্থিক নীতিকে প্রত্যাখান করেছে। কিন্তু চিদম্বরম তাঁর বাজেটে যা করলেন, তাতে ঘোষিত অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচির প্রতিফলন নেই। এমন ভাবে দেখানো হয়েছে, যাতে মনে হচ্ছে, কৃষিতে খুবই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে কৃষিতে এন ডি এ যা যোজনা বরাদ্দ করেছিল, তাই আছে। গ্রামীণ কর্ম সংস্থানের সুযোগ কমেছে। সব মিলিয়ে উন্নয়ন খাতে প্রকৃত বরাদ্দ বেড়েছে সামান্যই।"

ANANDABAZAR PATRIKA

বিদেশি লগ্নির সীমা হ্রাস, কৃষি-ঋণ মকুব চাইছেন বামপন্থীরা

স্টাফ রিপোর্টার, নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ৯ জুলাই: লোকসভায় বাজেট ঘোষণার পরে ২৪ ঘন্টা যেতে-না-যেতেই বাম দলগুলি এখন অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরমকে দিয়ে বিদেশি লগ্নির প্রস্তাব অন্তত কিছুটা হলেও পরিবর্তন করাতে চাইছে। বাজেটে অর্থমন্ত্রী টেলি যোগাযোগ, অসামরিক বিমান চলাচল এবং বিমা ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বিদেশি লগ্নির ঊর্ধ্ব সীমা বাড়ানোর কথা বলেছেন। বাম দলগুলি নীতিগত ভাবে এই প্রস্তাব মেনে নিতে পারছে না। বাম নেতারা চাইছেন, অর্থমন্ত্রী যেন এই তিনটি ক্ষেত্রে বিদেশি লগ্নির সীমা কিছুটা হলেও কমান। বাম দলগুলি যেহেতু কেন্দ্রে কংগ্রেসের জোট সরকারকে সমর্থন করছে, তাই প্রকাশ্যে বাজেটের বিরোধিতা করা তাদের পক্ষে অসুবিধাজনক। তা সত্ত্বেও বাম নেতারা তাঁদের ক্ষোভ জানাচ্ছেন। বাম শ্রমিক সংগঠনগুলি ইতিমধ্যেই জোরালো প্রতিবাদ জানাতে শুরু করেছে। আগামী কয়েক দিনে এই প্রতিবাদ আরও সংগঠিত করার পরিকল্পনাও আছে।

এ ছাড়া, কৃষকদের বকেয়া ঋণ মকুবের জন্যও জোরদার দাবি তুলেছেন বাম সাংসদেরা। অর্থমন্ত্রী গ্রামীণ ও কৃষি ক্ষেত্রে বেশ কিছু সুযোগ-সুবিধার প্রস্তাব করা সত্ত্বেও, বাম নেতাদের বক্তব্য, ঋণভারে জর্জর কৃষকদের জন্য তা যথেষ্ট নয়। বস্তুত, আজ সংসদে কৃষি ঋণ মকুবের দাবিতে বামেরা বিজেপি'র সঙ্গে গলা মিলাতেও কুণ্ঠা করেননি।

এর আগে রান্নার গ্যাস ও পেট্রোল-ডিজেলের দাম বাড়ানোর পরে দাবি উঠেছিল বৃদ্ধির পরিমাণ কিছুটা অন্তত কমানোর। কিন্তু সরকার সেই দাবি মানেনি। বিদেশি লগ্নির ক্ষেত্রে অর্থমন্ত্রীর কাছ থেকে পুনর্বিবেচনার এখনও কোনও ইঙ্গিত না মিললেও কৃষি-ঋণ মকুবের দাবি সহমর্মিতার সঙ্গে বিবেচনার আশ্বাস দিয়েছেন চিদম্বরম।

সিপিএম-এর দলীয় সূত্রের খবর, যে ভাবে চিদম্বরম বামেদের নীতিগত অবস্থানের বিরুদ্ধে গিয়ে বিদেশি বিনিয়োগ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তাতে পলিটব্যুরো সদস্যেরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট। রবিবার দিল্লিতে পলিটব্যুরোর বৈঠক। সেখানে দলের নেতারা বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবেন। পলিটব্যুরো এক সদস্য জানিয়েছেন, "আমরা ভোটাভুটি করে সরকার ফেলার পথে যাব না। তবে আমাদের ক্ষোভের কথা প্রধানমন্ত্রী ও কংগ্রেস সভানেত্রী সনিয়া গাঁধীর কাছে জানাব। সেই সঙ্গে নীতিগত প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য সরকারের উপরে চাপ সৃষ্টি করব।"

জীবনবিমা এবং সাধারণ বিমা সংস্থার কর্মীরা ইতিমধ্যেই বিদেশি লগ্নির প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেছেন। শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তরপূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যের বিমা কর্মীরা নিজেদের দফতরের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ করেন। সিটু আন্দোলনে নামার হুমকি দিয়ছে। কেবল বিমা শিল্পই নয়, অসামরিক বিমান পরিবহণ এবং টেলিযোগযোগ শিল্পেও বিদেশি বিনিয়োগ বাড়ানোর বিরোধী সিটু। এ দিন সিটুর রাজ্য সভাপতি শ্যামল চক্রবর্তী বলেন, "এ বার বাজেটে এমন কিছু ব্যবস্থার কথা আছে যা সাধারণ শ্রমিকের স্বার্থ-বিরোধী।" ১৭ জুলাই থেকে নাসিকে সিটুর ন্যাশনাল কাউন্সিলের বৈঠক শুরু হচ্ছে। সেখানে বাজেটের বিভিন্ন প্রস্তাব পর্যালোচনা করে দেখা হবে বলে সিটুর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

আজ লোকসভায় কৃষকদের ঋণ মকুবের দাবিতে বিজেপি সাংসদদের সঙ্গে সোচ্চার হন বাম সদস্যেরাও। মহারাষ্ট্র, কর্নাটক, রাজস্থানের মতো রাজ্যগুলিতে পর পর কয়েক বছর খরার ফলে চাষিরা ব্যাঙ্কের ঋণ ফেরৎ দিতে পারছেন না। চাষিরা আত্মহত্যা করছেন। চিদম্বরম সরাসরি ঋণ মকুবের আবেদন খারিজ করে দেননি। বরং অর্থমন্ত্রী বলেছেন, "আমি সব সদস্যকে অনুরোধ করব নিজেদের নির্বাচনী কেন্দ্রে ফিরে গিয়ে দেখুন, কৃষকদের জন্য যে বিশেষ প্যাকেজ দিয়েছি, তা ঠিকঠাক রূপায়ণ হচ্ছে কিনা। আমাকে আপনারা তা জানান। যদি প্রকল্পগুলি ঠিকমত কার্যকর না হয়, তা হলে আমি অবশ্যই ব্যবস্থা নেব।"

10 JUL 2004

CPM sees red at Iraq proposal

Our Political Bureau
NEW DELHI 11 JUNE

THE CPM on Friday came down heavily against foreign minister Natwar Singh's statement about reconsidering the question of sending troops to Iraq. The Left party, a major ally, wants the government to clarify his remarks.

The CPM refused to agree that there was any change in the situation in Iraq which "has been under American occupation for the last fourteen months." The party politburo in a statement demanded that the Manmohan Singh government must make it clear that there is no question of sending Indian troops to Iraq.

Mr Singh made the remarks, hinting that India might reconsider its stand against sending troops to Iraq in view of the latest UN Security Council resolution, after calling on his US counterpart Collin Powell in Washington. He noted that the situation in Iraq had changed.

Describing Mr Singh's remarks as "ambiguous," the CPM said the Security Council resolution for stationing of a multinational force in Iraq till 2006, does not mean there will be a UN peacekeeping force. "The 138,000 US troops will continue to remain along with a small force from its allies as the so-called multinational force. France, Germany, Russia and Canada have announced they will not send troops," it said.

Pointing out that the UN Security Council resolution has approved the setting up of an interim government in Iraq by June 30 and continuance of a multinational force under US command, the CPM alleged that as far as the interim government was concerned it is "hand-picked" by the US authorities.

The Economic Times 12 JUN 2004

Speaker Somnath starts on neutral note

OUR SPECIAL CORRESPONDENT

New Delhi, June 3: Somnath Chatterjee today made his first intervention from the Speaker's chair, obliquely snubbing Congress MPs who wanted him to pull up Akali Dal members.

Akali MPs and Navjot Singh Sidhu walked out of the House when the Congress' Sajjan Kumar, who has been linked with the 1984 Sikh riots, took oath.

The moment Sajjan walked up to the mike, Akali members stood up and shouted slogans: "*Sikkhon ke kaatil murdabaad* (Death to the killer of Sikhs)." Sonia Gandhi watched impassively, so did Rahul and Priyanka.

But backbenchers in the Congress refused to let the protest go uncontested. Voices came from the back and the middle rows: "We have made a Sikh the Prime Minister of the country. You should be ashamed of yourselves."

They asked Chatterjee to intervene, saying the Akali members were dishonouring the people's mandate by walking out on Sajjan.

The pro-tem Speaker, however, rejected the demand. "People have a right to express their sentiments. And it should be respected... Let us continue with the business of the House."

Chatterjee will be formally sworn in Speaker tomorrow, becoming the first communist to occupy the chair.

All parties, including the BJP and its allies, today supported his candidature. As the deadline for filing nominations expired at noon, he was the only one in the fray.

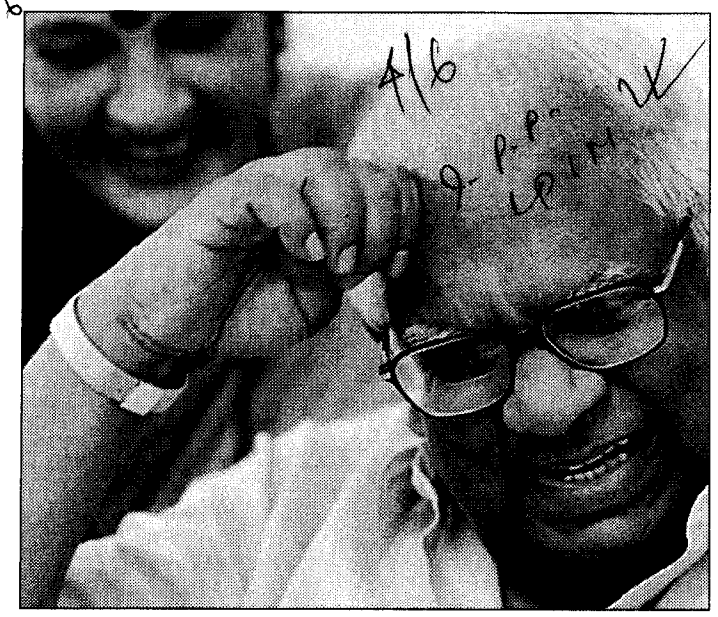

Chatterjee shares a light moment with CPM leader Brinda Karat in New Delhi on Thursday. (PTI)

Earlier, NDA leaders George Fernandes and Mamata Banerjee had objected to Chatterjee's candidature, saying they had not been consulted. They wanted to field former Speaker P.A. Sangma against him.

But the BJP leadership chose to go with Chatterjee, an MP for three decades who would have won anyway in case of an election to the Speaker's post.

Eighteen sets of nomination papers — including those by Sonia Gandhi, Atal Bihari Vajpayee and L.K. Advani — were filed on his behalf today.

Parliamentary affairs minister Ghulam Nabi Azad said "each political party" and "who's who of the Lok Sabha" have supported Chatterjee's candidature. This was a tribute to his "able leadership, statesmanship and experience". A resolution favouring his nomination will be put to vote tomorrow and adopted.

With the Speaker's choice decided, the lobbying for his deputy's post has begun.

S.S. Dhindsa — who was minister in the NDA government — met Advani today and urged him to accept the candidature of Charanjit Singh Atwal, an Akali member, for the post.

HD-1
26/5

Left parties criticise NDA tactics

NEW DELHI, MAY 30. The Left parties said today that projecting the Congress president, Sonia Gandhi, as a "parallel power structure" to the Prime Minister, Manmohan Singh, at the Centre was part of a "deep conspiracy to drive a wedge between Dr. Singh and Ms. Gandhi."

In separate interviews to the UNI, the CPI general secretary, A.B. Bardhan, and the CPI(M) leader, Nilotpal Basu, said the National Democratic Alliance leaders after losing power at the Centre had gone "berserk" and were resorting to "deplorable tactics" to create problems for the new ruling coalition.

The BJP had alleged that Ms. Gandhi was emerging as an "extra-constitutional authority" and was belittling the office of the Prime Minister.

"What is the power centre all about? It is absolutely wrong to say that the Prime Minister should also be the leader of that party," Mr. Bardhan said.

"Since the Prime Minister belongs to that party, he or she carries out the programmes and polices in guidance of that party."

Mr. Basu said: "There has to be collective functioning within the parties also. They have to evolve a proper method to ensure the smooth functioning of the coalition. Therefore, it will be wrong to say there is a parallel power structure."

The way the Congress would function, providing leadership to the ruling combine, was its "internal matter," he added.

"What has to be seen is whether the Prime Minister's role in leading the Government and his position is undermined or not. Till now, there is no such indication."

On the BJP's criticism that the Left parties were enjoying power without responsibility at the Centre, Mr. Bardhan said the Left parties were playing a "reasonable role" of protecting the common man by helping in formulating pro-people policies and programmes and defending the country's social and democratic ethos.

Mr. Basu said the Left parties were accountable to the people in seeing that the commitments made during the election campaign were fulfilled.

The acceptance of the post of Lok Sabha Speaker was also a "conscious decision" to restore the independence of the legislature and to ensure the accountability of the executive to the legislature.

THE HINDU 31 MAY 2004

Buddha spreads wisdom of reforms

OUR SPECIAL CORRESPONDENT

New Delhi, May 29: Declaring communists are neither fools nor against reforms, Bengal chief minister Buddhadeb Bhattacharjee has added a Marxist voice to P. Chidambaram's efforts to remove misgivings on the impact of the Left on the Centre's economic policy.

"Communists are not fools. They are not against reforms. What we want is what the Prime Minister has said about reforms with a human face," he said after a "courtesy call" on Manmohan Singh today in Delhi.

Bhattacharjee added that Bengal had invited and received a high dose of foreign direct investment, addressing another area of uncertainty in some quarters.

The content of his statement is neither new nor does it go against the stated policy of the Left, but the timing and the assertive manner in which he made the statement are significant. The tone was also in sharp contrast to that of some Left leaders whose combustible statements have singed the stock markets and fanned a perception that the fate of economic reforms under the new government is bleak.

Bhattacharjee's reassurance on reforms and the implicit acknowledgement that it would be foolish to oppose them came a day after Chidambaram scrambled to stem a stock market slide. Market apprehensions run so deep that even Chidambaram, the finance minister whom investors toast the most, could not talk up stock prices yesterday despite holding up the pro-reform credentials of the new government.

Chidambaram continued the pep talk today, saying "the Left parties will not be a hindrance in going ahead with economic reforms". **(See Page 6)**

After a 40-minute meeting with Singh, who had expressed high regard for Bengal's rural development model, Bhattacharjee said his state had received the "maximum" foreign direct investment from Japan. He cited the examples of Mitsubishi and Marubeni. IBM, which has software facilities in the state, was going ahead with an expansion project, he added.

Bhattacharjee sought to distance himself from the "package politics" that has become a familiar feature with the advent of coalition governments.

Without mentioning Mamata Banerjee, who had pitched for a Bengal package when the NDA was in power, he said: "I have not come with a charter of demands for Bengal. I am not a chief minister who will ask for packages. If we have any specific problem, we will raise it with the concerned Union ministries and not burden the Prime Minister." Bengal's wish list includes revival of tea gardens and plans to prevent erosion by the Ganga.

Asked about coal minister Sibu Soren's efforts to get Coal India's headquarters shifted from Calcutta to Ranchi, Bhattacharjee said: "We do not want to antagonise any partner. We will talk to him and I am confident we will resolve the matter."

Bhattacharjee said he discussed the "success stories" of Bengal with the Prime Minister. "I can't say our state has a model policy which the Centre should follow... But we placed our suggestions on agriculture and land reforms, besides the progress we made in information technology and communications."

He played down reports that had quoted him as saying the Centre should function within the boundaries set by the Left.

The disinvestment ministry will be wound up
SITARAM YECHURY, MAY 13

Let disinvestment and the disinvestment ministry go to hell
A.B. BARDHAN, MAY 14

If big investors could not read the voters' minds, we cannot help it
NILOTPAL BASU, MAY 17
After the stock market crash

Communists are not fools. They are not against reforms
BUDDHADEB BHATTACHARJEE
MAY 29

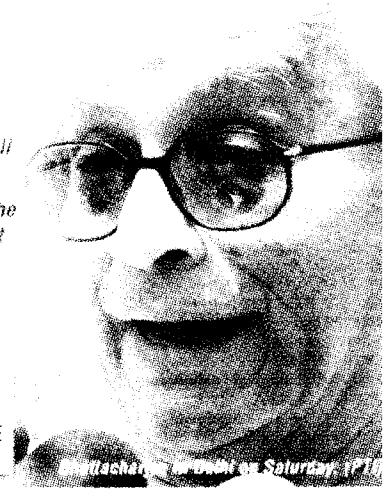

THE TELEGRAPH
MAY 2004

Common Marxist programme!

And this too, full of tricks

The Common Minimum Programme is the Left's minimum and unless the budget gives strong reformist signals, fears will multiply that the Left's maximalis demands are in the way. Congress should insist tha positives be retained. Trouble is positives are full o negatives. The proposed cess on central taxes — incom tax, excise tax and customs duty — to fund a highe spending on education has made "progressive commentators weep with joy. They should consider thre things. First, a cess on indirect taxes hurts the poor mo than the rich. Second, funds generated by, say, a two pe cent cess will not bring in money anywhere near the six pe cent of GDP, the CPI-M's target for education. The cess a populist diversionary tactic. Third, even a cursory look a government-funded primary education will show that available expenditure is better utilised, enormou improvements are possible. The CMP is silent o improving delivery systems, perhaps because education is a state subject and you cannot criticise state bureaucracies without Laloo Yadav threatening to drive a railway engine through the alliance.

The net effect of the education cess will therefore be that those better off pay a little more tax, the poor pay more for essential commodities and primary education remain in the same pathetic state. Another positive is supposed to be the spending commitment on rural sector, including providing guaranteed employment. This is another trick. Most departmental expenditure is cut-proof in coalition politics. Special packages for ally-run states are promised.

Disinvestment, which raised Rs 13,000 crores last financial year, is already anti-people. But Dr Manmohan Singh says he's committed to fiscal rectitude. So, where is the money coming from? The CMP has no answers because there is no answer. There's an apprehension, though and stock markets have got it spot on, this time — lack of resources may mean that government may use profit-making PSUs' surpluses. Abuses of this nature over time can turn these PSUs to losses and thereby solve the Congress's disinvestment dilemma! As for negatives, blocking disinvestment and labour reform were expected but it is painful to read in any document on governance; labour reform haven't been formally killed but kept in abeyance till talks with trade unions, which is the same thing.

The big setbacks are the promise to review the Electricity Act of 2003 and "dialogue" on reservation of jobs in the private sector. The Act requires major reforms of state electricity boards (SEBs) and that cannot be done without implications for power employee unions. The Left forced the Congress on this and the latter should have been firm. In giving way, the chief ruling party sets a terrible precedent, sure to be exploited before too long. As to private sector reservations, one would have to hope and pray that it remains an empty promise. There is plenty elsewhere to be worried about.

THE STATESMAN 29 MAY 2004

Left refuses to 'sign' in CMP

Our Political Bureau
NEW DELHI 27 MAY

LEFT parties, which managed rhetorical concessions on foreign policy and labour reforms, have stuck to their stand against being a signatory to the common minimum programme (CMP).

But the Left, which had involved itself in the formulation of the charter, said it "broadly endorsed" the document.

The CPI(M), CPI, RSP and Forward Bloc, which are propping the Congress-led UPA, will advocate "alternative policies" in matters like privatisation, targeted PDS and other policy measures that are not in consonance with their established positions, a joint statement issued by the four Left parties said.

Congress, which took into consideration the Left's views while formulating the document, has ignored one of its major demands — scrapping the privatisation of ports and airports.

It has also rejected the Left's advocacy for a universal food subsidy.

CPI(M), which had suggested changes to the draft CMP in six areas, had sought a clear commitment that UPA would not privatise profitable public sector units, those in the core sector, and of course, the navratnas.

It also said that public-private partnerships in infrastructure were not acceptable. CPI wanted all ongoing moves for the disinvestment or privatisation of profit-making PSUs to be halted or reversed. Prime Minister Manmohan Singh intervened to say that the specifics of these issues should be left to the government to work out.

On fiscal policy, CPI(M) suggested that innovative taxes be introduced in the context of tax reforms. But the CMP stuck to the Congress stand against any major tinkering with the tax structure.

In an attempt to keep TRS in good humour, the CMP has agreed to consider the demand for a separate Telangana state. But CPI(M) is opposed to a bifurcation of Andhra Pradesh.

On the employment generation front, the Left can showcase to its constituency the government's resolve to "enact a national employment guarantee Act" that will provide a legal guarantee for at least 100 days' employment. It also got the assurance that a national commission to examine the problems of the small scale sector would be set up. But these were also the commitments of Congress during the elections.

The UPA commitment to enact a law against communal elements and for the welfare of minorities was again the common concern of the "secular" camp.

The government's rejection of "the idea of automatic hire and fire" in a way takes care of some of the concerns of the Left over the proposed labour reforms.

Centre Spread: UPA members (from left) Harkishen Singh Surjeet, Ram Vilas Paswan, Dayanidhi Maran, chairperson Sonia Gandhi, Prime Minister Manmohan Singh and Raghuvansh Prasad Singh with the CMP at the PM's residence in New Delhi on Thursday. – AFP

The Economic Times
2 . MAY 2004

CMP green light after Red alert

HT Correspondent
New Delhi, May 26

THE RULING United Progressive Alliance (UPA) government reached an agreement on the common minimum programme (CMP) today, which the Left has also agreed to endorse. The common agenda took into account the sensitivities of the alliance partners.

An agreement was reached at a meeting at Prime Minister Manmohan Singh's residence, which also appointed Congress president Sonia Gandhi the chairperson of the alliance. A proposed co-ordination committee will meet every fortnight.

The CMP will be released tomorrow. Many of the issues it addresses are ones that the Left agrees on.

- The CMP says it won't divest in the strategic sector or in profit-making PSUs. Disinvestment of sick units will be on a case-by-case basis; efforts will be made to revive them.
- The CMP has promised an employment guarantee Act. It says the government will not allow hire-and-fire policies and put in place a social security net.
- The public distribution system will be strengthened. Steps will be taken to waive farmers' loans.
- The CMP promises a comprehensive law on communal violence and resolution of the Ayodhya issue through the judiciary.

Among the other promises are a 6 per cent allocation of the GDP on education and 2 per cent on health, the repeal of Pota, reversal of communalisation of education and institutions, enactment of the women's reservation Bill, a dialogue on reservations in the private sector and a continuing dialogue with Pakistan and with Kashmiri groups.

The common minimum programme commits itself to economic reforms with a human face that stimulate growth, investment and employment.

The 23-page document, fine-tuned by Pranab Mukherjee, Sitaram Yechury and Jairam Ramesh, emphasises the need to establish a direct link between privatisation and social needs. It also promises to come up with a roadmap, within 90 days, to eliminate the Centre's revenue deficit by 2009 to release more resources for investments in social and physical infrastructure.

The document assured that decisions on the employees' provident fund (EPF) would be taken with the approval of the EPF board. The LIC and the GIC will remain in the public sector.

While there was a commonality of interest on several counts, RJD's Laloo Yadav wanted a sub-quota in the women's Bill. But he was persuaded by others to let the Bill be included in the CMP in its existing form.

After deciding on a "mechanism" that will put the CMP on track, the Left Front, which met here, also resolved to support the CMP without being a signatory to it. The CPI(M) submitted its own exhaustive note of recommendations it felt should be included in the CMP.

Among Left concerns were "infiltration and communalisation" of the state and education, the PDS and employment. They suggested debt relief and debt waiver for states and lowering of interest rates on loans. The CPI(M) said it would like "innovative" taxes. Referring to the demand for a Telengana state, Politburo member Prakash Karat said the CPI(M) could not accept "breaking up existing states formed on the linguistic principle".

Common agenda, varied viewpoints

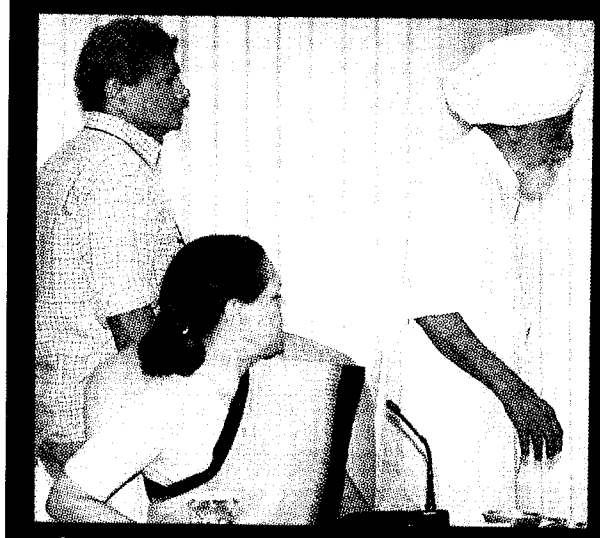

The CMP covers basic principles of governance like promoting social harmony, ensuring 7-8 per cent growth and welfare of farmers

Labour policy
Cong Flexibility to industry
Left Reference to flexibility of employers should be deleted

Privatisation
Cong Decision on case-to-case basis
Left No privatisation of profit-making PSUs in core areas and 'navratnas'; no privatisation of public services

Ties with the US
Cong Closer strategic and economic engagement
Left Prefers 'multi-polarity'. Wants commitment to forge close ties with Russia, France and China too. Wants 'correction' in policy towards West Asia and support to the Palestinian cause

WTO
Cong Government will use the flexibility afforded in existing agreements to fully protect agriculture and industry
Left Renegotiate WTO terms to correct imbalances and to protect national interest

FDI
Cong FDI will continue to be encouraged
Left Foreign direct investment to promote new technology and to augment productive resources is welcome. But 'encouraging FIIs' need not be there

Centre-State ties
Cong UPA will set up a new commission to look into this
Left No new commission required. Concrete measures needed to restructure Centre-state relations

New states
Cong The UPA will set up second states' reorganisation commission to consider demand for new states
Left Cannot accept any proposal for the formation of new states

Oil price hike not likely till June 15

HT Correspondent
New Delhi, May 26

THOUGH PETROLEUM Minister Mani Shankar Aiyar has written to Prime Minister Manmohan Singh on a three-tier formula to share the burden arising due to the hike in international crude prices, the Congress-led government is unlikely to increase prices of petrol and diesel before June 15. The decision could be postponed further to avoid a showdown with the allies in the first session of Parliament that begins on June 2.

International crude prices have, of late, touched an all-time high of $41 a barrel. Aiyar has thus suggested that petrol and diesel prices be increased by Rs 1-1.5 per litre from June 16, and that oil companies bear at least one third of the under-recovery on LPG and kerosene, sources said. The third stakeholder, the government, will have to part with its revenue on LPG and kerosene to lessen the burden on consumers.

Aiyar has suggested that the finance ministry should bring down the Customs duty on LPG to zero per cent from the current 8 while halving the excise duty on the product to 8 per cent, said sources. The previous government had put on hold any increase in petrol and diesel prices despite the climbing cost of crude in view of the elections.

Based on the recent spurt, oil companies have been demanding an increase of Rs 3.53 per litre in petrol prices and that of Rs 2.25 per litre in diesel prices.

CPI(M) gives six suggestions

● Include land reforms ● Don't privatise profitable PSUs

By Our Special Correspondent

NEW DELHI, MAY 26. The Communist Party of India (Marxist) on Tuesday forwarded suggestions on six broad perspectives for inclusion in the Common Minimum Programme of the United Progressive Alliance (UPA). These suggestions, adopted by the CPI(M) Polit Bureau at its meeting in Kolkata, were on issues such as communalisation, economic and social issues and foreign policy.

Ahead of the meeting of the UPA, the four Left parties met here and felt that there should be a formal mechanism for coordination between the UPA and the Left parties, since the latter was not part of the formation. By endorsing an "acceptable" CMP, the Left parties would ensure that while its views found reflection in the document, the parties would not be bound to accept everything, since there could be several areas on which there would be no agreement.

Expressing the views of the CPI(M), the Polit Bureau member, Prakash Karat, told correspondents here that they knew that there were several parties in the coalition and that they had to work together. "We will reserve some differences for later but that does not stop us from showing our opposition on certain issues."

For instance, he said, the CPI(M) could not accept any proposal for the formation of new States by breaking up existing States formed on the linguistic principle. This, in effect, was against the prime demand made by the Telengana Rashtra Samiti for a separate Telengana.

"The CMP would give the broad direction to the UPA. We have made our contribution to the CMP and since we are not part of the UPA, we would suggest a mechanism for implementation of the programme," Mr. Karat said.

The CPI(M) has made six suggestions from "broad perspectives" such as reversing the communalisation process, economic policies that make a break with some of the most harmful policies of the Vajpayee Government in several areas, basic needs and social issues, Centre-State relations, foreign policy and democratic rights.

For instance, in the sphere of economic policies, the CPI (M) suggested that land reforms be included and that there be a clear commitment not to privatise profitable public sector undertakings. It also deleted the reference to public-private partnership.

The CPI(M) also suggested the adoption of a universal public distribution system instead of the present targeted system, and that till the employment guarantee act is put into place there should be a food-for-work programme.

The party disagreed with the recommendation in the draft CMP of setting up a second commission to go into Centre-State relations and instead suggested that States be given debt-relief, including debt-swapping and write-off, lowering interest rates on loans to States and increasing the share of Central taxes of the States to 33 per cent as an immediate step.

The party also had reservations about the foreign policy and the stand on the WTO. The emphasis on WTO, it said, should be on renegotiating the terms to correct the imbalances to ensure that national interests of Indian agriculture were protected.

On foreign policy, the CPI (M) suggested a break with the BJP-Government's policy to make it an independent foreign policy detached from the strategic plans of the United States promoting multi-polarity. It also asserted that in the sphere of democratic rights, steps should be taken to reverse policies which curbed or infringed on the rights of the citizens and the right of working people to protest.

THE HINDU

THE HINDU
26 MAY 2004

CPI suggests amendments in CMP

By K.V. Prasad

NEW DELHI, MAY 25. The Communist Party of India today suggested amendments in the draft common minimum programme (CMP) of the United Progressive Alliance in the areas of employment, labour, industry, and regional development, fiscal policy, including a firm commitment that prices of kerosene and LPG would not be raised in consumer interest.

After considering the draft CMP, the CPI has suggested that the offer to enact a National Employment Guarantee Act providing legal guarantee for at least 100 days of employment on asset-creating public works programme be increased to 180 days.

On the promise of public investment in agriculture and investment, the party suggested that it would be desirable to add "research and development and extension" and include crop and livestock insurance scheme in the section where assurance was given to make farm insurance scheme more effective.

In the area of education, the party said a review committee of experts should be set up immediately to identify the "distortions, blunders, communal toxications in textbooks and eliminate them" and that all existing apex bodies in educational and cultural spheres would be reorganised and revamped.

The party said that in health care, the public spending must be raised to 3 per cent of the GDP as against the CMP pegging it at 2 per cent. It said steps should be taken to ensure availability of life saving drugs at reasonable prices.

The CPI said the UPA should also offer to take steps to see that the reservations in public sector undertakings, which have been privatised, continue. It said the CMP stated that the UPA Government would initiate a dialogue with industry and other bodies on how best the private sector can fulfil the aspirations of scheduled castes and scheduled tribes youth and should also include the question of reservations.

In the section on labour, the draft CMP had said that the UPA Government rejected the idea of hire and fire. "It recognises that some flexibility has to be provided to industry in the matter of labour policy but such flexibility must ensure that workers and their families are fully protected."

Chidambaram calls on Bardhan

By Our Special Correspondent

NEW DELHI, MAY 25. The Finance Minister, P. Chidambaram, called on the Communist Party of India general secretary, A.B. Bardhan, here today. The CPI national secretary, D. Raja, was present. CPI sources described the visit as a "courtesy call."

On Monday, the Pattali Makkal Katchi president, S. Ramadoss, visited the CPI central office and met the party's top leadership.

CPM learns to speak yes, Somnath in chair

OUR BUREAU

Calcutta, May 25: "Yes, madam," he said and slipped into the bedroom adjoining the sitting room. Sitaram Yechury had gone into the sitting room on the second floor of the CPM office here on Alimuddin Street. It was 6.30 pm when Sonia Gandhi called Yechury on his mobile to know what the CPM had decided on her proposal to make Somnath Chatterjee the Speaker.

"I told her we've said yes and she said thank you very much," Yechury said as he came out of the bedroom.

He recalled that Sonia had first mooted the idea to him on the phone on the night of May 19. Pranab Mukherjee discussed it the next day with CPM general secretary H.S. Surjeet. "Sonia wanted Somnathda because of his long parliamentary experience and to ensure the government's stability," he said.

The question now is: Is this first 'yes' from a party known as a no-sayer an indication that at a later stage it could agree to join the government, a proposal it rejected last week?

Yechury would not say how many of the politburo members had backed Chatterjee as the Speaker and how many had opposed. "The discussions are the party's internal matter, but the decision is public," he said. All he would say was that the decision was taken after "about an hour's discussion — very quickly, you'd say, by the standards of our party debates".

Party sources said those who opposed the idea contended that accepting the Speaker's job would bind the party to defending the government in the House. Such a scenario would make the party's stand of supporting the government from outside indefensible in public perception, breaking the thin line of distance from the Congress.

Backers of the proposal had a better day today than they had when the central committee spoke against joining the government. They argued that a distinction should be made between "joining the legislative wing of the ruling alliance (by accepting Sonia's offer) and joining the executive wing", as Yechury put it. Besides, the supporting members also thought that the Speaker's post could give the party an opportunity to influence important legislation.

Sonia's plea for "stability" also strengthened the case. The sources said the stability argument was stronger in the debate over accepting the Speaker's job than in the one on joining the government. "Certain forces could have actually been more active in destabilising the government if the Left had joined it," another party leader said.

But the politburo seemed to have agreed that today's decision was momentous as it puts the CPM for the first time in a Lok Sabha position that is usually occupied by the government's nominee.

For those like Jyoti Basu and Surjeet, who had supported the idea of joining the government, today's 'yes' could open up future options on debating the big 'no'.

■ **The inside story, Page 8**

THIRD TIME LUCKY

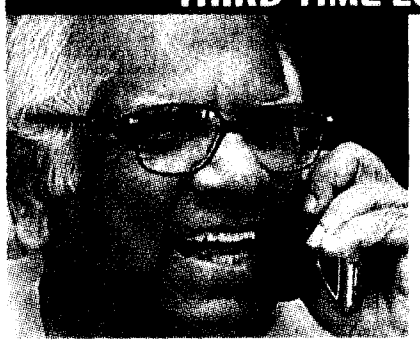

Jyoti Basu as PM in 1996
NO

Taking part in government in 2004
NO

Somnath Chatterjee as Speaker
YES

Two rehearsals for his prime-time speech were not enough to keep President George W. Bush from mangling the name of the Abu Ghraib prison, which English speakers usually pronounce as "Abu-grabe". Bush, known for verbal and grammatical lapses, stumbled all the three times (see graphic) **he used the word**

THE TELEGRAPH 26 MA

SURJEET PLAYS SAFE ON TAINTED MINISTERS

Somnath gets party's nod

Statesman News Service

KOLKATA, May 25. — The path from the Opposition benches to the Lok Sabha Speaker's chair was cleared for Mr Somnath Chatterjee today. Hardliners in the CPI-M failed to scupper the move during a day-long meeting of the party's Politburo here.

When the party general secretary, Mr Harkishen Singh Surjeet, started to brief the media this evening, it became apparent that the CPI-M would not push the Leftist agenda in the common minimum programme (CMP) so hard as to create a crisis for the new government.

"Mr Chatterjee is an experienced parliamentarian. The whole country will welcome this step," said Mr Surjeet. Mr Basudeb Acharya will lead the Left MPs in the Lok Sabha.

On the question of defeated MPs and politicians facing criminal charges becoming ministers, Mr Surjeet said: "We have our reservations and we have expressed our views to the Congress. We are against criminalisation of politics. But we are not part of the UPA. It is their responsibility."

Will the Left parties sign the CMP if their demands are not included? In that case, will they withdraw support?

"The Left parties will meet in Delhi tomorrow to decide the final points that need to be included in the CMP. Then we will express our views to the Congress. I don't think an alternative CMP from the Left is required. There can be differences of opinion but I feel most of our demands will be included," Mr Surjeet said.

Asked how the Left parties would put pressure on the Congress-led government to meet their demands or whether the Left parties would withdraw support if the demands were not met, Mr Surjeet said: "The question of withdrawing support does not arise. There are various ways of putting pressure on the government... through talks for example."

'Protector of rights'

KOLKATA, May 25. — Mr Somnath Chatterjee is looking forward to being the Speaker. He told *The Statesman* that his absence would not create any vacuum in the CPI-M Parliamentary Party. He sought cooperation from all sections of the House for the "correct discharge of his duty." "My long stint in the Opposition benches have led to this realisation," he said. The Speaker is the protector of the rights and privileges of the MPs and cannot act as a headmaster reprimanding his pupils. He must show compassion to the issues raised by the Opposition. — SNS

THE STATESMAN 26 MAY 2004

কেন্দ্রের প্রাণভোমরা আমাদের হাতেই, সদর্প ঘোষণা বুদ্ধের

স্টাফ রিপোর্টার: কেন্দ্রের ইউ পি এ সরকারের প্রাণভোমরা যে সি পি এম তথা বামেদের হাতেই আছে, সদর্পে তা ঘোষণা করে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য জানিয়ে দিলেন, বামেরা কী ভাবে ন্যূনতম সাধারণ কর্মসূচি সমর্থন করবেন, তা নিয়ে দলে আলোচনা চলছে। পলিটব্যুরোই এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে। অর্থাৎ মনের মতো না-হলে ন্যূনতম সাধারণ কর্মসূচিতে সি পি এম সই না-ও করতে পারে।

কেন্দ্রে বি জে পি-কে রুখতে কংগ্রেসের নেতৃত্বে সংযুক্ত প্রগতিশীল জোট (ইউ পি এ)-কে সমর্থন করলেও সি পি এম যে এখনও কংগ্রেসকে বৃহৎ পুঁজিপতি, জোতদার-জমিদারদের দল বলে মনে করে এবং সেই কারণেই যে তাদের সঙ্গে কোনও সরকারে যাওয়া সম্ভব নয়, বুদ্ধবাবু সেটা পরিষ্কার করে জানিয়ে দেন। তাঁর মতে, যে-ভাবে সরকারকে বাইরে থেকে সমর্থন করা হচ্ছে, সেটাই ঠিক পথ।

রবিবার শহিদ মিনার ময়দানে বামফ্রন্টের বিজয়-সমাবেশে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পলিটব্যুরোর দুই অন্যতম সদস্য অনিল বিশ্বাস ও বিমান বসু। ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মহম্মদ সেলিম, মহম্মদ আমিন, বিনয় কোঙার প্রমুখ। সেই সঙ্গে ছিলেন আর এস পি-র দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, ফরওয়ার্ড ব্লকের নীহার মুখোপাধ্যায় এবং সি পি আই ছাড়াও অন্য বাম দলের নেতারা। বুদ্ধবাবুর এই বক্তব্যকে দলের সংখ্যাগরিষ্ঠের মত ধরে নিলে এটা স্পষ্ট যে, লোকসভায় সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের স্পিকার-পদ গ্রহণের ব্যাপারেও দলের নেতারা এখনও একমত নন। সভার পরে বুদ্ধবাবু জানান, সোমনাথবাবুর বিষয়টি নিয়েও পলিটব্যুরোয় সিদ্ধান্ত হবে।

বুদ্ধবাবু বলেন, "এ বারের নির্বাচনের ফল এমন হল যে, দেখা গেল, অ-কংগ্রেসি ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলির পক্ষে সরকার গঠন সম্ভব নয়। তখন ভেবেচিন্তে ঠিক করা হল, বি জে পি-কে রুখতে কংগ্রেসকে বাইরে থেকে সমর্থনই ঠিক পথ।" কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে বাম দলগুলি লড়াই চালাচ্ছে। সেই লড়াই যে এখনও চলছে, তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বুদ্ধবাবু বলেন,"আমরা বামের শ্রমিক-কৃষকদের প্রতিনিধি। আর কংগ্রেস বৃহৎ পুঁজিপতি জোতদার-জমিদারদের প্রতিনিধি। তাই ওদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই চালিয়ে যেতে হবেই।" এর পরেই বুদ্ধবাবু বলেন, "আমরা যা চেয়েছিলাম, তা-ই হয়েছে। কেন্দ্রে কংগ্রেসের সরকার পুরোপুরি আমাদের উপরে নির্ভরশীল। আমরা 'হ্যাঁ' বললে কংগ্রেস সরকার এগোতে পারবে। 'না' বললে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।"

ন্যূনতম সাধারণ কর্মসূচিতে বামেরা কী চায়, বুদ্ধবাবু তারও রূপরেখা দেন। তিনি বলেন, "কৃষকেরা ফসলের দাম পাচ্ছেন না। তা দেখতে হবে। জোতদারদের হাতে জমি আছে প্রচুর। তা কৃষকদের হাতে দিতে তুলে দিতে হবে। বন্ধ করতে হবে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প বেপরোয়া ভাবে বন্ধ করা বা বিক্রি করে দেওয়ার চেষ্টা। যদি কারখানা বন্ধ করতেই হয়, তা হলে শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। মুরলীমনোহর জোশী শিক্ষা ব্যবস্থায় যে-গেরুয়াকরণ করেছিলেন, তা একেবারে ঘুরিয়ে দিতে হবে। অযোধ্যা নিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপ চাই, যাতে সংখ্যালঘুদের ভয় দূর হয়। সেই সঙ্গে দেশ জুড়ে রেশন ব্যবস্থা চালু করতে হবে।"

আমেরিকার 'ছোট ভাই' হওয়ার যে-চেষ্টা বি জে পি শুরু করেছিল, তা-ও বন্ধ করে পুরনো জোট নিরপেক্ষ নীতিতেই ইউ পি এ-কে ফিরে আসতে হবে বলে বুদ্ধবাবুদের দাবি।

সারা দেশের জন্য সামগ্রিক নীতির পাশাপাশি এ রাজ্যের জন্যও কেন্দ্রে সরকারের কাছে বুদ্ধবাবুরা কিছু দাবি জানিয়ে রাখছেন। তিনি বলেন, "বার্ন-ব্রেথওয়েট থেকে আরম্ভ করে বহু কারখানা বন্ধ। দু'লক্ষ ২৮ হাজার শ্রমিক কর্মচ্যুত। তাঁদের কী হবে, কেন্দ্রকে তা ভাবতে হবে। বি জে পি সরকার চটের বস্তা ব্যবহার অর্ধেক করে দিয়েছিল, তা বন্ধ করতে হবে। কারণ, রাজ্যের আড়াই লক্ষ শ্রমিক চটকলে কাজ করেন। পাট চাষের সঙ্গে ৪০ লক্ষ কৃষক যুক্ত।" এ দিনের সভায় পাঁচ সাংসদ মহম্মদ সেলিম, সুধাংশু শীল, শমীক লাহিড়ী, সুজন চক্রবর্তী ও অমিতাভ নন্দী উপস্থিত ছিলেন। বিদেশে ফুল ও আলু রফতানির জন্য সুধাংশুবাবুর প্রশংসা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

সি পি আইয়ের দাবি: দেশের গরিব ও মেহনতি মানুষের স্বার্থে সি পি আই একটি পৃথক সর্মসূচি তৈরি করছে। রাজ্য কর্মসমিতির দু'দিনের বৈঠকের পরে এ কথা জানিয়ে দলের রাজ্য সম্পাদক মঞ্জুকুমার মজুমদার বলেন, "আগামী ১০-১৩ জুন দিল্লিতে দলের কর্মসমিতির বৈঠকে এই কর্মসূচি চূড়ান্ত হবে। যে-ন্যূনতম সাধারণ কর্মসূচি ইউ পি এ নিচ্ছে, তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই আমাদের দলের কর্মসূচি করা হচ্ছে।"

এই কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য সি পি আই সংসদের ভিতরে এবং বাইরে লড়াই চালাবে।

ANADABAZAR PATRIKA 24 MAY 2004

THE TELEGRAPH

CPM rift spreads from power to chair

MONOBINA GUPTA

New Delhi, May 23: A new tussle has broken out in the CPM, throwing open the question of Somnath Chatterjee accepting the Lok Sabha Speaker's post.

After refusing to participate in a Congress-led coalition, the hardliners in the CPM are reluctant to allow Chatterjee to occupy the Speaker's chair.

Congress president Sonia Gandhi had offered the post to Chatterjee, who has nearly three decades of parliamentary experience.

The CPM leader is willing to accept the post and is confident of being able to manage the Lok Sabha. But a section within the party, particularly from Kerala, is keen to keep him out of the office.

A truncated party politburo met this morning in a bid to thrash out the issue. Of the five members present, three — Prakash Karat, E. Balanandan and S.R. Pillai — were from Kerala.

The other two were party general secretary Harkishen Singh Surjeet and Sitaram Yechury. Both had been in favour of the CPM participating in the Congress-led coalition.

The hardliners feel that the CPM should not be seen as part of the government and accepting the Speaker's post may give that impression. But the softliners believe the party should make a distinction between the executive and the legislature.

The Left and its supporters have a strong presence of 63 MPs in the Lok Sabha, which is the legislature. The party should not hesitate to accept the Speaker's post, they say.

Chatterjee, an advocate of the CPM's participation in government, is of the opinion that the party with its large bloc of MPs could have worked for the people. This would have also given it a new profile and, perhaps, helped it break out of the confines of Bengal, Kerala and Tripura.

Another argument among the no-changers is that Chatterjee's speakership would deprive the party of one of its most articulate members. But the other camp contests this line, pointing out that both the CPM and the CPI have sent several new and forceful speakers to the Lok Sabha.

Today's meeting could not reach a decision and the matter will be discussed at a full politburo meeting in Calcutta on May 25.

The Left Front partners also met and discussed the speakership offer.

"The CPM is divided on the issue. And we have told them to take a decision in their own party forum," said a Left leader. The Left Front will again convene on May 26.

Yechury met Sonia after the politburo decided to leave the issue open.

It will be the second time that the CPM would have refused the Congress president's offer in case the full politburo declines to accept the speakership offer.

Hardly a week ago, Sonia had met both the CPM and the CPI leadership and asked them to participate in the coalition to ensure more stability.

The CPI national executive, though not against participation, decided to go along with the CPM in order to keep Left unity "intact".

Somnath: In or out?

Dilemma in Bengal

Doubts about bonhomie in Delhi

Given the Left's new friendship with the Congress, a bigger question arises: how the partners in Delhi will adjust their political ambitions in West Bengal. The CPI-M regards Congress as less of an enemy than the BJP and had asked voters to choose their candidates in states where it was itself weak. The question now is whether the Left can consider itself all that weak with a tally of more than 60 seats in Parliament. A trickier question is whether CPI-M can continue its soft line towards Congress in West Bengal should it emerge as the main opposition in the state after Trinamul has been routed. Hardline Marxists are known to put the party above everything else. It is difficult to see the CPI-M sitting back quietly while the Congress strengthens itself in Bengal. Its tally has increased from three to six — all confined to North Bengal and perhaps a couple of these obtained through the CPI-M's generosity. It would not be unreasonable to assume that, given the new support it expects from Delhi, it will do its utmost to spread its wings.

The Congress is already regarding itself as an alternative to the Left Front and a platform for the anti-Left vote. For the last six years Mamata has taken pride in her anti-CPI-M credentials but has fallen short in putting together an organisation to achieve her objectives. It may be too early to write her off completely, but if the Congress is more successful in organisation and performance, it would produce problems for the Left in Bengal. There is the example set by Adhir Chowdhury, the Congress MP from Berhampore, who single-handedly challenged the might of CPI-M cadres and the administrative machinery that Marxists used to put him on a leash. He makes no secret of the fact that there are very few, if any, gentlemen in politics and that strongarm tactics need not be the prerogative of the CPI-M. This has dangerous possibilities, especially if the CPI-M decides to protect its turf under all circumstances. Thus the developments in Delhi present a new dilemma for the Congress in West Bengal. Whether it can be resolved at all is the question.

THE STATESMAN

Left Parties To Meet Tomorrow

Polit bureau to decide on Speaker issue

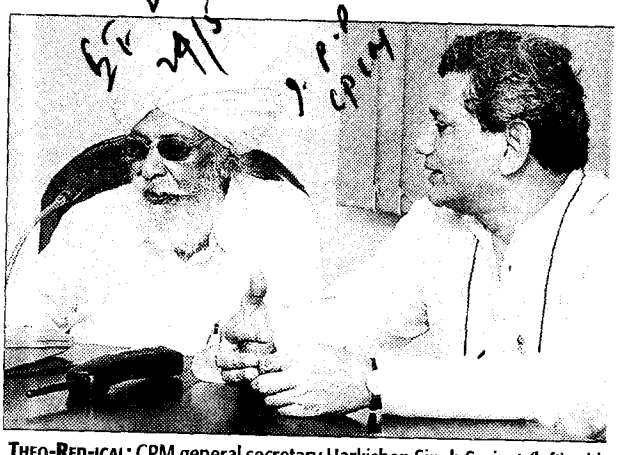

THEO-RED-ICAL: CPM general secretary Harkishen Singh Surjeet (left) with Sitaram Yechury in New Delhi on Sunday. – AFP

Our Political Bureau
NEW DELHI 23 MAY

THE CPM on Sunday deferred a decision on the Congress' offer of making Somnath Chatterjee the Speaker of the Lok Sabha. An informal meeting of the polit bureau, which discussed the issue, on Sunday decided to refer it to a full meeting of the polit bureau, scheduled for May 25 at Kolkata. Sources in the party said the meeting at the CPM headquarters was divided on accepting the offer.

The section of the polit bureau that rejected the offer of joining the government, was of the view that even this offer should not be accepted by the party. However, party general secretary Harkishen Singh Surjeet said the differences "are not serious."

The Congress is keen on having Mr Chatterjee in the chair as it will act as a buffer against unreasonable demands from the Left while conducting legislative business. The Left has made it clear that it will act as the watchdog of the government and key legislations will have to have its support. It is precisely these considerations that prompted a section of the party to oppose an acceptance of the Congress offer. They fear that Mr Chatterjee's presence in the Speaker's office will reduce the party's elbow room in Parliament.

On the issue of Common Minimum Programme (CMP), there was a broad agreement on the draft document, but the Left may try to push in some more of its pet issues like a public debt liquidation package to bail out states, turnaround packages, doing away with "anti-labour" laws, universal food subsidy and details on disinvestment policy in medium and small PSUs and non-profit making PSUs. Mr Surjeet described the draft as one in the "right direction" and was hopeful that the Congress would not be averse to the inclusion of his party's suggestions.

But for Dr Manmohan Singh, an acceptance of the Left's demand to write off state governments' debt will be difficult proposition as it would have a major impact on the Centre's finances. Although there is no arguing the idea that it will empower the state governments, the financial situation does not permit such a drastic step.

The Left's demand on disinvestment in effect means deletion of privatisation from the policy lexicon. This, too, will not be easy as it would send a wrong message to investors. Already, there is considerable unease over the Left's statements.

Left to press govt for rural development

Kolkata
23 MAY

SENIOR CPI(M) leader and West Bengal chief minister Buddhadev Bhattacharjee on Sunday said the Left parties will keep up pressure on the Centre in improving the condition of the agriculture sector and the rural poor.

"In Delhi, the Congress cannot ignore the Left parties. It can now implement a policy only if we agree to it. In the past, the farmers and the rural poor were adversely affected by the Central policies. We want this government to pay attention to the villages. If it does so, it will get our support," he said at a left front victory rally in Kolkata. He describing the Congress as "still a party of capitalists and zamindars." — PTI

The Economic Times 24 MAY 2004

MARXISTS PLAYING SAFE

Refusing to share power with Congress

THE CPI-M central committee's decision not to join the Congress-led "secular" government underscores the fact that its mind set is unchanged since the "historic blunder" of 1996 when Jyoti Basu could have been prime minister. The party spurned the offer because they held it was a hotchpotch coalition dominated by "bourgeois" parties. Basu, they felt, would not be able to formulate and implement policies and programmes. Eight years later history repeats itself when the party decides that sharing power in a set up headed by the Congress was not acceptable. The question arises, did they not know this before the elections? After all it has always characterised Congress as "anti-people teeming with kulaks, money bags, pimps and gangsters". If Marxists find the class character of the party so reprehensible why did they go for seat adjustments with it in states where Congress is still alive and kicking. They even used Sonia Gandhi's portraits and messages in their party posters and banners to bag Congress votes. They chose to play second fiddle in their bid to regain lost ground in Andhra Pradesh and Tamil Nadu; the tactics of winning seats has paid off. Didn't they, including Jyoti Basu, appeal to Left voters to vote for Congress where the Left had no winning chances? Didn't they project "communal" BJP as the "enemy" which could be defeated only with the help of "secular" Congress? Having identified themselves so closely with Congress, the current effort to distance themselves amounts to reversing the party line.

The post-poll realisation that joining hands with Congress would mean "betraying the voters' trust" was not uttered before elections. Or, for that matter, there is Buddhadeb Bhattacharjee's latest statement that "relations between the CPI-M and Congress are like oil and water and both can never mix." Does Pranab Mukherjee whom they helped, and their party mix? There was the Congress poll pledge not to sell profit making PSUs and to put under the scanner those already disinvested by the NDA. Of course differences in approach between two parties on economic issues are natural but none in the Congress expected that an irresponsible statement like "Bhand me jaye disinvestment ministry" would be made immediately after the poll results, which led to sending markets crashing and giving rise to cynicism all around.

What is also strange is their adopting contradictory postures on Manmohan Singh. While on 13 May Buddhadeb and other party comrades had called him "the torch bearer and lackey of World Bank and IMF" five days later they were scrambling to "welcome him as the next prime minister". Not long ago they referred to him as the "infamous father of the reform process". Also no less intriguing is their indecision to be part of the coalition's coordination committee despite knowing that Sonia Gandhi was its chairperson. Insulating themselves from Congress and its coalition is now their overriding political goal as they don't want any part of the blame for the wrongs the new government may commit or which may be apportioned to them. One reason for this could be their wariness of the fallout at grassroots in their bastions — West Bengal and Kerala — where the impact of being seen in Congress company would be highly adverse specially when assembly elections in both states are due in 2006.

In the prevailing confusion, one issue is clear. Congress is not a party they can trust — yet!

THE STATESMAN

SLOW TO LEARN

Some learners are slower than others. When it comes to learning of responsibilities, the Communist Party of India (Marxist) has been slower than its compatriots. The reason for this is to be sought in the party's faith in the old politics of agitprop. Its transition from that to a party which can run governments or institutions has not been easy. The party's decision to stay away from the Congress-led government at the Centre had shown how it still remained a prisoner of its old rhetoric. But even the most obfuscated of minds cannot quite resist the winds of change. The closed world of the CPI(M) seems to have opened a wee bit. The proof comes in the party's decision to allow its veteran parliamentarian, Mr Somnath Chatterjee, to be the ruling United Progressive Alliance's candidate for the election to the post of Lok Sabha speaker. Mr Chatterjee is thus tipped to make history by becoming the first communist to hold such a high office in India. That Mr Chatterjee's name was suggested by the Congress president, Ms Sonia Gandhi, speaks of the changing political equations in the country. Obviously she rose above partisan considerations to make her choice. The CPI(M), on the other hand, had been too enmeshed in its partisan rhetoric to see the larger point of her gesture.

Better late than never, though. It is crucial that the Marxists now realize the importance of the new role they have been called upon to play. Donning the speaker's mantle is only a symbol of this larger role. Mr Chatterjee's long and varied experience as a parliamentarian could make him eminently suitable for the job, particularly at a time when the country is on the threshold of an important change of regime. But the real challenge for his party is to live up to the expectations about its role in the new dispensation. Even if it supports the government of Mr Manmohan Singh from outside, it has to bear the responsibilities of governance in a manner it has never done before. The transition for the party clearly has to be from the conventional mores of politics to finding its place in the society at large. To achieve that, the CPI(M) would need more than the sophistry with which it sought to justify its acceptance of Ms Gandhi's offer of the speaker's post for Mr Chatterjee. The sooner the party fully accepts that power — even if from outside the government — has its responsibilities, the better it will be for itself and the country. How soon the party emerges into this new realization will largely determine whether it is fit for a larger, non-partisan role in a pluralist society like India.

THE TIMES OF INDIA 21 MAY 2004

বামপন্থীরা আবার সুযোগ ছাড়লেন

সন্দেহ হয়, হাতে কোনও বিকল্প নেই

রজত রায়

বামপন্থীরা শেষ পর্যন্ত দিল্লিতে কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন জোট (ইউনাইটেড প্রোগ্রেসিভ ফ্রন্ট বা সংযুক্ত প্রগতিশীল মোর্চা) সরকারে যোগ না দেওয়ার সিদ্ধান্তেই অনড় রইল। সি পি আই রকারে যেতে তৈরি ছিল, কিন্তু সি পি আই এম বেঁকে সায় বাম ঐক্যের কথা ভেবে সরকারকে বাইরে থেকে মর্থনের সিদ্ধান্তই মেনে নিল। সি পি আইয়ের জাতীয় কর্মসমিতিতে সরকারে অংশ নেওয়ার পক্ষে ১৮ জন, বিপক্ষে ৬-৭ জন ভোট দিয়েছিলেন। অন্য দিকে, সি পি আই এম কেন্দ্রীয় কমিটিতে সরকারে যাওয়ার বিপক্ষেই ভোট পড়েছিল অনেক বেশি। কিন্তু একটা বিষয়ে দুই দলেই মিল রয়েছে, দুই দলেই পশ্চিমবঙ্গ ও কেরলের প্রতিনিধিরাই সরকারে যাওয়ার বিরোধিতায় সরব ছিলেন বেশি। দু'বছরের মধ্যেই দুই রাজ্যে বিধানসভার ভোট। দুই রাজ্যেই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভোট লড়তে হবে। তাই কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকারের অংশীদার হয়ে ওই ভোট লড়ার যে বাড়তি অসুবিধা, সেটা ডেকে আনতে চান না বামপন্থীরা। আরও কট্টরপন্থীরা অবশ্য অন্য একটা যুক্তিও দেখাচ্ছেন। তাঁদের বক্তব্য, কংগ্রেস সরকারের সঙ্গে বামপন্থীদের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে নীতিগত সংঘাত অনিবার্য। অর্থনীতির উদারীকরণে, বিশেষত শিল্প ও পরিষেবা পরিচালনায় রাষ্ট্রের ভূমিকা দুর্বল করাতেও বামপন্থীদের কড়া আপত্তি রয়েছে। এই অবস্থায় সরকারে থেকে সেই সংঘাতকে গোড়াতেই খুঁচিয়ে তুলতে চান না তাঁরা।

জানা গিয়েছে, সনিয়া কংগ্রেস সংসদীয় দলের নেত্রী নির্বাচিত হওয়ার পরেই সটান বঙ্গভবনে জ্যোতি বসুর সঙ্গে দেখা করে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, বামপন্থীরা সরকারে এলে তাঁদের উপ-প্রধানমন্ত্রী এবং আরও চারটি ক্যাবিনেট মন্ত্রীর পদ দেওয়া হবে। মন্ত্রী হওয়ার জন্য যেখানে দলনির্বিশেষে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ে, সেখানে বামপন্থীদের এই সংযমের প্রশংসা করতেই হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও খটকা থেকেই যায়।

সি পি আই এম অতীতেও বলেছে, সরকারের নীতি প্রভাবিত করার মতো শক্তি সংগ্রহ না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা কেন্দ্রে সরকারে অংশ নিতে আগ্রহী নন। সরকারে না গিয়ে বাইরে থেকে সমর্থন জানানোর অন্যতম কারণ যদি এটাই হয় যে কংগ্রেস সরকার যে সব কাজ করতে পারে বা করবে, তার অনেক কিছুই বামরা পছন্দ করবে না, তা হলে বামদের কথা মেনে ধরেই নেওয়া যায়— কংগ্রেসের সেই সব কাজেই বামেদের নীতিগত আপত্তি, যা বামপন্থীদের চোখে জনস্বার্থবিরোধী। কিন্তু তা-ই যদি হয়, তবে বাইরে থেকে সমর্থন করে কংগ্রেস সরকারকে সেই সব 'জনস্বার্থবিরোধী' কাজ করতে দেওয়াই বা হবে কেন? বাইরে থেকে সমর্থন করে বামরা এই সব জনস্বার্থবিরোধী কাজ ঠেকাবেন বা কী করে?

গ্রাম, শ্রম, শিক্ষা, রুগ্ণ শিল্প

ভিতরে থেকে বামেরা জনস্বার্থবিরোধী কাজ ঠেকাতে পারতেন কি না, সে কথায় ঢোকার আগে একটা কথা ভেবে দেখা দরকার। এ বার কেন্দ্রে যে সরকার হতে চলেছে তাতে কংগ্রেসের নিজস্ব শক্তি খুবই কম, মাত্র ১৫৪ জন সদস্য। জোটের শরিকদের নিয়েও সাকুল্যে ২১৮। সেই কারণেই ৬১ সদস্যবিশিষ্ট বামপন্থীদের এত কদর, উপ-প্রধানমন্ত্রী ও চারটি ক্যাবিনেট মন্ত্রক দিতে চেয়ে এত সাধাসাধি। এখন এটা ভাবতে অসুবিধা নেই, বামপন্থীদের সঙ্গে কংগ্রেস জোট সরকারের নীতিগত বিরোধ গোড়া থেকেই থাকলেও কিছু দিন পর্যন্ত দু'পক্ষই চেষ্টা চালাবে যাতে মিলেমিশে চলা যায়। এটাও মানতে অসুবিধা নেই যে, শেষ পর্যন্ত মীমাংসা না হলে নীতির প্রশ্নে আপস না করে বামপন্থীরা এই সরকার থেকে সমর্থন তুলে নিতেও দ্বিধা করবে না। আমার বিনীত প্রশ্ন একটাই, নীতিগত সংঘাত তীব্র হলে সরকার থেকে সমর্থন তোলার রাস্তা যখন খোলাই রয়েছে, তখন গোড়ার সময়টা কৌশলগত কারণেই সরকারে থেকে কাজ করলে ক্ষতি কী হত?

ক্ষতি নয়, বরং একটা বড় লাভ হতে পারত। সরকারে যোগ দিয়ে বামপন্থীরা তাঁদের বিকল্প কর্মসূচির একটা রূপরেখা তুলে ধরতে পারতেন। ধরা যাক, সনিয়ার প্রস্তাব মেনে চারটি কেন্দ্রীয় মন্ত্রক বামেরা নিলেন। সেই চারটি মন্ত্রক হতেই পারত (১) গ্রামোন্নয়ন, (২) শ্রম, (৩) শিক্ষা এবং (৪) রুগ্ণ শিল্প পরিচর্যা। কী ভাবে এই চারটি মন্ত্রককে ব্যবহার করা যেত, তার একটা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা যাক।

গ্রামোন্নয়নের কর্মসূচিগুলিকে মানুষের প্রয়োজনের সঙ্গে আরও মানানসই করে গ্রামে কর্মসংস্থান ও সম্পদসৃষ্টির একটা অন্য রূপরেখা বামপন্থীরা দেখাতে পারতেন। অবশ্যই এ ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের মডেলে ভূমিসংস্কারের মতো দীর্ঘ উল্লম্ফনের কথা বলছি না। কিন্তু গ্রামে উন্নয়ন কর্মসূচি কী ভাবে গরিব ও প্রান্তিক মানুষদের আর্থিক ও সামাজিক ক্ষমতায়নে সাহায্য করে, সেটা করে দেখাবার সুযোগ অবশ্যই নেওয়া যেত।

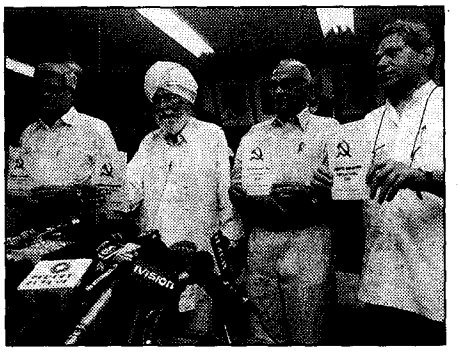

কথায় চিঁড়ে ভিজবে? ইস্তাহার হাতে সি পি আই এম নেতারা।

শ্রমমন্ত্রকে গিয়ে বামপন্থীরা শিল্প, পরিষেবা ও অন্যত্র ছাঁটাই-হওয়া বা অন্য কারণে কাজ হারানো কর্মীদের জন্য একটা ভদ্রগোছের সামাজিক সুরক্ষাকবচের বন্দোবস্ত করতে পারতেন, অন্তত তার একটা সৎ চেষ্টা করে দেখাতে পারতেন। নরসিংহ রাও সরকারের অর্থমন্ত্রী থাকাকালীন মনমোহন সিংহ তাঁর প্রথম বাজেট বক্তৃতায় 'জাতীয় পুনর্গঠন প্রকল্প' ঘোষণা করে বলেছিলেন, বরাদ্দ টাকায় কাজ হারানো কর্মীদের পুনঃপ্রশিক্ষণ ও পুনর্নিয়োগের ব্যবস্থা হবে। কার্যত কিছুই হয়নি। গোড়ায় কিছু দিন ওই তহবিলের টাকায় রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের কর্মীদের ভি আর এস দেওয়া হয়েছিল, তার পর আর কোনও উচ্চবাচ্য না করে তহবিলটাই তুলে দেওয়া হয়। তার পর থেকে এ পর্যন্ত অনেক নেতাই, এমনকী বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী পর্যন্ত সামাজিক সুরক্ষাকবচের কথা বলেছেন, করেননি কিছুই। বামেরা সেটা করে দেখাতে পারতেন।

শিক্ষায় গৈরিকিকরণের চেহারাটা তো সহজেই ধরা পড়ে, তাই তার প্রতিকার করাটা কঠিন নয়। কিন্তু গ্রামভারতের কোটি কোটি শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থাটাই যে অবহেলিত, কেন্দ্রে শিক্ষা মন্ত্রকের দায়িত্ব নিয়ে বামেরা সে দিকে দৃষ্টি ফেরাতে পারতেন। ভূতপূর্ব সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার দেশগুলিতে আর কিছু না হোক, প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের কাজটা এগিয়েছিল জোর কদমে। এ দেশের বামপন্থীরা এই সুযো[illegible]টা করে দেখিয়ে দিতে পারলে দেশের উপকার হত, তাঁদেরও সুখ্যাতি হত।

বামপন্থীদের বহু দিনের অভিযোগ, অনেক রুগ্ণ সংস্থা তুলে না দিয়ে, রোগ সারিয়ে তাদের লাভজনক করা সম্ভব। তা, সে চেষ্টাটাই তাঁরা সরকারে গিয়ে করতে পারতেন।

যদি মনে হয়, কংগ্রেস নীতিগত কারণে এ সবেই বাধা দিত, তা হলেও বামেরা হাতে যে সময় পেতেন তাতে অনায়াসে দেশের মানুষের কাছে বলতে পারতেন তাঁরা কী করতে চেয়েছিলেন, কেন করতে চেয়েছিলেন, কাদের উপকার হত, কারা বাধা দিচ্ছে ইত্যাদি। সরকার থেকে বেরিয়ে আসার দরজা তো খোলাই রয়েছে!

দায় তো নিতেই হবে

কিন্তু আমার মনে হয় না, সরকারে না যাওয়ার সিদ্ধান্তের সময় বামপন্থীদের মনে এই সব ভাবনাচিন্তা আদৌ ছিল। মনে রাখা দরকার, এ বার কেন্দ্রে বি জে পি জোট সরকারকে সরিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ সরকার বসানোর আশ্বাস দিয়েছিল সি পি এম। সেই লক্ষ্যেই তারা ভোটের আগেই পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও কেরলের বাইরে দেশের অন্যত্র কংগ্রেসকে সমর্থন করে। বি জে পি জোট পরাজিত, ফলে কংগ্রেসের নেতৃত্বে জোট সরকারকে ক্ষমতায় আনার ক্ষেত্রে বামপন্থীরা সফল। এই যে সাম্প্রদায়িক শক্তিকে ঠেকানোর জন্য কংগ্রেস সরকারকে ক্ষমতায় পৌঁছতে সাহায্য করা, সেটা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বি জে পি-কে ক্ষমতা থেকে দূরে রাখার তাগিদটাই যদি আন্তরিক হয়, তা হলে কংগ্রেস সরকারকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখতে হবে।

সেই টিকিয়ে রাখার তাগিদে বামপন্থীরা কংগ্রেসের 'জনস্বার্থবিরোধী' কাজকেও প্রকারান্তরে অনুমোদন করতে বাধ্য হবেন, এমনটাই মনে হয়। বাইরে থেকে সমর্থন করার সুবাদে বড়জোর মাঝে-মধ্যে একটু-আধটু হইচই বা বিরক্তি প্রকাশ করে বোঝানোর চেষ্টা করবেন, সরকারকে সমর্থন করলেও বামেরা কংগ্রেসের 'জনস্বার্থবিরোধী' কাজকর্ম অনুমোদন করছেন না। ওই পর্যন্তই। বি জে পি জুজুর ভয়ে সরকার ফেলার দায়িত্ব নেবেন না।

এ ব্যাপারে ইতিহাসও তাঁদের বিপক্ষে। ১৯৭৯ সালে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে বিধ্বস্ত জনতা পার্টির সরকারকে বাঁচাতে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই সাহায্য চাওয়া সত্ত্বেও বামেরা হাত বাড়ায়নি। ফলে, পরের বছরেই নির্বাচনে দারুণ ভাবে ক্ষমতায় ফিরে আসেন ইন্দিরা গাঁধী। এ বার নিশ্চয়ই বামরা সেই দায়িত্ব নিয়ে কংগ্রেস সরকারকে ফেলে বি জে পির পুনরুত্থানের দায়িত্ব নিতে চাইবেন না। অন্য ভাবে দেখলে, নীতির কথা বললেও কৌশলই যেখানে প্রধান, সেখানে কংগ্রেস সরকারকে বাইরে থেকে সমর্থন করার চাইতে সরকারে ঢুকলে মহাভারত অশুদ্ধ হত না। আরও একটা কথা মনে রাখা দরকার। এই কংগ্রেস আগের ইন্দিরা জমানার মতো শক্তিশালী নয়, ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে চলেছে। লোকসভায় শক্তির বিচারেও তারা দুর্বল। ফলে নীতির প্রশ্নে প্রভাব বিস্তার করতে বামপন্থীরা সুযোগ পাবেন না, এ কথা ভাবার কারণ নেই।

শুধুই পশ্চিমবঙ্গ, কেরল ও ত্রিপুরায় দলীয় নির্বাচনী স্বার্থ রক্ষার তাগিদে বামেরা দিল্লিতে সরকারে গেল না, এ কথা বলার চাইতে এটা ভাবা ভাল যে, এত দিন বামপন্থীরা মুখে আর্থিক সংস্কার তথা উদার অর্থনীতির বিরুদ্ধে 'বিকল্প অর্থনীতি'র কথা বললেও সেই বিকল্পের কোনও রূপরেখা আমরা দেখতে পাইনি। এ বার সেটা হাতেকলমে, কিছুটা হলেও, করে দেখাবার সুযোগ এসেছিল। কিন্তু দেখা গেল, বামপন্থীরা সেই সুযোগ নিতে অনাগ্রহী। তাই সন্দেহ [illegible] বিশ্বায়নের এই ঝোড়ো হাওয়ায় উন্নয়নের সংজ্ঞা নিয়ে [illegible] জুড়ে যে বিতর্কের ঝড় চলছে, তাতে ভারতের বামপন্থীদে[illegible] দেওয়ার মতো কিছু নেই।

ANADABAZAR PATRIKA 19 MAY 2004

তবে কি বামপন্থাকে এ বার বাঘের ঘরে ঘোগ হতে হবে

সেই সুযোগ করে দিয়েছে এ বারের নির্বাচন। আমাদের বামপন্থা কি পারবে বিশ্বায়নের লাগাম ধরতে? কথার পিঠে কথা চাপিয়েছেন রংগন চক্রবর্তী ও অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়

রংগন: ভোটের তিন দিন আগে আমরা যখন কলকাতার রাস্তায় বেরিয়েছিলাম, চার দিক কী রকম চুপচাপ ছিল। কিন্তু, দেখো, সেই চুপচাপ থেকেও ভোটে তো একটা পরিবর্তন এল। আমি মনে করি না যে এটা একটা বিশাল পরিবর্তন, যে বিজেপি মুছে গেল, কংগ্রেস দারুণ জয়ী হল বা বিজেপির জায়গায় কংগ্রেস আসার ফলে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে যাবে। সে সব কিছুই নয়। তবু ভাল লাগছে...

অনির্বাণ: হ্যাঁ, ফিলিং গুড। আসলে, এ বারের ভোটের ফল দেখে মনে হল, দেশের যেন সম্বিৎ ফিরেছে। এন ডি এ আমলে আমার যেটা বার বার মনে হয়েছে, যেন একটা অ্যাবনর্মালিটি-র রাজত্ব। নরেন্দ্র মোদী, সে তো একেবারে পৈশাচিক ব্যাপার, যা অনিবার্য ভাবেই হিটলারের কথা মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু অন্য কতকগুলো জিনিসও দেখো। প্রবীণ তোগাড়িয়া, অশোক সিংঘলদের যে ভাবে কুৎসিত আস্ফালন করতে দেওয়া হচ্ছিল, অরুণ শৌরী যে ভাবে সরকারি কোম্পানি বেচে দেওয়ার জন্য 'যে যা খুশি বলুক, কারও পরোয়া করি না' মার্কা স্টিমরোলার চালিয়ে দিয়েছিলেন, মুরলীমনোহর জোশী যে ভাবে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দখল নিয়ে সিলেবাসে বৈদিক গণিত থেকে জ্যোতিষ, পুরোহিততন্ত্র থেকে আর্যগরিমার মিথ্যে কাহিনি, সব রকমের বাজে জিনিস ঢুকিয়ে দিয়ে গোটা দেশটাকে আস্তাকুঁড়ে পাঠিয়ে দেওয়ার ফন্দি এঁটেছিলেন, সবটাই কেমন অস্বাভাবিক, অপ্রকৃতিস্থ আচরণের মতো। এমনকী, মহামান্য অটলবিহারী বাজপেয়ী— এক বার নরম, এক বার গরম, এক বার কবিতা আওড়ান, পরের মুহূর্তেই গোধরা-উত্তর নরেন্দ্র মোদীর পিঠে হাত রাখেন— আমার কখনওই সুস্থ স্বাভাবিক মনে হয়নি। এই যে ধরো ইন্ডিয়া শাইনিং, এত ভাল ভাল কথা, এত ঝকঝকে ছবি, কিন্তু গোটা ক্যাম্পেনটাই একটা উৎকট নির্বুদ্ধিতার মতো ঠেকেছে। আমার তো মনে হয়, দেশের লোকে এই বাড়াবাড়ি, এই অ্যাবনর্মালিটিটাকেই প্রত্যাখ্যান করেছে। সাধারণ মানুষের 'সহজাত প্রজ্ঞা' নিয়ে অনেক কথা শুনি, খুব একটা ভরসা করি না। কিন্তু একটা কথা মানতেই হবে। মানুষ প্রাজ্ঞ হোক চাই না হোক, মানুষের কাণ্ডজ্ঞান আছে।

রংগন: আসলে বিজেপির অঙ্কটা গুলিয়ে গেছে। হিন্দুত্বর আসল হিসেবটা কী? সেটা তো হল, মাইনরিটি মুসলমানদের শায়েস্তা করার নামে মেজরিটির ভোট টানব। কিন্তু এদের সরকারি নীতিগুলো আবার সেই মেজরিটিরই পায়ের তলার মাটি কেড়ে নিয়েছে। যথেচ্ছ ডিসইনভেস্টমেন্ট করব, সরকারি কলকারখানা, খনি একের পর এক বন্ধ হয়ে যাবে, লক্ষ কোটি লোক পথে বসবে, রাতারাতি মধ্যবিত্তের সঞ্চয় উড়ে যাবে, তা হলে তো আর মসজিদ ভাঙার নামে ভোট পাওয়া যায় না। ইন্ডিয়া শাইনিং-এ আমরা যাঁদের ছবি দেখি তাঁরাই তো আসল মাইনরিটি। তাই না? তার ফলে যা হওয়ার তা-ই হয়েছে। তবে দুঃখটা কী জানো? টেলিভিশনে যখন বিজয়ী কংগ্রেস বা মুলায়ম-লালুপ্রসাদ-পওয়ারদের ছবি দেখছি, দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে খুব উৎসাহ হচ্ছে কি? সেই এক লোকগুলো আবার ফিরে আসছে।

অনির্বাণ: তা তো বটেই, তবে এ বারের ভোটে একটা ব্যাপার ঘটেছে। সরকারের চেহারা যেমনই হোক না কেন, তার নীতি ও কাজকর্মের ওপর বামপন্থী দলগুলোর, বিশেষ করে সি পি আই এমের একটা বড় রকমের প্রভাব থাকবে, অন্তত প্রভাব বিস্তারের সুযোগ তারা এ বার পেয়েছে। তোমার কি মনে হয় যে, এর ফলে সত্যিই কিছু বদলাবে?

রংগন: এই প্রশ্নটা আসলে আমি তোমাকেও করতে চাই। তার কারণ, আমার মতে এটাই এ বারের নির্বাচনের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। দেখো, সি পি আই এম মন্ত্রিসভায় গেল কি গেল না, তার পেছনে কতটা পিঠ বাঁচানোর, ভোট গোনার ব্যাপার আছে, মন্ত্রিসভার বাইরে থেকে সংসদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কমিটিগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে সরকারি নীতি কতটা বদলাতে পারবে, সে হিসেব জানি না। আমার প্রশ্নটা একটু অন্য। আজকের পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে বহুজাতিক সংস্থা, বিশ্বব্যাঙ্ক, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ইত্যাদির বিরোধিতা করে যাওয়া তো সহজ, কিন্তু প্রোসেসটার মধ্যে ঢুকে বিকল্প বার করা, মানুষের স্বার্থরক্ষা করা কি সম্ভব? তোমার কী মনে হয়?

অনির্বাণ: এ তো বড় কঠিন প্রশ্ন। যাকে বলে, দেবা ন জানন্তি, কুতো মনুষ্যাঃ। তবে আমার দুটো জিনিস বলার আছে। এক নম্বর হল, কোনও রেডিমেড বিকল্প আছে বলে আমি বিশ্বাস করি না। বিকল্প খোঁজাটাই আসল কাজ। এবং সেটা খুঁজতে হবে একেবারে এই সময়ের বাস্তবের জমিতে দাঁড়িয়ে। একটা হাতে-গরম উদাহরণ দিই। সি পি আইয়ের এ বি বর্ধন গত কাল বলেছেন যে, তাঁরা বিমা ব্যবসায় বিদেশি পুঁজি আনতে চান না, কিন্তু ইতিমধ্যেই যে সব বিদেশি বিমা কোম্পানি এখানে ব্যবসা শুরু করেছে, তাঁরা তাদের ব্যবসা বন্ধ করতেও চাইবেন না, কারণ বহু মানুষের সঞ্চয় ইতিমধ্যেই তাদের তহবিলে চলে গেছে, ব্যবসা বন্ধ হলে সেই মানুষগুলো বিপন্ন হবেন। আমার কাছে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। অর্থাৎ, আমি যখন বিকল্প খুঁজব, তখন সব দিক বিচার করেই সেটা খুঁজতে হবে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে বিকল্প নেই। যেমন, বিমা ব্যবসার নজির টেনেই বলা যায়, বিদেশি বিমা কোম্পানিগুলির কাজকারবার কী ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তারা এ দেশে যে সম্পদ সংগ্রহ করছে তা কী ভাবে দেশের সাধারণ মানুষের কাজে লাগানো যায়, সেটা খুঁজে দেখা সম্ভব। এবং যদি সে কাজ কিছুটাও করা যায়, তা হলে জানব যে গ্লোবাল ক্যাপিটাল-এর কাঠামোর ভিতরে দাঁড়িয়েই তাকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহারের একটা চেষ্টা করা গেল। আমার মনে হয়, বামপন্থীদের এটাই এখন কাজ।

রংগন: তুমি যেটা বলছ, সেটা কিন্তু এক ভাবে বামপন্থী রাজনীতি সম্পর্কে ধারণাটাকে পালটে ফেলারই একটা গল্প। যেমন ধরো, সি পি আই এম যদিও মূলত একটা সংসদীয় দল, তবু, সংসদীয় গণতন্ত্রে অংশগ্রহণ করাই আমাদের একমাত্র রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা, সমাজে বদল আনলে এ পথেই আনব— এ কথাটা, মনে মনে জানলেও, প্রকাশ্যে পুরোপুরি মেনে নেওয়া তাঁদের পক্ষে কঠিন। আজকে পশ্চিমবঙ্গের পার্টি-নেতৃত্ব প্র্যাগম্যাটিজম থেকে অন্য রকম ভাবে ভাবলেও পার্টির তত্ত্বে যে ধ্রুপদী বামপন্থা, তাতে তো একটা বিদ্রোহ-বিপ্লবের কথা বলে যেতেই হবে। যেটা সি পি আই এমের কৃতিত্ব, সেটা হল, সরকারকে ব্যবহার করে পার্টিকে শক্তিশালী করা, আবার তারই পাশাপাশি একটা বিরোধিতার গল্প দিয়ে মানুষের ক্ষোভগুলোকে ছোঁয়া। তা নইলে বন্ধ কলকারখানার এলাকা থেকে এঁরা জিতছেন কী করে? তবে এই গোঁজামিলটা ওঁরা চালিয়ে যেতে পারছেন, তার কারণ হল, একটা প্রদেশে ক্ষমতায় থেকেও সুবিধে মতো কেন্দ্রের নীতির নিন্দা করে যাওয়া যায়।

'ডব্লিউ টি ও নিপাত যাক' বললেই চলবে না। প্রতিবাদ সমাবেশে সি পি আই এম নেতা সীতারাম ইয়েচুরি। দিল্লি, অগস্ট ২০০৩

অনির্বাণ: দিল্লির সরকারে গেলে তো সেই সুবিধেটা থাকবে না।

রংগন: হ্যাঁ। সর্বভারতীয় স্তরে সরাসরি সরকারে অংশগ্রহণকে সমাজ পরিবর্তনের একমাত্র পথ হিসেবে স্বীকার করে, বিরোধিতা আর বিপ্লবের বুলি ছেড়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে মানুষের স্বার্থে একটা নেগোসিয়েশনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার যে রাজনীতি, এই পার্টির কাছে তার একটা ঝুঁকি আছে। দুধ না তামাক— বেছে নিতে হবে। আমার মতে, কেন্দ্রীয় সরকারে যাওয়া-না-যাওয়া নিয়ে বামপন্থীদের যে দোলাচল, তার মূল কারণ এটাই। কিন্তু আজকের পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে মানুষের বৃহত্তর আন্দোলনের সমর্থনে পুষ্ট একটা সরকার তো বিভিন্ন ফোরামে বিশ্ব পুঁজি, বৃহৎ শক্তিগুলির আগ্রাসী রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ইত্যাদির সঙ্গে যুঝবার একটা বৈধ অস্ত্র হয়ে উঠতে পারে। আমাদের বামপন্থীরা কি কখনওই সেই চেষ্টা করবেন না?

অনির্বাণ: এখানেই আমি দ্বিতীয় যে কথাটা বলতে চাইছিলাম, সেটা হয়তো প্রাসঙ্গিক হতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকারে যোগ দিয়ে বা বাইরে থেকে তার ওপর প্রভাব বিস্তার করে বামপন্থীরা রাষ্ট্রযন্ত্রকে মানুষের স্বার্থে ব্যবহার করার কিছু নতুন সুযোগ পেয়েছেন। এই সুযোগ কাজে লাগাতে চাইলে কূপমণ্ডূক হয়ে গ্লোবাল ক্যাপিটালের মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিলে চলবে না। বরং, তুমি শেষকালে যে কথাটা বললে, রাষ্ট্র আর তার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে যথাসম্ভব কাজে লাগিয়ে ওই বিশ্ব পুঁজির মহড়া নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। যেমন, গত সেপ্টেম্বরে মেক্সিকোর কানকুন-এ ডব্লিউ টি ও-র আলোচনাচক্র ভেস্তে গিয়েছিল। এখন পশ্চিম দুনিয়া, বিশেষ করে আমেরিকা সেটা নতুন করে শুরু করাতে চাইছে, নিজেদেরই স্বার্থে। ওয়াশিংটন চায় নতুন আলোচনার মাধ্যমে বাড়তি কিছু সুযোগসুবিধে আদায় করতে। সে জন্য তারা কিছু ছাড়তেও রাজি। এ বার, ভারত সরকারের কাজ হবে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করা, যাতে নতুন আলোচনা থেকে কিছু সুবিধে আদায় করে নেওয়া যায়, যেমন ওষুধের পেটেন্টের কড়াকড়ি যথাসম্ভব শিথিল করা যায়। আবার বিশ্বায়নের দুনিয়ায় শ্রমিক-কর্মীদের কাজের নিরাপত্তা ক্রমশই কমছে। তাঁদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা, এটাও একটা লড়াই। কিংবা, দুনিয়া জুড়ে নানা ধরনের পরিবেশ আন্দোলন চলছে, যার অনেকটাই আসলে বিশ্বায়নের মোকাবিলার চেষ্টা, সেই আন্দোলনকে আমাদের রাষ্ট্রীয় নীতি পরিচালনায় কী ভাবে কতখানি কাজে লাগানো যায়, ভাবতে হবে। এগুলো একেবারেই সহজ কাজ নয়। গ্লোবাল ক্যাপিটাল এবং তার অনুগামী দেশি পুঁজি এ ধরনের উদ্যোগ বানচাল করার চেষ্টা চালাবে। কিন্তু দেশের ভেতরে, তৃতীয় বিশ্বের নানা অঞ্চলে এবং আন্তর্জাতিক স্তরেও এ ধরনের প্রতিরোধের সমর্থনে গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন তৈরি হয়েছে, আন্দোলন জমেছে। গ্লোবাল সোশাল ফোরাম তার একটা উদাহরণ। আমাদের বামপন্থীরাও, কিছুটা উপায়ান্তর না দেখেই, তার সঙ্গী হয়েছেন, তার স্পেসটা ব্যবহার করতে চাইছেন। এ বার তো তাঁরা জাতীয় স্তরে আরও প্রভাবশালী ভূমিকায়। বিশ্বায়নের শক্তিগুলোর সঙ্গে লেনদেনে তাঁরা এই রাষ্ট্রীয় স্পেসটাও ব্যবহার করতে পারবেন। সেটা কিন্তু বাইরে দাঁড়িয়ে হবে না।

রংগন: বলছ বটে, কিন্তু ভেতরে ঢুকতে গেলেই যে ভেতরে ঢুকতে দেবে, তা তো নয়। বিশ্বায়নের যে অর্ডারটা, সে তো সামান্যতম বেগড়বাই দেখলেই ঝাঁপ ফেলে দেওয়ার ভয় দেখাবে। দেখছ না, বিলগ্নিকরণ নিয়ে ইয়েচুরির একটা কথায় নাকি সেনসেক্স এক ধাক্কায় সাতশো পড়ে গেল। কাজেই মানুষের স্বার্থরক্ষায় যে লড়ব, আবার বিশ্বায়নের ময়দানে নামব, তার জায়গা কতটুকু?

অনির্বাণ: সেনসেক্স কিন্তু পাড়ার ছোট্ট পার্কের সেই ডানপিটে ছেলের মতো, এই পড়ল, আবার দেখবে প্যান্টের ধুলো-টুলো ঝেড়ে দিব্যি উঠে দাঁড়িয়েছে। তবে মূল সমস্যাটা অবশ্যই যাকে বলে 'গম্ভীর'। বিশ্বায়নের শক্তিগুলো তো একটু মার খেলেই পাল্টা বেধড়ক মার দিতে তৈরি। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, তাদের সঙ্গে কোনও ভাবেই লড়া যায় না। কোক-পেপসির গল্পটা মনে করো। ভারতের মতো দেশের একটা গবেষণা সংস্থা অমন একটা এম্পায়ারকে নাড়িয়ে দিল। দিল তো!

রংগন: খুব ইন্টারেস্টিং। তুমি কিন্তু এক ধরনের অসহযোগ আন্দোলনের কথা বলছ। তার মানে বিরোধিতার নতুন ভাষা, আন্দোলনের নতুন চেহারা নিয়ে ভাবতে হবে। আচ্ছা, তার মানে কি বামপন্থাকে এ বার বাঘের ঘরে ঘোগ হতে হবে?

অনির্বাণ: সব ক্ষেত্রেই যে অসহযোগ, তা না-ও হতে পারে। বরং আমি উইন্ডোজ-এর বদলে 'বিনি পয়সা'র লাইনাক্সকে কাজে লাগিয়ে বিল গেটস-এর একচেটিয়া আধিপত্য ভাঙার চেষ্টা করতে পারি। কিংবা কৃষিপণ্যে ভর্তুকির প্রশ্নে আমেরিকা-ইউরোপের দ্বন্দ্বযুদ্ধ থেকে আমার দেশের ছোট চাষির জন্য কিছু সুবিধে আদায় করে নিতে পারি। এটা কিন্তু কম বিপ্লব নয়। আসল কথা হল, আমাদের বামপন্থীরা এত দিন হয় চরম নয় নরম— তাঁরা যখন বিশ্বায়নের বিরোধিতা করেছেন তখন পুরোপুরি বাইরে দাঁড়িয়ে তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, আবার যখন বুদ্ধদেববাবুর মতো মরিয়া হয়ে বিশ্ব পুঁজিকে ডেকে আনছেন তখন যেন নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ। লড়তে গেলে এর কোনওটাই চলবে না। লড়াইয়ের একটা নতুন জমি তৈরি করে নিতে হবে বিশ্ব পুঁজির ভেতরে দাঁড়িয়ে। এই নির্বাচন তার একটা ছোট্ট সুযোগ করে দিয়েছে।

রংগন: এটা আসলে বামপন্থাকেই পরীক্ষা করার, তার একটা নতুন চেহারা খোঁজার সুযোগ। আমার তো মনে হয় যে এই পরীক্ষাটাতে গোটা পৃথিবীর ইন্টারেস্টেড হওয়া উচিত। তার কারণ, বিশ্বায়নের মুক্তিমন্ত্রে যে ইতিহাসের অবসান ঘটেনি, সেটা তো আমরা টের পেয়ে গেছি। আবার, উইন্টার প্যালেস দখল করেও তো শেষ পর্যন্ত শেষ লড়াই শেষ হয়নি। আসলে এই খোঁজটাই তো চলছে চলবে।

ANADABAZAR P... 19 MAY 2004

Left not to join government

By Sandeep Dikshit

NEW DELHI, MAY 17. A joint meeting of the Left parties today decided against being part of a Congress-led secular government. While extending support from outside, they resolved to "ensure that any machinations by the BJP and the communal forces to destabilise the government would be foiled." At the same time, they said the Government would be on watch as the "policy direction of the new government is going to be determined with the formulation of a common minimum programme (CMP)."

The Left parties said the verdict was for the formation of a secular government at the Centre and this was one of their main aims in the election campaign. "The Left parties have, therefore, decided to extend support to the Congress-led coalition government, which is to be formed under the leadership of Sonia Gandhi," said a communiqué released to the press after the meeting of the Communist Party of India (Marxist), the Communist Party of India (CPI) and the All-India Forward Bloc (AIFB).

The CPI was in favour of joining the government and the CPI (M) and the AIFB opposed the move but they decided to take a common stand. Leaders of the Revolutionary Socialist Party attended the meeting and informed that their central committee would meet tomorrow to take a final view. Asked whether the CPI(M) view had prevailed, the CPI general secretary, A.B. Bardhan, said that "no one party vetoed the position of the other. Since the CPI (M) and the AIFB decided not to join the Government, we stood by them."

Asked whether the issue of joining the government at a later date was still open, the CPI (M) general secretary, Harkishan Singh Surjeet, said, "At the moment it is not there. We have never joined this type of government because we are not sure we will be able to fulfil the aspirations of the people." Mr. Surjeet said the CMP would be the first "test" for the new government. The Left parties had submitted their election manifestos to the senior Congress leader, Manmohan Singh, who was preparing a rough draft. It would be finalised only after all the allies approved of it.

The meeting deliberated over the nature of cooperation to be extended to the new government, their extent of "association" with it and whether a committee should be set up to constitute the CMP. "We are committed to supporting the Congress-led government and ensuring that the BJP does not come back," said the CPI (M) Politburo member, Prakash Karat.

THE HINDU 18 MAY 2004

CPM vs CPI, and CPM vs CPM

Pro-changers lose by 15 votes after passionate debate

Aloke Banerjee & HTC
Kolkata/New Delhi, May 17

IT WASN'T a collective decision as officially claimed. Pro-changers in the CPI(M), who favoured joining a Congress-led government at the Centre, lost out to the no-changers by 15 votes when the central committee met today to decide whether the party should share power at the Centre.

But if the CPI(M) was divided, it was a division within a division. The Left itself was divided, with the CPI keen to join the government. The party chose to follow the CPI-M and stay out only because it did not want to jeopardise Left unity.

Earlier, when the CPI(M) central committee met and put the issue to vote, the pro-changers led by H.S. Surjeet, Jyoti Basu and Somnath Chatterjee polled only 31 votes. The Prakash Karat-Biman Bose-Buddhadeb Bhattacharjee lobby's tally was 46.

AFP

CPM's Surjeet addresses the media flanked by CPI's A.B. Bardhan and FB's Debabrata Biswas on Monday.

Top CPI(M) sources said if the no-changers' numerical strength was one factor that settled the issue, the other factor was surely Congress leader Manmohan Singh's statement yesterday that the new government was committed to liberalisation. The hardliners also mentioned Singh's loaded silence on the Left's demand that the government must roll back the import liberalisation policy. The no-changers argued that it would be impossible for the Left to wean the Congress away from the NDA government's pro-rich economic policies.

The pro-changers led by Somnath Chatterjee argued that by joining the Cabinet, the CPI(M) would gain in strength and would be able to mount pressure on the Congress to alter its policies. Supported by Md Selim and some members from Andhra Pradesh, Chatterjee said that if the CPI(M) gave the government only outside support, this would be seen as betrayal by those who had voted Left.

But the hardliners harped on Manmohan Singh's statements and stressed that the Congress, being representatives of the bourgeoisie and landed gentry, would never implement pro-poor policies and would have to wilt under pressure from the corporate lobby and foreign interests.

This would compromise the Left's credibility and long-term interests. Also, if the CPI(M) ever felt forced to leave the Cabinet, it would be blamed for jeopardising the country's stability.

Moreover, the Left's immediate interests in Bengal, Kerala and Tripura would be affected if the party shared power at the Centre, they argued.

After the meeting Surjeet, Karat, Yechury, Bose and Chatterjee met the top leaders of the CPI, RSP and the Forward Bloc to communicate the central committee's decision. All three junior partners said they would abide by the CPI(M)'s decision for the sake of Left unity. The CPI(M)'s decision has also influenced the SP-RLD combine's stand. The two parties said they had "no desire or lust" for power and would stay out of the government.

THE HINDUSTAN TIMES 18 MAY 2004

না! জানিয়ে দিল সি পি এম

বসু মর্মাহত • অধিকাংশই সরকারে যাওয়ার বিরুদ্ধে

রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ছায়া শিল্পীর চিত্রপটে। কলকাতার ফুটপাথে চার ছেলেমেয়েকে নিয়ে থাকেন রমজান হসেন। পেনসিলে ছবি আঁকেন নামী মানুষদের। এখন বিষয় সোনিয়া। ছবি: অমিত ধর

বাম-সংহতির স্বার্থে বাইরেই থাকছে এবার সি পি আই

দেবারুণ রায়, দিল্লি

১৭ মে— সি পি এম সরকারে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল আরও দুই বাম শরিকের সঙ্গে। সুরজিৎ সব সংশয় কাটিয়ে ঘোষণা করলেন, কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ধর্মনিরপেক্ষ জোটের সরকারকে কোনওমতেই পড়তে দেব না। বি জে পি যেমন হতাশ আছে তেমনই হতাশ থাকতে হবে তাদের। কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক থেকে বেরিয়ে জ্যোতি বসু বলেন, সরকারে যাওয়ার প্রস্তাব ভোটে পরাস্ত হয়েছে। যদিও পরে প্রকাশ কারাত বলেন, প্রস্তাবের পক্ষে কয়েকজন সদস্য হাত তুলেছিলেন। কিন্তু ভোটের প্রক্রিয়া পুরোপুরি করা হয়নি। গতকাল ২২ জন বলেছিলেন প্রস্তাবের ওপর। আজ সকালে বলেন ১৩ জন। জ্যোতি বসু ও হরকিষেন সিং সুরজিৎ দলের সিদ্ধান্তের পর দৃশ্যতই ছিলেন ক্ষুব্ধ। সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়, হান্নান মোল্লা বা এম এ বেবিরাও। কিন্তু ৯৬-এর মতো কেন্দ্রীয় কমিটিতে পক্ষে-বিপক্ষে প্রায় সমান সংখ্যক সদস্যের অবস্থান ছিল না। পার্থক্য ছিল পরিস্থিতিতেও। ৯৬-এ ছিল জ্যোতি বসুকে প্রধানমন্ত্রী করার প্রশ্ন। স্বভাবতই ইস্যুটি তখন ছিল আবেগের। এবার স্থায়িত্বের স্বার্থে জ্যোতি বসু ও সুরজিৎ চেয়েছিলেন তাঁদের দল সরকারে থাকুক। শেষ পর্যন্ত তাঁরা তাঁদের অবস্থানে অনড় থাকেন তবে, ৯৬-এর মতো হিন্দি বলয়ের সদস্যরা বেশির ভাগ সরকারে যাওয়ার পক্ষে ছিলেন না। বরং অন্ধ্র রাজ্য কমিটির গরিষ্ঠ অংশ কংগ্রেসের সঙ্গে সরকারে যেতে চেয়েছিল। চেয়েছিলেন সীতারাম ইয়েচুরি। যিনি গতবার শেষ মুহূর্তে ভোট দিয়েছিলেন জ্যোতি বসুর বিরুদ্ধে। মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ৯৬-তে বসুর প্রস্তাবের এক নম্বর সমর্থক ছিলেন। এবার তিনি কেন্দ্রীয় কমিটিতে কিছু না বললেও পলিটব্যুরোয় জানিয়ে দেন তাঁর বিরোধী মতামত। চাননি এবার সরকারে যেতে। বিমান বসু গতবারও চাননি, এবারও। একই ভাবে বিনয় কোঙার, নিরুপম সেন, চিত্তব্রত মজুমদারও 'না' ভোটেই অনড় আছেন। অন্যদিকে গতবারও বসুর পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়, হান্নান মোল্লা। এবারও এঁরা পক্ষে। পক্ষে আগেও ছিলেন, এবারও আছেন বেবি। প্রকাশ কারাত, অচ্যুতানন্দন, এস আর পিল্লাই প্রমুখ গতবারও বিরুদ্ধে ছিলেন, এবারও। আজ সি পি এমের 'না' যাওয়ার সিদ্ধান্ত সোনিয়াকে জানিয়ে দিতে দলের তরফ থেকে ১০ জনপথে যান সীতারাম ইয়েচুরি। আজ কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকের শেষে সবাই যখন কথায় ব্যস্ত, সে সময় সীতারাম ইয়েচুরি উঠে বলেন, আমরা তা হলে কী রায় নিয়ে যাচ্ছি সেটা স্পষ্ট করা হোক। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় কমিটির আলোচনায় আমি যতটুকু বুঝেছি তা হল: আমরা সরকারকে বাইরে থেকে সমর্থন করছি। সরকারে যোগ দিচ্ছি না। এবং ন্যূনতম সাধারণ কর্মসূচি মনঃপূত হলে আমরা তাতে স্বাক্ষর করব। সীতারামের এই কথায় সমর্থন মেলে সদস্যদের। সদস্যরা কেউ কেউ দাবি তোলেন, আমরা যখন কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকারকে সমর্থন করছি, তখন সরকারের সঙ্গে মতবিনিময়ের একটা মঞ্চ থাকা উচিত। বলা হয়, ন্যূনতম সাধারণ কর্মসূচি তৈরির আগে কংগ্রেস যে খসড়া কর্মসূচি দেবে, তা দেখে আমরা পরবর্তী পদক্ষেপ নেব। সি পি আই জাতীয় কর্মসমিতিতে আজ সরকারে যাওয়ার পক্ষে ছিল বিপুল গরিষ্ঠতা। গুরুদাস দাশগুপ্ত কংগ্রেসের সরকারে যাওয়ার বিরুদ্ধে যুক্তিগুলি তুলে ধরেন। ভোটাভুটির দরকার হয়নি। সিদ্ধান্ত পক্ষেই হয়ে যাওয়ার পর সাধারণ সম্পাদক এ বি বর্ধন বলেন, সরকারে যেতে আপত্তি নেই। তবে আমরা শুধু ১০ জন নই, গেলে ৬৪ জন বামপন্থীই সরকারে যাব। বাকিরা না গেলে আমরাও বাইরে থেকেই সমর্থন দেব। আজ বঙ্গভবনে তিন বাম দলের সাংবাদিক বৈঠকে সুরজিৎ 'না' যাওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। নানা প্রশ্নের উত্তরে সরকারে যোগদানের কট্টর বিরোধী প্রকাশ কারাত বলেন, পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন, আমরা কেন্দ্রে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকারকে সমর্থন দিয়ে যাব। বি জে পি-কে হতাশ রাখতেই আমাদের এই সিদ্ধান্ত। সুরজিৎ সঙ্গে জুড়ে দেন একটি বাক্য: এই সরকারকে আমরা পড়তে দেব না। তিনি আগেই বলেন, আমরা দেশের জনসাধারণের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, কেন্দ্রে ধর্মনিরপেক্ষ সরকার গড়তে। সুরজিৎ বলেন, সমর্থন শর্তাধীন নয়। তবে যে কোনওভাবে সরকারের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করাটা শর্তাধীন। তিনি বলেন, বাজপেয়ীকে ফের গদিতে বসানোর মতো কোনও কাজ আমরা করব না। সীতারাম ইয়েচুরি বলেন, 'সেনসেক্সের গ্রাফ' নিয়ে আসলে ষড়যন্ত্র চলছে শেয়ার বাজারে। অরুণ শৌরিই বলেছেন, শেয়ার বাজারের এই কালোয়াতির পেছনে আছে ১০ জন লোক। তারা কারা? তাদের নাম বলুন, সরকার ব্যবস্থা নেবে। আসলে বি জে পি গোহারা হেরে গিয়েও হার স্বীকার করতে নারাজ। লোক খেপানোর চেষ্টা করছে তারা। জনগণ তাদের পরাস্ত করেছে। মানতে পারছে না বি জে পি। হাতে কোনও ইস্যু নেই। তাই 'বিদেশিনী'র দ্বারস্থ। সুরজিৎ বলেন, সরকারে কর্মসূচির খসড়া দেবে কংগ্রেস। আগে কর্মসূচির ধরনটা দেখি। তারপর আমাদের সহযোগিতার ধরনও ঠিক হবে। তবে সরকারকে পড়তে দেব না কিছুতেই।

সুরজিতের ক্ষোভ: ৯৬-এর কেন্দ্রীয় কমিটি বৈঠকে বসুর সরকারের প্রস্তাব খারিজ হওয়ার পর অশ্রুবর্ষণ করেছিলেন সুরজিৎ। বলেছিলেন, আমি যখন দলকে আমার সঙ্গে নিতে ব্যর্থ, তখন আর সাধারণ সম্পাদক থাকতে চাই না। লিখিত ইস্তফাই পেশ করেছিলেন। কেন্দ্রীয় কমিটি তা খারিজ করেছিল। এবার তেমন

এরপর ৫ পাতায়

না! জানিয়ে দিল সি পি এম

১ পাতার পর

পরিস্থিতি হয়নি। সুরজিৎ পদত্যাগও করেননি। শুধু দুঃখ করেছেন এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কাছে। বলেছেন, ১৯৩৪ থেকে আজ পর্যন্ত পার্টি-জীবনে আমি সক্রিয়। অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টিতেও ছিলাম,মতের দিক থেকে সংখ্যালঘু, পার্টি ভাগের পরও তাই। উল্লেখ্য, আজ সুরজিতের সঙ্গে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে নতুন সংযোজন বলতে একমাত্র সীতারাম ইয়েচুরি। নির্মলা দেশপাণ্ডের আপিল প্রথমে এ কে গোপালন ভবনে, তারপর অজয় ভবনে সমাজকর্মী স্বেচ্ছাসেবী সহকর্মী বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে হাজির হন গান্ধীবাদী নেত্রী নির্মলা দেশপাণ্ডে। জাভেদ আখতার, শাবানা আজমি, শ্যাম বেনেগাল, হাবিব তনবীর-সহ এক হাজার বুদ্ধিজীবী সই করে চিঠি পাঠান দুই কমিউনিস্ট দপ্তরে। 'দোহাই আপনাদের। সংখ্যালঘুদের স্বার্থে, সাধারণ মানুষের স্বার্থে আপনারা সরকারে যোগ দিন।' কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চপদস্থ অফিসাররাও বসুর দ্বারস্থ। একই আবেদন। ওঁরা সরকারে থাকলে সরকারের স্থায়িত্ব বাড়বে। কিন্তু সবার আবেদনই খারিজ করে সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর বাম বৈঠকে বর্ধন বললেন, আমরা আলাদা সিদ্ধান্ত নেব না। পরে কি পুনর্বিবেচনার অবকাশ আছে? প্রকাশ কারাত বললেন, আমাদের দলে নেই।

AAJKAL

18 MAY 2004

Building An Enterprise-Oriented West Bengal Is Top Priority

Left support for Cong will be a crucial factor, feels Salim

Team ET
KOLKATA 16 MAY

EVEN as the central leadership of the Left Front deliberates in New Delhi on the policy nitty-gritty vis-à-vis its role in the prospective Congress-led coalition government at the centre and while the stock market trembles at the prospect of reforms taking a backseat due to Leftist influence, CPI(M) party circles in Kolkata wonder what the hullabaloo is all about.

CPI(M)'s GenX leaders especially, appear unmoved at the hurtling fall of the sensex, although they do concede that India Inc is apprehensive of the Left's role in the new government and about the extent of its influence in swinging critical decisions.

Ask Md Salim, CPI(M)'s man of the hour in the critical Kolkata northeast constituency. At 46, Mr Salim, a central committee member, is among the youngest upcoming stars of the party, who has, in the recently concluded polls, helped the CPI(M) wrest the seat from arch rival and Trinamool Congress stalwart Ajit Panja. Mr Salim sits insulated from the searing 41 degrees mercury in an extra-chilled room at the West Bengal Minority Services Commission talking to ET.

"We have all seen how the sensex has reacted over the last few days" said Mr Salim. "But the rapid slide in the sensex and the erosion of market cap has not only been due to fears about the extent of the possible Left influence in decision making of the new government. The slide had started even earlier when it became apparent that the NDA government will not be able to come to power" he said.

One of the few in CPI(M) who appear to know some of the rudiments of stock market functioning, Mr Salim attributed the latest crash of the sensex more to the speculative nature of the market. "We all know how speculative the stock markets can be at times and how they can react severely to the slightest apprehensions" he remarked. "It's knee-jerk reaction at its best" he said.

Seen widely as a protégé of chief minister Buddhadeb Bhattacharjee, Mr Salim seemed more taken in by the apprehensions of India Inc. "Yes, Corporate India also appears to be worried and we have noted that. Their fears may actually be related to their apprehensions about the onward march of the reforms process in a Left-supported government scenario. But I personally feel, this is a minor hiccup and it will pass off. Let them watch us perform over the next two to three years" he said.

THREE'S COMPANY: Buddhadeb Bhattacharjee (right), Somnath Chatterjee (centre) and Mohammad Salim during the party's central committee meeting. – PTI

Mr Salim felt that the biggest plus point of the forthcoming Congress-led government will be its stability factor. "As I personally see it, the Left dependence is perhaps going to be the Congress-led government's biggest plus point, because the Left represents firmness and stability. The Left has never ditched anybody in its history once it has decided to be an ally. In this case too, I believe that will be so, if that is the overall policy framework is conducive enough".

As party stalwarts parley with the Congress and other smaller parties in the runup to the new government, young turks like Mr Salim seem to have also joined the campaign to dispel, what they call are "misplaced fears" about the CPI(M) vis-à-vis economic reforms.

"It is not that the Left is anti-reforms. In West Bengal, we have been doing reforms our way, in our style. What we do not opt for is mindless, rudderless, ruthless reforms. We favour reforms that have a human face. That is about all that we say vis-à-vis reforms" explained Mr Salim.

"Reforms has long ceased to be an issue in the state. The issue for quite sometime now is how rapidly we can steer reforms to build an enterprise-oriented West Bengal for the upwardly mobile and forward-looking, without neglecting the vast majority of the population" Mr Salim said.

"The people have voted for a non-BJP government. A pure Congress government has also not been voted for. We have long said that India has stepped into an age of coalition politics, which others have begun to realise only lately. As such, we see ourselves in a steering role in the new government." he said. Wasn't this perhaps the best ever chance of joining the Centre? Mr Salim, typical of the party's internal discipline, refuses to answer. "That is an issue for the central committee to decide" he said.

However, it is by now quite clear that the Left support to the new government will only be from outside, despite the fact that quite a few of the stalwarts do want to join the government directly. Maybe, the Left does not want to fall into the "anti-incumbency trap" that many feel is inevitable even with the new government as the months roll by.

The Economic Times 17 MAY 2004

বৈঠক চলছে, মুখ খুললে বার করে দেবে, বললেন বসু

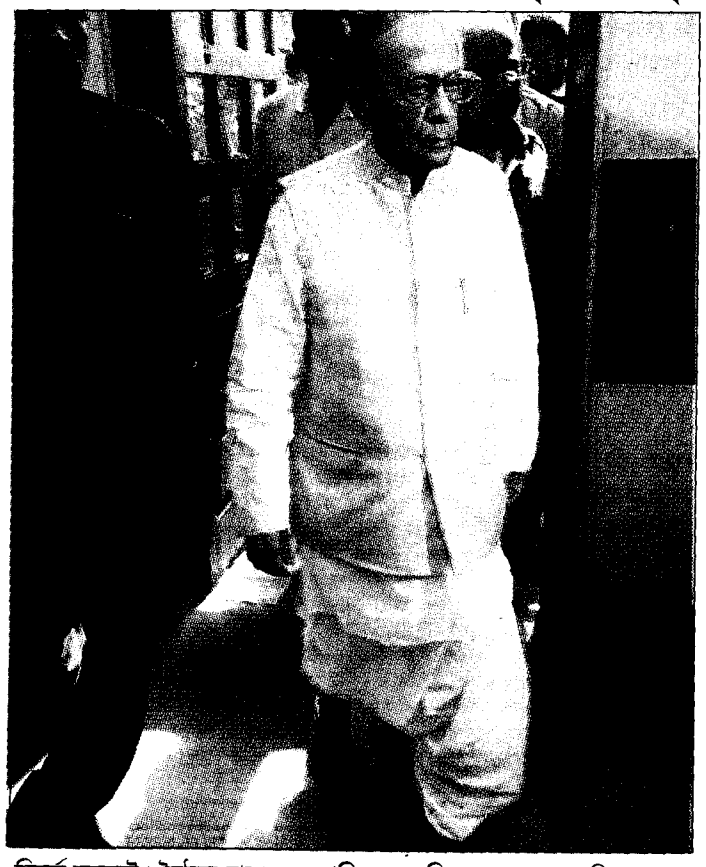

বিতর্ক চলছেই। বৈঠকে যাচ্ছেন জ্যোতি বসু। রবিবার। — এ এফ পি

অগ্নি রায় ● নয়াদিল্লি

১৬ মে: আট বছর আগে তিনি বলেছিলেন 'ঐতিহাসিক ভুল।' আজ একই পরিস্থিতিতে জ্যোতি বসু দৃশ্যতই বিষণ্ণ। সরকারে যাওয়া না-যাওয়ার প্রশ্নে স্বাভাবসিদ্ধ সুরে তিনি বলেছেন, "বৈঠক চলছে। কিছু বলতে পারব না। বললে দল থেকে আমায় বার করে দেওয়া হবে।"

সনিয়া গাঁধী কাল সংসদীয় কমিটির বৈঠকে নেতা নির্বাচিত হওয়ার পরেই এসেছিলেন বঙ্গভবনে, সরকারে যোগ দেওয়ার সনির্বন্ধ অনুরোধ নিয়ে। রাজনৈতিক সূত্রের খবর, সরকারে এলে উপ-প্রধানমন্ত্রিত্ব-সহ তিনটি মন্ত্রিত্বের প্রস্তাব সনিয়া বসুকে দিয়েছিলেন। চেষ্টা করেছিলেন প্রণব মুখোপাধ্যায়ও।

ভোটের ফলে বি জে পি দিল্লির তখত থেকে মুছে যাওয়ার পরের দিনই রাজধানী পৌঁছান জ্যোতিবাবু। দিল্লির রাজনৈতিক মহল তখন ফুটছে সি পি এমের সরকারে যাওয়া না-যাওয়ার বিতর্কে। সাম্প্রদায়িক শক্তিকে হঠাতে সনিয়াকে সমর্থনের কথা তিনি দীর্ঘ দিন ধরে বলে এসেছেন। ইঙ্গিতে বুঝিয়েছেন, সরকারে যাওয়ার প্রশ্নে তাঁর সম্মতি রয়েছে। তিনি পৌঁছাতেই তাঁর কাছে কংগ্রেস-সহ শরিকদলের নেতাদের আনাগোনা, দৌত্য লেগেই আছে।

দলের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকের পাশাপাশি এ সবও সাগ্রহে সামলেছেন জ্যোতিবাবু। '৯৬ সালে প্রধানমন্ত্রিত্বে যাওয়া বা না-যাওয়া সি পি এমের যে কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে নির্ধারিত হয়েছিল সেখানে একটি বারের জন্যেও মুখ খোলেননি তিনি। এ বার সরকারে যাওয়া, না-যাওয়ার প্রশ্নে দলের ভিতরে-বাইরে জ্যোতিবাবু ছিলেন সক্রিয়।

আজ দুপুরে বঙ্গভবনে মধ্যাহ্নভোজন সেরে একটু বিশ্রাম নেওয়ার পর ফের দলের বৈঠকে যাওয়ার পথে তাঁর শরীরী ভাষাই বুঝিয়ে দিল, তিনি হতাশ। এ বারও তাঁর মনস্কামনা ও যুক্তি মেনে নিল না তাঁর দল। বিরোধিতা সবচেয়ে বেশি আসছে যে সব জায়গা থেকে তার মধ্যে রয়েছে তাঁর নিজেরই রাজ্য।

"আপনারা কী যাচ্ছেন সরকারে?" এক দিনে বারবার এই প্রশ্নট করা হয়েছে তাঁকে। আজ উত্তরে বলেছেন, "দলের বৈঠক মাঝপথে। কিছু বলতে পারব না। বললে দল থেকে আমায় বার করে দেওয়া হবে।" গাড়িতে ওঠার আগে স্বভাবসিদ্ধ কাটা কাট ভঙ্গিতে বললেন, "সনিয়া আমার কাছে এসেছিলেন। লালু এসেছিলেন। টেলিফোনে কথা হয়েছে মনমোহন সিংহের সঙ্গেও। আজ রাতে বৈঠক হবে। তারপর নৈশভোজ। আমাদের দলের বৈঠক চলছে। কালই সব স্পষ্ট হয়ে যাবে।"

কিন্তু ইতিহাসের যেখানে পুনরাবৃত্তি ঘটতে চলেছে সেখানে জ্যোতি বসু তাকে ঠেকাবেন কী ভাবে! একই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে ১৯৯৬ সালের ১৩ মে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির দীর্ঘ বিতর্কের পরে বলা হয়েছিল, "সরকারে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হল।" তৎকালীন যুক্তফ্রন্টের শরিকেরা পুনর্বিবেচনার অনুরোধ জানালে পরের দিন ফের কেন্দ্রীয় কমিটি বৈঠকে বসে আগের সিদ্ধান্তেই অনড় থাকে।

আট বছরে অনেক জল গড়িয়েছে। কিন্তু সে বারের মতো এক্ষেত্রেও সরকারে যাওয়ার প্রশ্নে বসু ও দলের সাধারণ সম্পাদক হরকিষেন সিংহ সুরজিতের যুক্তি ছিল, সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে সরকারে যাওয়ার সুযোগ নিলে আখেরে দলেরই লাভ হবে।

উত্তর ভারতের রাজ্যগুলি (যেসব জায়গায় কমিনিউস্টদের উপস্থিতি নামমাত্র বা নেই) ও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে দলের বৃদ্ধি ঘটানো সম্ভব হবে। দলীয় সূত্রের খবর, তাঁদের এই যুক্তিও ছিল, সরকারে যোগ দিলে আই এম এফ-বিশ্বব্যাঙ্ক নিয়ন্ত্রিত নীতিগুলির মোকাবিলা করা সম্ভব হবে।

আনুষ্ঠানিক ভাবে এখনও কেন্দ্রীয় কমিটি আপত্তি জানায়নি। কিন্তু সরকারে না-যাওয়ার সঙ্কেত সাফ হয়ে গিয়েছে। তা সত্ত্বেও আজ ২০০ জনেরও বেশি বিশিষ্ট বামপন্থী সি পি এমের কাছে আবেদন জানিয়েছেন সরকারে যোগ দেওয়ার জন্য। এঁদের মধ্যে রয়েছেন সাংবাদিক তরুণ তেজপাল, শাবানা আজমি, হাবিব তনবিরও।

Yechury joins Surjeet, Basu in power drive

Aloke Banerjee
Kolkata, May 15

DESPITE MEETING twice during the day, the CPI(M) politburo remains deeply divided on sharing power at the Centre. But the pro-changers led by Harkishan Singh Surjeet and Jyoti Basu achieved a significant breakthrough, winning over Sitaram Yechury, who had opposed sharing power with the Congress in 1996.

With Prakash Karat, Anil Biswas and Biman Bose still in favour of lending only outside support to a Congress-led government, both sides decided to take the debate to the central committee where the issue will be discussed tomorrow and the day after.

Top party sources in Delhi said that until recently, the Surjeet-Basu line that the party should not repeat its 'historic blunder' of 1996 had few takers in the central committee. But the pro-participation line has received a shot in the arm with all other Left Front partners deciding to abide by the CPI(M) central committee's decision on the issue.

The pro-changers derived further strength from two other developments: the Samajwadi Party's statement that despite having 40 MPs in the Lok Sabha, it would not join the government unless the Left too does the same, and Sonia Gandhi's formal invitation to the CPI(M) to share power during a half-hour one-on-one with Basu.

Surjeet, Basu and Yechury reasoned with the hardliners today that if the CPI(M) refuses to join the government, the entire Left camp and the Samajwadi Party would be left outside the decision-making process. This would seriously threaten the new government's stability and raise doubts about the coalition's secular character.

Surjeet mentioned that Sonia Gandhi had shown great flexibility on the proposed common minimum programme (CMP) after which the Left had no reason to fight shy of sharing the responsibilities of governance at the Centre.

But Karat, Biswas, Bose and the Kerala lobby in the politburo have stuck to their position that joining a Congress-led government and sharing the responsibility for unpopular decisions would defeat the very purpose of forming a pro-people coalition with the Congress. Power-sharing would also affect the Left's prospects in Bengal and Kerala where the Congress would be its main opponent, they said.

DMK not to join

The DMK, which has 16 MPs, will stay out of the government "for now". It said it would first assess the new government's approach to various issues".

Allies closer on divestment

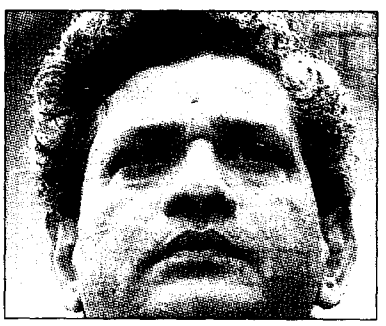

CPM dilutes stand, saying partial divestment 'could be discussed' but the party won't brook privatisation of profit-making units. Sitaram Yechury tells reporters: 'We are against nationalisation of losses and privatisation of profits'. Asked if CPM is open to partial disinvestment, he repeats: 'We are open to it.' Yechury had on Friday demanded scrapping of the disinvestment ministry, leading to a crash in the stock markets

CONGRESS will pursue the reform policy but won't privatise cash-rich oil majors as they are 'strategic companies', says Manmohan Singh. But he makes a distinction between divestment and privatisation, saying divestment up to 51 per cent of govt equity in oil companies is a possibility. 'We are not for privatisation as an ideology,' he says, indicating divestment can be done if it helps raise resources

THE HINDUSTAN TIMES 16 MAY 2004

CRUCIAL SUPPORT: Senior CPI(M) leaders Jyoti Basu and Harkishan Singh Surjeet at a meeting in New Delhi on Saturday. — AFP

Left to take uniform stand on support

By K.V. Prasad

NEW DELHI, MAY 15. Three Left parties today began deliberations on the formation of a secular government at the Centre, specifically on the nature of support to the Congress-led formation. There was a near-consensus that the entire Left should take a uniform stand on whether to join or extend outside support to the new government.

The Communist Party of India (Marxist) politburo meeting ended this evening after hearing the views of the members on the pros and cons of supporting the government from outside. Sitaram Yechury, politburo member, told correspondents later that opinions of various leaders were discussed and the matter would now go before the larger policy-making body, the central committee, which would meet here on Sunday and Monday.

Reiterating his party's commitment to the formation of an alternative government at the Centre, Mr. Yechury said he was confident that it would be in place early next week. Discussions with all secular parties who had come together to fight communal forces were on and a meeting of the leaders would be held tomorrow for the formation of the new government.

Unwilling to make any categorical statement with regard to participation in the new government, Mr. Yechury said that the entire Left had decided to "swim or sink" together after the experience of 1996 when the Communist Party of India had joined the United Front Government.

"It is not the mandate for the Left ... It is a mandate for the formation of a secular combination," he said when asked whether it would be going against the mandate of the people if the Left decides not to join the new government.

On the issue of disinvestment, he said the party was open to suggestions of partial disinvestment, but was opposed to privatising the profit-making public sector units. "We are against nationalisation of losses and privatisation of profit," he said adding that efforts should be made to revive the loss-making and potentially loss-making units by bringing in private investment through joint ventures.

The CPI national executive meeting began simultaneously. The party national secretary, D. Raja, said the issue was still under discussion and only at the conclusion of the meeting would a firm decision be arrived at. While insisting that the mandate of the latest general election was for a secular government, Mr. Raja also endorsed the suggestion that the entire Left should act as one.

Interestingly, the All India Forward Bloc general secretary, Debabrata Biswas, too had made a similar suggestion when he met other Left party leaders yesterday.

THE HINDU 16 MAY 2004

সি পি এম রাজি, সোমনাথ স্পিকার

ফোনে মনমোহন বললেন, রাতে শান্তিতে ঘুমোব

অরুন্ধতী মুখার্জি

সন্ধে সাড়ে সাতটা। প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের ফোন সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়কে— 'আজ রাতে আমি শান্তিতে ঘুমোতে পারব।' সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় হেসে উঠলেন। ফোন পেয়ে ধন্যবাদ দিলেন। প্রধানমন্ত্রী সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়কে বললেন, 'আপনার পার্টি আমাদের প্রস্তাব গ্রহণ করেছে খুব ভাল কথা, খুশির কথা।' প্রধানমন্ত্রীর ফোনে স্বভাবতই খুশি সোমনাথ। কিন্তু স্ত্রী রেণু সতর্ক করে দিয়েছেন স্বামীকে। সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ই জানালেন, 'উনি তো প্রস্তাব শুনে আপত্তি জানাচ্ছিলেন। বলছিলেন, তোমার যা চেঁচামেচি করা অভ্যেস, কী করে চালাবে? তারপর সতর্ক করে বলেছে মাথা ঠাণ্ডা করে সংসদ চালাবে।' স্ত্রী রেণু হয়ত মনে মনে খুশির জোয়ারে ভেসেছেন। কিন্তু তার প্রকাশ হতে দেননি বাইরে। ব্যারিস্টার, সাংসদ আজ ভাবী স্পিকারের স্ত্রী, এতদিনের ভি আই পি সোমনাথের স্ত্রী রেণুর সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া: ভাল লাগছে, বেশ ভাল লাগছে। আর সোমনাথের? তিনিও তো বহুকালের ভি আই পি। আর ক'দিনের মধ্যে হতে চলেছেন লোকসভার প্রথম াঙালি অধ্যক্ষ। সাধারণ জ্ঞানের বইয়ে তাঁর নাম ঠে যাবে। তাঁর মুখচোখ উজ্জ্বল। তিনি হাসছেন।

এরপর ৫ পাতায়

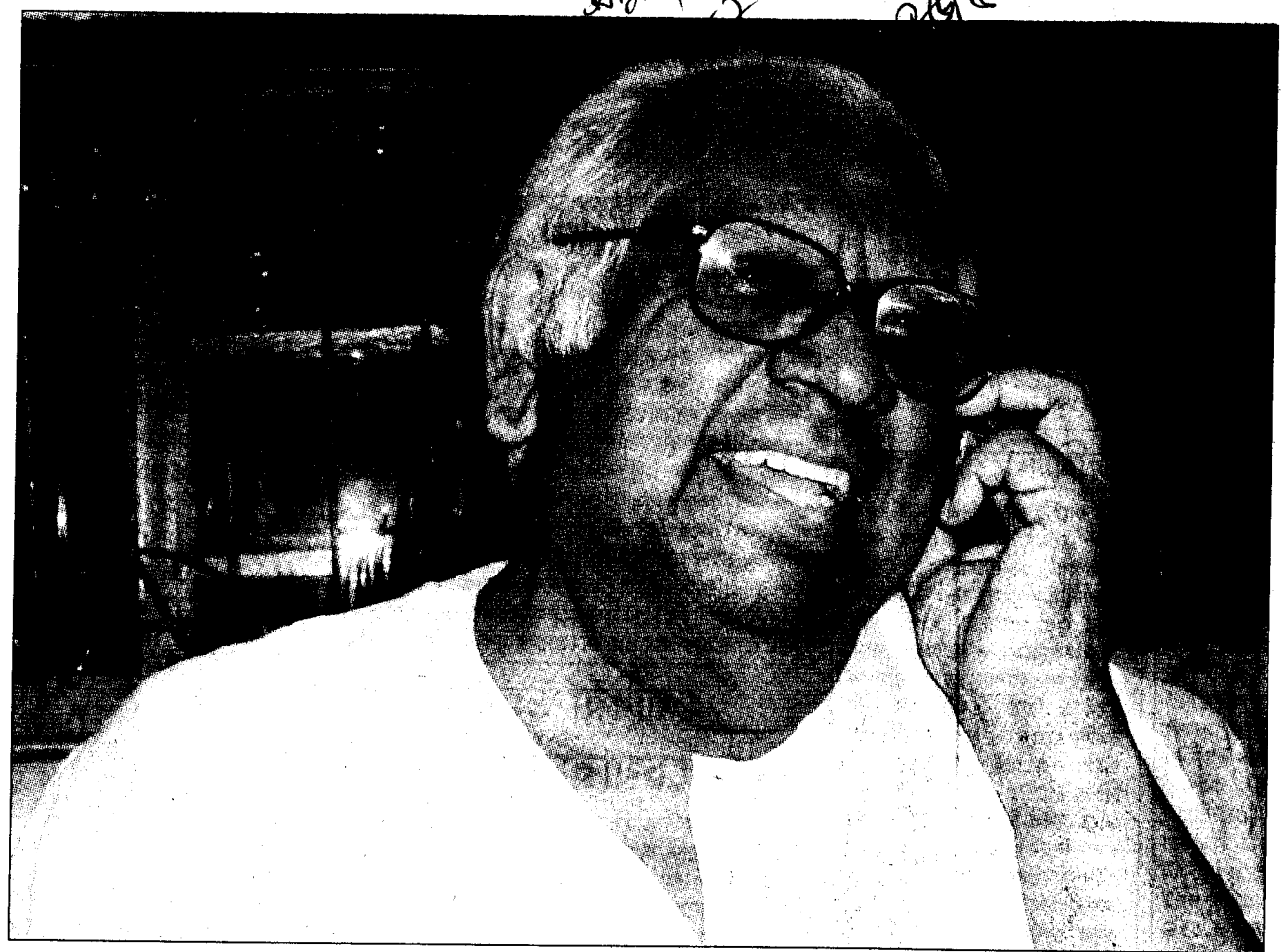

দক্ষিণ কলকাতার বাড়িতে। এল প্রধানমন্ত্রীর ফোন। মঙ্গলবার রাতে। ছবি: অশোক চন্দ্র

কর্মসূচিতে সই: দিল্লির বৈঠকে আজ সিদ্ধান্ত

আজকালের প্রতিবেদন: দেশের চতুর্দশ লোকসভার অধ্যক্ষ হচ্ছেন সোমনাথ চ্যাটার্জি। তাঁকে অধ্যক্ষ করতে অবশেষে সম্মতি দিয়েছে সি পি এম। মঙ্গলবার দলের পলিটব্যুরোর ম্যারাথন বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিলেন সি পি এমের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক হরকিষেন সিং সুরজিৎ। গত কয়েক দিন ধরে দেশ জুড়ে এ নিয়েই জল্পনা-কল্পনা চলছিল। লোকসভার অধ্যক্ষ-পদ সি পি এম গ্রহণ করবে কি না তা জানতে আগ্রহী ছিলেন সবাই। কেননা কেন্দ্রে কংগ্রেস নেতৃত্বের জোট সরকার গঠন হওয়ার পর বামেরা শেষ পর্যন্ত মন্ত্রিসভায় যোগ দেননি। এর পর প্রস্তাব আসে অধ্যক্ষ-পদে সোমনাথবাবুকে নিয়ে। এদিন সি পি এম পলিটব্যুরোর বৈঠকে এই নিয়ে সকাল থেকেই আলোচনা শুরু হয়। কেন্দ্রে নতুন সরকারের ন্যূনতম সাধারণ কর্মসূচি নিয়েও আলোচনা করেন সি পি এম পলিটব্যুরোর সদস্যরা। পরে সন্ধ্যায় সাংবাদিক বৈঠক ডেকে সোমনাথবাবুকে অধ্যক্ষ করার কথা ঘোষণা করেন দলের বর্ষীয়ান শীর্ষ নেতা হরকিষেন সিং সুরজিৎ। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিমান বসু ও অনিল বিশ্বাসও। সুরজিৎ বলেন, 'সংসদে সোমনাথ চ্যাটার্জির দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা রয়েছে। ওঁর কাজের প্রশংসা করবে সারা দেশ।' তিনি আরও জানান, সোমনাথবাবুর জায়গায় এবার লোকসভায় সি পি এমের দলনেতা হচ্ছেন বাসুদেব আচারিয়া। এর আগে তিনি ছিলেন সহকারী দলনেতা। তবে সোমনাথবাবুর মতো একজন বড় মাপের রাজনীতিবিদ্ ও সংসদের সুবক্তাকে অধ্যক্ষ করার জন্য দল থেকে তাঁকে যে 'ছেড়ে দিতে হচ্ছে', সে-কথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন সি পি এমের এই শীর্ষ নেতা। সুরজিৎ বলেন, 'লোকসভায় ওঁর (সোমনাথের) কাজ প্রশংসিত হয়েছে দেশ জুড়ে। তাই ওঁকে ছেড়ে দিতে হচ্ছে।' এদিন সকাল দশটায় সি পি এম পলিটব্যুরোর ওই বৈঠক শুরু হয় মুজফ্ফর আহমেদ ভবনে। দলীয় সূত্রে খবর, বৈঠকে সবাই সোমনাথবাবুকে অধ্যক্ষ করা নিয়ে একমত হয়েছেন। কংগ্রেস নেতৃত্বের সংযুক্ত প্রগতিশীল জোটের আহ্বায়ক হরকিষেন সিং সুরজিতের নাম প্রস্তাবে ওঠে। সুরজিৎ নিজে অবশ্য জানান, এদিন পলিটব্যুরোর বৈঠকে এ সম্পর্কে কোনও আলোচনা হয়নি। তাই সিদ্ধান্তের প্রশ্নও ওঠে না। তবে ন্যূনতম সাধারণ কর্মসূচিতে বামেরা সই করবেন কি না তা জানতে চাইলে হরকিষেন সিং সুরজিৎ বলেন, 'দিল্লিতে বুধবার বামপন্থী দলগুলি বৈঠকে বসছে। ওই বৈঠকে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।' সি পি এমের এদিনের পলিটব্যুরো বৈঠকে যোগ দেন হরকিষেন সিং সুরজিৎ ছাড়াও জ্যোতি বসু, বিমান বসু, অনিল বিশ্বাস, সীতারাম ইয়েচুরি, প্রকাশ কারাত, মানিক সরকার প্রমুখ। বৈঠকে ন্যূনতম সাধারণ কর্মসূচি নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি আরও কিছু আনুষঙ্গিক

এরপর ৫ পাতায়

THE TELEGRAPH 15 MAY 2004

Left divests Congress of victory feel-good

▶ FROM PAGE 1

The comfort level plummeted today when one comment piled on another, reinforcing potential points of conflict between partners in the new government.

CPI general secretary A.B. Bardhan said the new government would have to drop the divestment policy.

Surjeet clarified the sweeping nature of this statement. "We cannot afford it (the divestment programme of the Vajpayee alliance). We oppose divestment of profit-making PSUs. All the mistakes of the NDA government have to be rectified."

He interpreted the election verdict as a thumbs-down to the National Democratic Alliance's "wrong" economic policies.

"We have to reverse the process of Arun Shourie. Divestment in IOC (Indian Oil) and BPCL (Bharat Petroleum) should be scrapped," Bardhan added.

Shares of oil companies were immediately hammered on the market. Other public sector stocks suffered, too.

Rather than calm the nation — the stock market and industry happen to be part of it — the Left is doing the opposite. And, in any case, who benefits if public sector shares lose value: the government, the people whose money is invested in them?

CPM general secretary Harkishen Singh Surjeet with politburo member Sitaram Yechury at a party meeting in Delhi on Friday. (AFP)

Such statements do not merely show up the Left as an irresponsible entity, but also out of touch with reality. With dropping small savings and bank interest rates, mutual funds are a vehicle for fetching higher returns not just for the Ambanis and the Birlas but even for those who have taken voluntary retirement schemes, not to speak of pensioners and the middle class.

The shift towards mutual funds is clearly brought out by the surge in investment in their schemes. Such drastic drops as occurred today on the market will affect returns from the schemes.

Bardhan said the proposed new coalition should work out a common minimum programme immediately on some basic needs. Fair enough. The NDA had such a programme and its replacement would also need one to be able to function. But it would seem this programme and its contents should be worked out inside the four walls of coalition politics based on give and take and not made the subject of brave proclamations based on arrogant assumptions that the verdict of 2004 is against NDA policies.

The results have given no one a clear mandate, least of all the Left, however much breast-beating it may do with a national score of over 60 in a House of 543. The majority mark is 272, it may be reminded. And the Congress and allies have won only 219.

There might be no two opinions about scrapping the disinvestment ministry, as Yechury suggested, because it is unnecessary. Some might even say ridiculous. With the mandatory curb on the size of government, it would probably have to go anyway. But the CPM leader should also bear in mind that in his party-led government in Bengal there is a fire services ministry, and many, many more such.

In Bengal again, chief minister Buddhadeb Bhattacharjee intends to sell public sector units. One advantage he has is the Bengal government is not known to own profit-making units. So it's difficult to have two sets of policies on profit-making and unviable companies.

Speaking of Bhattacharjee, akin to his colleagues in Delhi, he made the Left's naivete about economic issues apparent. Like the little boy mugging his multiplication table, he kept saying on TV "policies dictated by the World Bank and IMF" are unacceptable to his party.

It would be unacceptable to Manmohan Singh, too, simply because he's no less a patriot than Bhattacharjee and possibly a better economist. With this statement, the chief minister only proves how unaware he is of the India he lives in. This country is no longer dependent on handouts from these institutions and has no compulsion to follow policies set by them.

CPI(M), CPI for restraint on disinvestment

By Sandeep Dikshit

NEW DELHI, MAY 14. The Communist Party of India (Marxist) and the Communist Party of India have called for restraint on the policy of "reckless" sale of public sector undertakings (PSUs) pursued by the previous Government. Emerging from a meeting with CPI (M) leaders in the morning, the CPI general secretary, A.B. Bardhan, called for reversal of the "reckless" disinvestment policies pursued by the National Democratic Alliance Government.

Later in the day, the CPI (M) general secretary, Harkishan Singh Surjeet, said there was no need for a separate Ministry for disinvestment. Other Ministries led by the Finance Ministry could decide on disinvestment. "Where is the need for a special Ministry for disinvestment when this task can be performed by other Ministries," he asked. The Left parties were not totally opposed to disinvestment. Some chronically loss-making PSUs in West Bengal have been closed. But the NDA Government's act of setting up a Disinvestment Ministry on the suggestions of the World Bank and the International Monetary Fund and selling PSUs overnight, simply to bridge the gap between Government income and expenditure, was a "dangerous" trend, Mr. Surjeet said.

The CPI (M) leader also made it clear that the Left had consistently called for slowing down the pace of selling off PSUs. However, any action on this count by the new Government would be taken after discussing the issue with all the partners including the Congress. The Left parties would want the new Government to avoid the sale of profit-making PSUs, he added.

Mr. Bardhan said all economic decisions would be taken after unanimity was reached among all the partners. "The new Government's policies will not be the policies of the Congress or ours. It has to be a common minimum programme and it has to be worked out," he said.

Meanwhile, following reports of a crash in the stock market, the apex industry associations said there was no reason for panic as the new Government was yet to assume office.

They said that the Congress would not make a radical departure from the path of economic reforms because the party was the initiator of reforms. The senior Congress leader and former Union Finance Minister, Manmohan Singh, said the new Government would announce policies to create a favourable climate for industry and encourage savings and investment.

THE HINDU 15 MAY 2004

Biman Bose again!

Second time unlucky?

Biman Bose has done it again! Having roundly abused observers appointed by the Election Commission of India on Sunday, he corrects himself on Monday by pleading he has not said a word against the Commission itself! He is exceeding his brief. Was he encouraged to behave like this because he was let off recently when he attacked His Lordship Justice Amitava Lala, a sitting judge of the High Court? The abuse of Justice Lala was clear and undefended. Suffice it to remind ourselves that in his brush with the High Court, he was greeted by a remark of Lord Chief Justice Mathur, who pleaded with him not to waste the Court's time as their Lordships had decided to relieve themselves of the issue. Clearly Biman Bose is encouraged to have a go at the Election Commission for party advantage. To say that he has not said anything against the Election Commission is nonsense. He might as well have said on the earlier occasion that in roundly abusing Justice Lala, he had said not a word about the High Court! Both propositions are flawed and badly.

It is interesting that Chief Minister Buddhadeb Bhattacharjee rushes to Biman's defence by suggesting at once that he, the Chief Minister, had different responsibilities and did not have anything to say against the Election Commission. It is clear therefore, that at least his Chief Minister does not think that he, Biman Bose, had not said anything against the Commission. *Quad Erat Demonstrandum!* Divisions in the party are shown up clearly and Buddhadeb has not been as clever as he probably thought he had been. To rush in with a comment like this does suggest however, that at least Alimuddin Street did not think that the speech of the Chairman of the Left Front could rest.

Where does this rest then? It points to a hugely nervous CPI(M) showing its alarm at responses of the Election Commission. It is surely a mistake for the Left Front to assume that nothing has changed. As we pointed out recently, the spectacle of Jyoti Basu having his Chief Electoral Officer regularly nodding approval of outrageously dishonest things, has encouraged the Left Front. What has been encouraged should now be discouraged!

THE STATESMAN 19 MAY 2004

বাইক নয়, বাইকবাহিনী নিষিদ্ধ ৪৮ ঘণ্টা

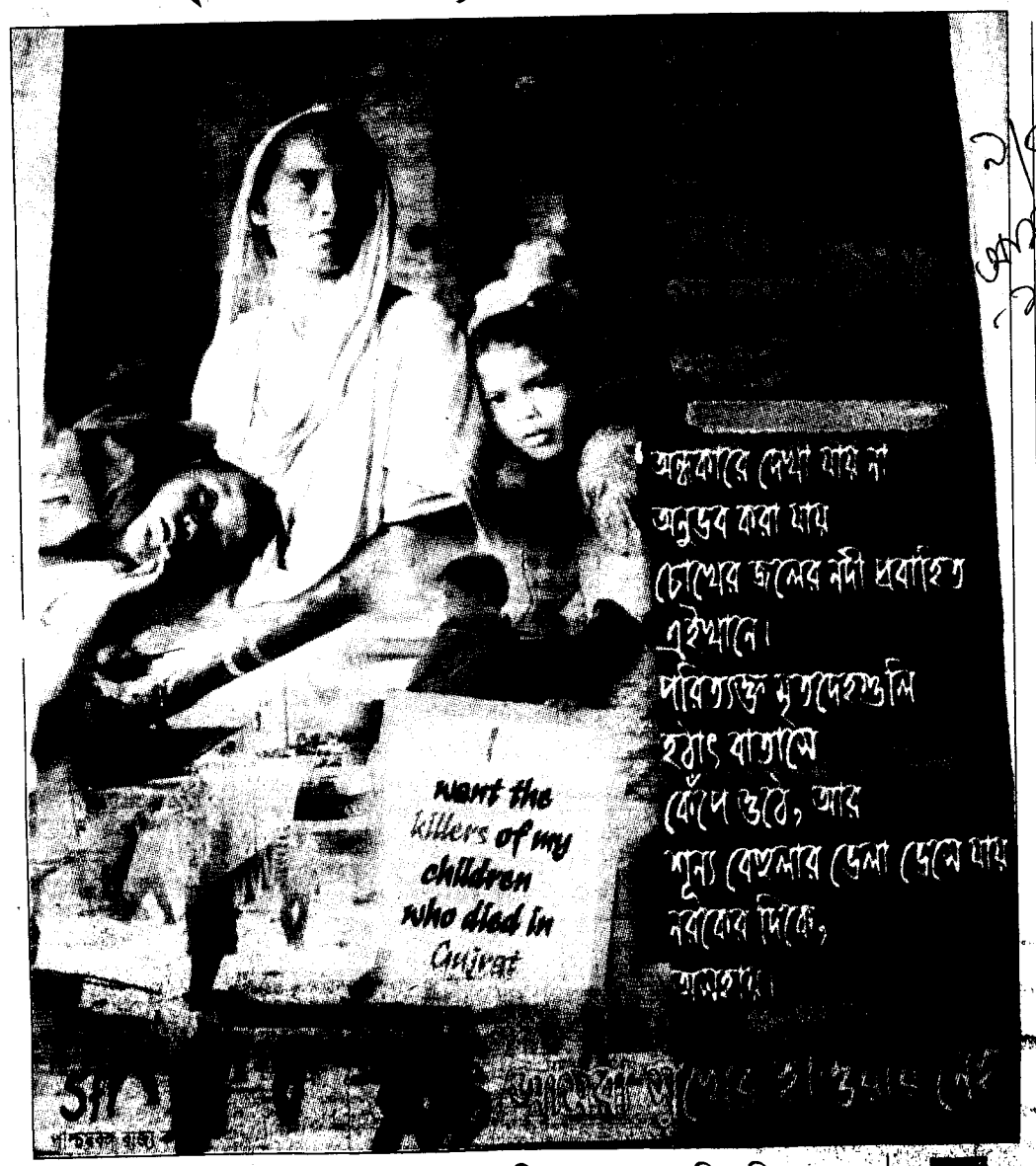

সুখের হাওয়া চাই। এস এফ আইয়ের পোস্টার দক্ষিণ কলকাতায়। ছবি: অমিত ধর

বিমান : সংযত থাকুন পর্যবেক্ষক প্ররোচনা ছড়ালে থানায় দিন

আজকালের প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন কমিশনের নিযুক্ত কয়েকজন পর্যবেক্ষকের কাজকর্ম নিয়ে এবার আরও কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু। শনিবার লোকসভা ভোটের মুখে তাঁর এই মন্তব্যকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলেও ঝড় ওঠে। পর্যবেক্ষকদের সংযত হওয়ার পরামর্শ দিয়ে বিমানবাবু বলেন, সবার সম্পর্কে আমাদের অভিযোগ নেই। কিন্তু যে-সব পর্যবেক্ষক তাঁদের এক্তিয়ারের বাইরে গিয়ে কাজ করছেন, তাঁদের ঘাড়ধাক্কা দিয়ে থানায় ভরে দেওয়া উচিত। আমরা জনগণের কাছে আবেদন করছি, কোনও প্ররোচনার ফাঁদে পা দেবেন না। বিভ্রান্ত হবেন না। তিনি পর্যবেক্ষক বা যে-ই হোন, দুর্ব্যবহার করবেন না, ঘাড়ধাক্কা দিয়ে থানায় ভরে দিন। এদিকে বিমান বসুর এই মন্তব্যে তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জি বিমান বসুকে সরাসরি গ্রেপ্তারের দাবি তুলেছেন। তিনি বলেন, বিমান বসু কে? পর্যবেক্ষক নিযুক্ত করে নির্বাচন কমিশন। বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান ক্ষুব্ধ হয়ে এ ধরনের মন্তব্য করতে পারেন না। উনি (বিমান) পর্যবেক্ষকদের সম্পর্কে যা বলেছেন, তাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করা উচিত। বি জে পি-র কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুষমা স্বরাজ মন্তব্য করেছেন, উনি (বিমান) হতাশা থেকে বলেছেন। নির্বাচন কমিশন নিশ্চয়ই নজর রাখছে। তারা ব্যবস্থা নেবে। এদিকে এবারই প্রথম ভোটের দিন ১৪৪ ধারা জারি করে রাজ্যে নিষিদ্ধ হল বাইক-বাহিনীর চলাচল।

কমিশন রাজ্য সরকারকে অনুরোধ জানায়, ভোটের দিন মোটরবাইক চলাচলে খানিকটা যাতে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। অতীতের অভিজ্ঞতা হল, মোটরবাইকে করে এসে ভোটের আগের দিন থেকে কিছু লোকজন এলাকায় ত্রাসের সৃষ্টি করে। ভোটকেন্দ্রের আশপাশে ঘোরাঘুরি করে গোলমাল পাকানোরও চেষ্টা করে। সেজন্যই শুক্রবার নির্বাচন কমিশনের পরামর্শ মতো রাজ্য সরকার সংশ্লিষ্ট জেলাশাসক, কলকাতা নগরপালকে নির্দেশ দেয়, ১৪৪ ধারা জারি করে মোটরবাইক চলাচলের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে। লিখিত নির্দেশে পরিষ্কার বলে দেওয়া হয়েছে, ৫ বা তার অধিক মোটরবাইক একইসঙ্গে চলাচল নিষিদ্ধ। শনিবার কলকাতা পুলিসের নগরপাল সুজয় চক্রবর্তী সাংবাদিকদের জানিয়ে দেন, এই নিয়ম ফাঁকি দেওয়ার জন্য কেউ যদি দুটি মোটরবাইকে ৫ জন মিলে, গোলমাল পাকানোর অভিসন্ধি নিয়ে ভোটকেন্দ্রের আশপাশে ঘোরাঘুরি করে, তা হলে তাদেরও পুলিস ছেড়ে কথা বলবে না। ২টি বা ৩টি মোটরবাইকে ৫ বা ৬ বা যে-ক'জনই ঘোরাঘুরি করুক না কেন, ভোটের দিন গোলমাল করার মতলবে মোটরবাইকে ঘুরতে দেখলে পুলিস সঙ্গে সঙ্গে তাদের গ্রেপ্তার করবে। আটক হবে মোটরবাইকগুলোও। শনিবার বিকেল ৫টা থেকে এই নিয়ম চালু হয়েছে। ভোটের দিন বিকেল ৫টা পর্যন্ত এই নিয়ম বলবৎ থাকবে। কড়া নজর রাখা হবে

AAJKAL
9 MAY 2004

P.T.O.

বিমান : সংযত থাকুন

১ পাতার পর

কাজে কেউ মোটরবাইক নিয়ে যাতায়াত করলে পুলিসের কোনও আপত্তি নেই। ভোটে যারা গোলমাল পাকাতে চায়, তাদের রোখার জন্য এই নতুন নিয়ম। পর্যবেক্ষকরা রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। বিশেষ পর্যবেক্ষক এবং রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে তাঁরা রিপোর্টে বলেছেন, সব ঠিকঠাক আছে, সন্তোষজনক। এদিন সাংবাদিক বৈঠক ডেকে নির্বাচন কমিশনের রাজ্যে নিযুক্ত ৮টি লোকসভা কেন্দ্রের পর্যবেক্ষকদের সম্পর্কে বেশ কিছু গুরুতর অভিযোগ করেন বিমান বসু। তিনি বলেন, ভোটকে ঘিরে কয়েকজন পর্যবেক্ষক সমস্যা তৈরি করছেন। তাঁরা কোথাও কোথাও গিয়ে ভোটারদের জিজ্ঞাসা করছেন সি পি এম বা বামফ্রন্টকে কেন ভোট দিচ্ছেন? বেশি ভোট পড়লে বাতিল হয়ে যাবে। পোস্টার মারা নিয়ে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিচ্ছেন। এই সব কাজ তাঁদের এক্তিয়ারের বাইরে। নির্বাচনবিধি মানা হচ্ছে না। এঁরা রাজ্যকে বোঝেন না। যে-কোনও রাজনৈতিক দলের প্রতি ওঁদের দরদ বা সমর্থন থাকতে পারে। কিন্তু প্রকাশ্যে এই সব কথা বলার অধিকার তাঁদের নেই। পশ্চিমবঙ্গে অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ ভোট প্রতিবারেই হয়। এবার চক্রান্ত করে সুস্থ পরিবেশ নষ্ট করতে চাইছেন ওঁরা। ডায়মন্ডহারবার, যাদবপুর, বসিরহাট, আরামবাগ, বিষ্ণুপুর, আসানসোল, কাটোয়া ও শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের পর্যবেক্ষকদের সম্পর্কে তিনি অভিযোগ করে জানান, বসিরহাটের পর্যবেক্ষক এ কে ট্যান্ডন এলাকায় ফ্ল্যাগমার্চ করিয়ে আতঙ্কের সৃষ্টি করতে চাইছেন। ডায়মন্ডহারবারের পর্যবেক্ষক এ আর ওয়াই কৃষ্ণ রাও সংখ্যালঘু ভোটারদের কাছে গিয়ে সি পি এম বা বামফ্রন্টকে ভোট দেন কেন— এ কথা জানতে চেয়েছেন। গার্ডেনরিচের এক সভায় তৃণমূল প্রার্থী সৌগত রায় প্রকাশ্যে তাঁরই পরামর্শে বিশেষ পর্যবেক্ষক আমানুল্লাকে আনা হয়েছে বলে দাবি করেছেন। যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রে লরিতে করে মহিলা ভোটাররা সভা শুনতে আসার পথে ওই লরি আটকের নির্দেশ দিয়েছেন ডি বি পট্টনায়ক। লরিতে লোক আসা আইনসম্মত নয়, আমরা জানি। কিন্তু তৃণমূল বা বে জে পি-র সভাতে আসা লরি আটক বা গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না কেন? আরামবাগ কেন্দ্রের পর্যবেক্ষক রেখা গোয়েল, বিষ্ণুপুরের কে সি ভার্মা, আসানসোলের স্বর্ণমালা রাওয়াল, কাটোয়ার পর্যবেক্ষক রাজেন্দ্রপ্রসাদ জৈন, আই এন এস প্রসাদ, কে গণেশনের সম্পর্কে তীব্র ভাষায় বিমানবাবু নিন্দা করেছেন। শুধু ভোটাররা কোন দলে, তা নয়, টাকা পেয়ে ভোট দিচ্ছেন কিনা, অস্ত্রশস্ত্র কোথা থেকে আসছে ইত্যাদি অবান্তর ও আপত্তিকর প্রশ্ন পর্যবেক্ষকরা তুলছেন। ক্ষুব্ধ বিমানবাবু বলেন, পশ্চিমবঙ্গের ভোটারদের এভাবে উত্ত্যক্ত এবং বিরক্ত করা আগে কখনও হয়নি। পর্যবেক্ষকরা কোনও বুথে ৯০ শতাংশ ভোট পড়লে বাতিল করবেন বলেছেন। আমি চ্যালেঞ্জ করছি, সত্যিই যদি বাতিল হয়, সেখানে আবার ভোট হলে আবার ৯০ শতাংশই ভোট পড়বে। পর্যবেক্ষকদের তা দাঁড়িয়ে দেখতে হবে। এ এম সিংহ নামে এক অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি পূর্ব মেদিনীপুরে ভাজাচাউলিতে গিয়ে ভোটারদের কাছে খোঁজখবর নিয়েছেন। বিমানবাবুর প্রশ্ন, নির্বাচনে মাননীয় প্রাক্তন বিচারপতির কী কাজ আছে? এ-সব দেখে মনে হচ্ছে একটা শ্রেণী চক্রান্ত করে রাজ্যে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট বানচাল করতে চাইছে। পর্যবেক্ষকরা ঘুরতে, দেখতে পারেন কিন্তু মানুষকে এই সব প্রশ্ন করার অধিকার তাঁদের কে দিল? এ রাজ্যে কেন বারবার বামফ্রন্ট জেতে, তা নিয়ে তত্ত্বগত আলোচনা করতে চাইলে আমরা সব রকম সহযোগিতা করব। কিন্তু নির্বাচনী পরিবেশকে কলুষিত করার অধিকার তাঁদের নেই। আমরা নির্বাচন কমিশনের কাছে সাহায্য ও হস্তক্ষেপ চাইছি। নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে আমাদের কোনও অভিযোগ নেই। রাজ্যবাসীর কাছে বামফ্রন্টের আবেদন: নির্ভয়ে এবং অবাধে ভোট দিন। এখানে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের ঐতিহ্য আছে। এদিকে মহাকরণে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী অফিসার বাসুদেব ব্যানার্জি জানিয়েছেন, পর্যবেক্ষকদের সম্পর্কে তিনি পাঁচটি অভিযোগ পেয়েছেন। পর্যবেক্ষক স্বর্ণমালা রাওয়ালের ব্যাপারে দিল্লির নির্বাচন কমিশন রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছে। ভোটের দিন যাতে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় থাকে, সেই বিষয়ে রাজ্যের মুখ্য সচিব অশোক গুপ্ত জেলাশাসক, পুলিস সুপারদের সজাগ থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি এদিন জেলাশাসক, পুলিস সুপারদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্স করেন। এদিকে ভূপতিনগর থানা এলাকায় জনযুদ্ধের পোস্টার পড়েছে। পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসক দুষ্মন্ত নালিয়াল পোস্টারের কপি রাজ্যের স্বরাষ্ট্র সচিব অমিতকিরণ দেবকে পাঠিয়েছেন। কলকাতা-সহ গোটা রাজ্যে বেশ কিছুদিন ধরেই যে প্রচণ্ড তাপদাহ চলছে, তা রাজ্য নির্বাচন দপ্তরের যথেষ্ট মাথাব্যথার কারণ। এই তাপপ্রবাহ কি সোমবার ভোটের দিনও চলবে? শনিবার আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের বিশেষজ্ঞরা জানিয়ে দেন, শনিবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৬.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আগামী দু'দিন বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। অর্থাৎ, সোমবার ভোটের দিনও গরম একইরকম চলবে। রাজ্য নির্বাচন দপ্তরের চিন্তা, গায়ে জ্বালা ধরানো এমন গরম পড়লে সাধারণ মানুষ ভোট দিতে আসবেন কী করে? ফলে ভোটদাতাদের নিয়ে এক দিকে তাদের যেমন চিন্তা, তেমনি ভোটকর্মীদের নিয়েও একইরকম মাথাব্যথা। এই প্রচণ্ড গরমে বিভিন্ন দূরবর্তী এলাকায় ভোটকর্মীরা যাতে অসুস্থ হয়ে না পড়েন সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাজ্য নির্বাচন দপ্তরের। ভোটকর্মীদের সঙ্গে থাকছে হ্যালোজেন ট্যাবলেট। প্রত্যেকটি সেক্টরে রাখা হচ্ছে প্যারামেডিকেল টিম। বুথে বুথে থাকছে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানীয় জলের ব্যবস্থা। ভোট দিতে এসে কোনও ভোটদাতা বা ভোটকর্মী বুথে অসুস্থ হয়ে পড়লে থাকছে তাঁদের চিকিৎসার জন্য যথাযথ ব্যবস্থাও। শনিবার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক বাসুদেব ব্যানার্জি এ-কথা সাংবাদিকদের জানান। অন্য দিকে কলকাতায় শনিবার সকাল থেকেই ভোটের জন্য আসা কেন্দ্রীয় বাহিনী ফ্ল্যাগমার্চ করেছে সকালে এবং বিকেলে। নগরপাল জানান, ভোটের দিন এই আধা সামরিক কেন্দ্রীয় বাহিনী শহরের ২৭টি থানার বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রের আশপাশে হেঁটেই টহল দেবে। সঙ্গে স্থানীয় থানার পুলিসও থাকবে। কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ৫৪টি দলে ভাগ করা হয়েছে। তারা স্ট্রংরুম পাহারার কাজও করবে। ভোটের দিন কলকাতায় কোনও গোলমালের আশঙ্কা নগরপাল করছেন না। তবে কোথাও কোনও গোলমাল হলে পুলিস যাতে ব্যবস্থা নিতে পারে, সেজন্য শহর জুড়ে পুলিসি ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এবার এ রাজ্যে ভোটের জন্য এসেছে ১৮০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। দুর্গম জায়গায় শনিবার থেকে ভোটকর্মীরা যাওয়া শুরু করেছেন।

Biman at it again!

Threatening the Chief Election Commissioner

Biman Bose's warning to our Chief Election Commissioner to "control" election observers in West Bengal is intended to browbeat those right in the middle of holding free and fair election. What he said is not new and very much in tune with Marxist jingoism. Recently he warned a sitting judge of Calcutta High Court, Mr Justice Amitabha Lala that he should "flee from the state" (*Lala tui pala*) for issuing a directive he found "unpalatable". Abusing the Commission and threatening them with consequences are part of political culture and strategy of the Marxists. The purpose is to keep the Commission on a tight leash. Jyoti Basu had publicly called TN Seshan a "mad dog". The provocation for Biman Bose's warning is the pathbreaking measures announced by the Commission — induction of polling officials from outside the state, transfer of "highly controversial" IPS officers and those in charge of thanas and, most recently, banning the use of motorcycles during elections. Instead of protesting too much, Biman should have welcomed the measures in aid of a free and fair poll. Central observers have done no wrong to organise flag marches of paramilitary forces in sensitive constituencies or by making inquiries about terror tactics adopted by political parties.

Actually, Marxists have not generally cared for electoral rules. At one time it was standing practice for Jyoti Basu to have the chief electoral officer seated next to him when he briefed newsmen on elections. And the Chief's job was to nod approval. In 1984 Jyoti Basu had the temerity to pull up Bankura's woman district magistrate for not allowing his ministers to use office cars for electioneering. He ignored rules and codes to attack her stand. Marxists want the Commission to be cast in the mould of Ajay Sinha of the state election commission who last year created history by allowing over 7000 CPI-M and other Left Front candidates get elected to panchayats uncontested. Sinha called the panchayat election free, fair and peaceful although 22,000 opposition candidates were physically prevented from filing their nominations. But then Sinha is an ideal Election Commissioner and should become the Chief's role model. But the Chief is not obliging. Biman Bose's tirade and warning hide signs of nervousness. And thereby hangs a tale.

THE STATESMAN 18 MAY 1994

'A Cong-led coalition is what we are hoping, working for. Good thing is, Cong has learnt value of coalitions'

With exit polls predicting a hung House , CPM leader Jyoti Basu is back in the thick of things. He spoke to SHEKHAR GUPTA, Editor-in-Chief of *The Indian Express*, on the 'historic blunder' that still rankles him and why Cong, led by Sonia, may be ready to run a successful coalition govt. Excerpts from the interview telecast on NDTV 24X7's *Walk the Talk*:

ON THE RECORD

JYOTI BASU
CPM veteran, former West Bengal CM

▮ My guest today is the last of the long marchers in our politics, in fact, perhaps the last of the great Communists or comrades anywhere in the world. But even at the age of 90, his journey is far from over. In fact, he perhaps thinks that his journey has come to a very interesting turning point right now in these elections. Welcome to Walk The Talk, Mr Jyoti Basu. Very nice of you to agree to speak with us. I know you are very busy campaigning in the elections.

Yes, unfortunately even at this age and with my health...I have to. I never thought that this elections I would face because I thought it would happen five or six months later:..And two rounds of elections have been there. And from the reports which I gather from newspapers and from my friends, I feel that BJP will go down. Their numbers will go down. Congress will come up.

But nobody can get a majority it seems. Because they are dependent, now the coalition partners are there with the Congress, with the BJP. It seems eight or nine parties have deserted the BJP. Who they are, I do not know. How many MPs they have, I do not know. But in any case, looks like to me a hung parliament may come off. And then, parties have to sit together, non-communal parties on the one side, communal parties on the other side and then decide on the minimum programme, on which we lay a lot of stress, it has to be there. (It) cannot be any party's programme but minimum common programme as we have in West Bengal, and then we have to choose the prime minister also.

So that is what we are telling the people during election meetings that eight or nine have left them. I do not know all of them. So they have also to think if they are non-communal, if they are secular. But BJP very soon found out after spending crores of government money on ads...

▮ India Shining...

Feel good, India Shining and all the rest of it, that didn't work. So they brought into the forefront the RSS, VHP, Bajrang Dal and all their programmes. Other, Hindutva or what they call Hindutva.

▮ Hindutva, I think, and also Sonia Gandhi's foreign origin, which is now emerging...

That also I will come (to)...but that I don't think is having much effect. I don't know in the northern part of India but here, it doesn't have any effect. But there are some people even in the Congress who talk about this foreign origin.

▮ Who feel uneasy?

But we can't stop her. Because if she wants to become the prime minister, (she is) the largest party leader. Because under the Constitution, she is an Indian citizen. She has all the rights which Indian citizens have.

She has been working very hard, it seems. Her only problem was Hindi. So I asked her. She said no, my children of course speak Hindi very well, but I have also picked up.

▮ When did you ask her about her Hindi?

I asked her...

▮ No, when sir?

That was about three, three or four months back. When I was ill, I went to hospital for four-and-a-half days. I went for my Central Committee meeting. I came back home, then she came and saw me.

▮ And, you questioned her on her Hindi?

Then, I said, of course we spoke in English, but (laughs) I said that (her picking up Hindi) is very good because that is what you need, particularly in northern India where you are standing for the elections.

▮ What other advice did you give her? That's fascinating...

No, we told her from the party that you must talk about a coalition. In India today, unfortunately after 56 years of Independence, we don't have the two-party system. Two-party system will not work. So one has to have allies and you must seek allies even before the election. We shall support you, your candidates wherever we are not there. Kerala, Tripura...

▮ What other personal advice did you give her besides saying learn Hindi and talk about coalitions?

We told her that you must mix with the people that you know very well. You've been to meetings during

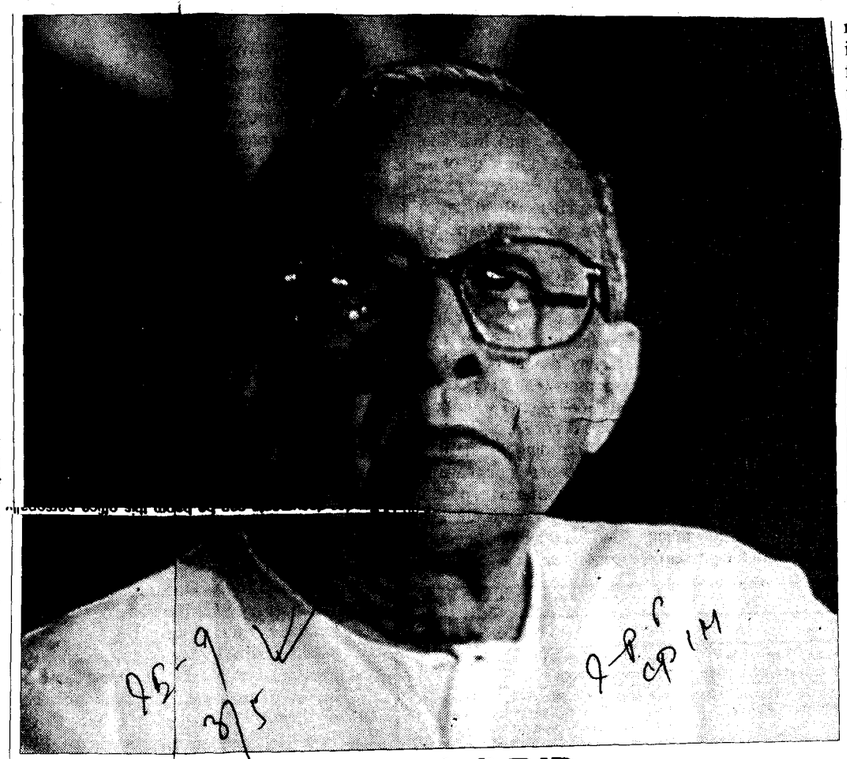

Eight-nine partners have left BJP. I don't know which but it looks like a hung parliament may come off. Parties have to sit together, and then decide on the minimum programme. It has to be there, it cannot be any party's programme...Cong has to agree to a common minimum programme

But that went down. Indonesia went down. And there's a book written by the chief economic advisor to the World Bank...

▮ (Joseph) Stiglitz?

Stiglitz. I read that, it's wonderful...from his experience...

▮ *Globalisation and its Discontents*...

Yes. He says it's not working, particularly...

▮ But sir, even he's not anti-reform, anti-globalisation or anti-reform

writes, Stiglitz, that even in America, the poorer sections, the numbers of poor people have grown.

▮ But sir, when your government here or your successor's invites MNCs, or gets Japanese investment, Mitsubishi...or gets the DFID money to close down loss-making companies, is that a good thing or a bad thing?

No, no, Mitsubishi was already there. During my time, they came. When Haldia Petrochemical (came

have earlier also helped us in education.

▮ So you approve of that?

I have no objection. No conditionality should be there. And they come every year to see what is happening, on the ground.

▮ So you don't mind investment...

If there are mutual interests, I don't mind.

▮ ...or deregulation?

nity. Knowing who I am—a Marxist, a Communist, in the party here, for so many years I've been in politics, they invited me because they had no other prime minister in view. So we thought that even if we last for one year in that coalition with myself as the prime minister and our party joining it, then people would understand backward sections of the people. In many places, they don't even know us. What we are all about.

▮ Sir, why do you say the opportunity is lost? It could happen again this election?

It could but at that time, I said I don't see any possibility. Even today, you see, if in the coalition the Congress wins, for instance, the largest non-communal party, they have to agree to a minimum programme. Otherwise...

▮ And then, for a coalition to last, it will have to have the Congress in it and in front...

That's right. And they have no experience of running a coalition and that is our difficulty. But I am sure that they will learn. People will teach them.

▮ Sir tell me, one last word. the other senior politician in our system besides you is Mr Atal Behari Vajpayee. You've known him for a long time. Sir, what is your view on him?

I know all of them. Advani, I know. V P Singh sent me to him before the break-up of the government (saying) please prevent him from this rath yatra. I went to his house, I sat there, argued with him. He would not agree. And again, he's started this rath yatra. And thousands were killed at that time.

▮ But you've said uncomplimentary things about him. I think you've called the BJP barbarians and you said you will never speak with Mr Advani again.

3 MAY 2004
AAJKAL

প্রধানমন্ত্রী কে? সরকারে সি পি এম? ভোটের পর ধর্মনিরপেক্ষ সরকার হলে আমরা ঠিক করে নেব : বসু

আজকালের প্রতিবেদন: 'আমরা অপেক্ষা করছি। ভোটের পর ধর্মনিরপেক্ষ, কোয়ালিশন সরকার যখন গঠিত হবে তখনই আমরা বসে ঠিক করব প্রধানমন্ত্রী কে হবেন, সি পি এম সরকারে যাবে কি না।' রবিবার একটি বেসরকারি চ্যানেলে এ কথা বলেন সি পি এম পলিটব্যুরো সদস্য এবং রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। খোলামেলা এক সাক্ষাৎকারে লোকসভা নির্বাচন ও জাতীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন তিনি। বলেন, 'দেরিতে হলেও যৌথ প্রক্রিয়ায় সরকার গঠনের গুরুত্ব এখন কংগ্রেসও বুঝেছে। এবারের নির্বাচন যে জটিল পরিস্থিতিতে হচ্ছে তাতে কোনও একটি দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে পারে না। ধর্ম ও জাতপাতের ভিত্তিতে দল গড়ে উঠছে। আমরা চাই অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ সরকার তৈরি হোক দিল্লিতে। ত্রিশঙ্কু লোকসভা হলে সি পি এমের ভূমিকা কী হবে, প্রধানমন্ত্রী কে হবেন তা ঠিক করা হবে নির্বাচনের ফল বেরনোর পরেই।' জ্যোতি বসুকে প্রশ্ন করা হয়, আবার যদি প্রধানমন্ত্রিত্বের সুযোগ আসে সি পি এম কী করবে? বসুর চটজলদি উত্তর: 'আমরা যোগ দেব কি না সে প্রশ্ন ৯৬ সালেও উঠেছিল। তখন ১২ পার্টির যুক্তফ্রন্ট সরকার। প্রধানমন্ত্রিত্ব নিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটি ও পলিটব্যুরোতে ২ বার করে আলোচনা হয়। আমরা যারা মনে করতাম প্রধানমন্ত্রিত্বের সুযোগ নেওয়া উচিত তারা দলে সংখ্যালঘু ছিলাম। ভোটাভুটিতে আমরা হেরে যাই। আবার সুযোগ এলে সেটা পরেই ঠিক হবে।' মুলায়ম সিং প্রসঙ্গে জ্যোতি বসু বলেন, 'সংবাদপত্রে দেখছি মুলায়ম বি জে পি-র ব্যাপারে নরম। আমি আশ্চর্য হচ্ছি। এর আগেও একবার বি জে পি যখন ১ ভোটে হেরে যায় তখন কংগ্রেস-সহ ধর্মনিরপেক্ষ জোটের সরকার গড়ার সুযোগ আসে। মুলায়ম বলেন, কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকারে আমরা যোগ দেব না। তাঁর এই মনোভাব সাম্প্রদায়িক জোটের সুবিধে করে দেয়।' চন্দ্রবাবু নাইডু সম্পর্কে বিরক্ত বসুর মন্তব্য: 'একদম সুবিধেবাদী মানুষ। ১২ পার্টির যুক্তফ্রন্ট সরকারের আহ্বায়ক ছিলেন। অথচ এখন বি জে পি-র সঙ্গে! আমার তো বিশ্বাস হয় না উনি আবার ধর্মনিরপেক্ষ জোটে আসবেন। তবে এলে মানুষের কাছে ভুল স্বীকার করতে হবে।' ১৯৮৯ সালে শহিদ মিনারে বাজপেয়ীর সঙ্গে এক মঞ্চে হাত মেলানোর অভিযোগের জবাবে সি পি এম পলিটব্যুরো সদস্যের ব্যাখ্যা স্পষ্ট। বললেন, 'ভি পি সিং-কে আমরা সাবধান করেছিলাম বি জে পি সম্পর্কে। বলেছিলাম, ওঁদের সঙ্গে নির্বাচনী প্রচার কিছুতেই করব না আমরা। পরে ভি পি-র অনুরোধে কলকাতায় কংগ্রেস-বিরোধী সরকার গঠনের 'বিজয় দিবস' পালন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলাম। বিজয় দিবসে থাকা আর ভোটের প্রচার একসঙ্গে করার মধ্যে পার্থক্য অনেক। এটা না বুঝেই 'অর্ধসত্য অভিযোগ, করা হয়ে আমাদের সম্পর্কে।' এই সময় আদবানির রথযাত্রা নিয়ে বসু বলেন, 'আদবানিকে বহুবার বলেও নিরস্ত করা যায়নি।' জ্যোতিবাবুকে প্রশ্ন করা হয়— সাম্প্রদায়িক বি জে পি-র পাশাপাশি ধর্মনিরপেক্ষ কংগ্রেসও হিন্দুত্ব সম্পর্কে নরম মনোভাব দেখিয়েছে। এই দুটি দলের স্ববিরোধিতার প্রেক্ষিতে জনগণ কোন পথে হাঁটবেন? জ্যোতি বসুর উত্তর : 'বিকল্প সরকার গঠনের চেষ্টাই তো করছি আমরা।' কেন্দ্রের বি জে পি সরকারের 'ফিল-গুড'-এর ব্যাখ্যাও দেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, 'কোনও অ্যাড-এজেন্সি বোধ হয় ওদের বুঝিয়েছে, এই স্লোগানে কাজ হবে। কিন্তু কাজ হয়নি। তাই এখন আদবানির মতো লোককেও বলতে হচ্ছে কৃষকদের মধ্যে ফিল-গুড হাওয়া নেই।' রাজ্যের তৃণমূল-বি জে পি জোট সম্পর্কে বসুর বিশ্লেষণ : 'আমাদের কাছে লজ্জার বিষয় যে বিধানসভায় প্রতিনিধিত্ব না থাকা সত্ত্বেও লোকসভায় বি জে পি এ রাজ্যে দুটি আসন পেয়েছে। আর তৃণমূলের তো নীতির বালাই নেই। ওদের সবচেয়ে বড় অপরাধ এখানে বি জে পি-কে ডেকে আনা।' জ্যোতি বসু বলেন, 'সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব [illegible] সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির পতনের ফলেই [illegible] কমিউনিজম নিয়ে অনীহা তৈরি হয়েছিল [illegible] আমাদের জনসভায় ৯০ শতাংশ শ্রোতাই [illegible] আমাদের পার্টিরও দুর্বলতা আছে। যেভাবে এগোনো উচিত ছিল তা না হওয়ায় আমাদের শক্তি [illegible] সীমিত।' এই প্রসঙ্গে জ্যোতি বসুর ব্যাখ্যা : [illegible] (দলিত, অচ্ছুত-সহ জাতপাতের সমস্যায়) আমাদের যেভাবে এগোনো উচিত ছিল, তা হয়নি। গত পার্টি কংগ্রেসেও এ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু কার্যকর হওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে।' সব শেষে প্রবীণ জননেতার আর্তি— 'ভারতের রাজনীতি খুব কঠিন অবস্থার মধ্যে আছে। তাই মানুষকে বলছি, ভেবেচিন্তে ভোট দিন। দেশ যেন ধর্মের ভিত্তিতে আর ভাগ না হয়।' তাঁর মন্তব্য : 'এই বয়সে এখন একটাই চিন্তা, ভারতবর্ষের কী হবে?'

তিনি বললেন

রবিবার বারাসত কাছারি ময়দানে ফ্রন্ট প্রার্থী সুব্রত বসুর সমর্থনে ভাষণ দিলেন বর্ষীয়ান নেতা জ্যোতি বসু। অসুস্থ ছিলেন, চেয়ারে বসেই বললেন। তিনি যা বললেন:

- **তৃণমূলকে শেষ করতে পারলেই এ রাজ্যে শেষ হবে বি জে পি।**
- **বামফ্রন্টের প্রতিনিধিত্ব বাড়ালে আমাদের বাদ দিয়ে কোনও সরকারই হবে না দিল্লিতে।**
- **মমতার আমেরিকার ডিগ্রি যেমন মিথ্যে, তেমনি তিনি নিজেও মিথ্যে বলতে ওস্তাদ।**

নো সোনিয়া : দেবরাজন

'সোনিয়াকে প্রধানমন্ত্রী মানব না।' বললেন ফরওয়ার্ড ব্লকের সর্বভারতীয় সম্পাদক জি দেবরাজন। তিনি বলেন, 'নির্বাচনে ধর্মনিরপেক্ষ জোট যদি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়, সে-ক্ষেত্রে সোনিয়া গান্ধীকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মানা হবে না। জ্যোতিবাবু সোনিয়ার প্রধানমন্ত্রিত্ব নিয়ে যা বলেছেন তা ওঁর ব্যক্তিগত মত।'

দেবগৌড়া বললেন: রবিবার কলকাতা বিমানবন্দরে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বাংলায় আসন বাড়বে বামফ্রন্টের। কেরলেও তারা ভাল ফল করবে।'

বামফ্রন্ট প্রার্থী সুব্রত বসুর সঙ্গে জ্যোতি বসু। কাছারি ময়দানের জনসভায়, রবিবার। ছবি: ভবতোষ চক্রবর্তী

DYFI supporters flout one-way and leaders' rally pledge

Cadre do what CM can't

OUR SPECIAL CORRESPONDENT

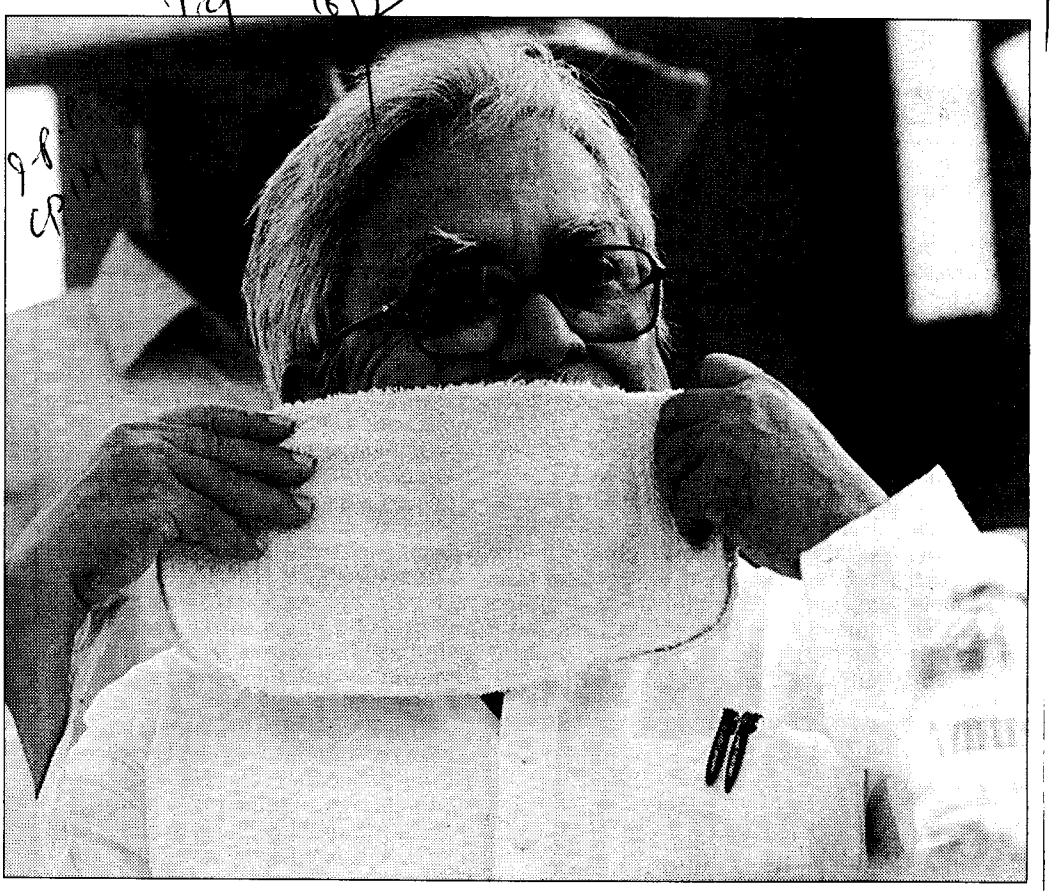

SPEAK NO EVIL: Biman Bose at the Maidan rally. Picture by Amit Datta

Calcutta, Feb. 15: Three days after his defence of utterances against Justice Amitava Lala's rein-rally ruling in an affidavit, Biman Bose held court in the Maidan with the chief minister by his side and presided over a programme that broke almost every promise the government made to the judiciary in an affidavit last year.

The Left Front chairman did not repeat the fire-and-brimstone performance he gave on October 4 last year. He spoke for two minutes. But his followers — members of the Democratic Youth Federation of India, the CPM's youth wing, made up for his restraint, frustrating Calcuttans and the high court's efforts to fine-tune urban life.

Rules were flouted in front of policemen who had, by then, sensed that "cooperating" with cadre from the ruling party would be wiser as rallyists took over the heart of the city.

Vehicles, mostly motorcycles and autorickshaws, ferrying rallyists to the Brigade Parade Grounds broke one rule that even the chief minister's convoy would not flout unless in an emergency. They poured into the venue from the east along Park Street and its extension, on the other side of Chowringhee, flouting the one-way rule in place every day.

The others broke the promise the government had made to the judiciary in an affidavit filed by advocate-general Balai Ray last year — that it would ask all parties to leave a portion of the carriageway for motorists.

The most important clause in that affidavit was given the go-by as DYFI supporters took up the entire width of Chowringhee Road, Park Street Extension, S.N. Banerjee Road and Dharamtala Street in the run-up to the rally.

That the DYFI was on to something was evident from noon. There was no crowd — early marchers were trooping in in small groups — but there was a band of volunteers "helping" policemen control traffic at the Park Street-Chowringhee crossing.

By the time the rallies started coming one after the other, the police had been relegated to helping. Around 2 pm, they gave up altogether, leaving traffic completely at the mercy of the "volunteers". The police later said 400,000 people converged on the Maidan.

One intrepid Calcuttan, who gathered up the courage to wonder aloud why the multiple rallies were not keeping to one side of the road, got his reply. "Marching in narrow files will delay us; as it is, we are late for the 2 pm start," said one from the crowd.

At the rally, chief minister Buddhadeb Bhattacharjee asked CPM workers and sympathisers to reach every poor household and let it be known that the government is not going to impose tax on cattle, domestic animals and rural transport.

Bhattacharjee sought to clear doubts among the rural poor as the main Opposition party, the Trinamul Congress, has made rural taxes a plank for the Lok Sabha elections. "We are not mad that we will impose taxes on cattle, domestic animals and rural transport. But the Opposition parties are campaigning against us and trying to mislead the poor," the chief minister said.

THE TELEGRAPH 16 FEB 2004

হাড়োয়া-কাণ্ডে শাসক পক্ষের দু'মুখ

বুদ্ধ বলেন মরূদ্যানই, অনিলের মতে দুঃখের

স্টাফ রিপোর্টার: হাড়োয়ায় বিয়েবাড়ির গাড়ি থামিয়ে লুঠ এবং মহিলাদের শ্লীলতাহানির ঘটনায় ভিন্ন সুর শোনা গেল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবং সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাসের গলায়।

শুক্রবার বুদ্ধবাবু যখন বলেছেন, 'এখনও আমি দাবি করছি, পশ্চিমবঙ্গ আইনশৃঙ্খলার ক্ষেত্রে মরূদ্যান,' তখন অনিলবাবু বলেছেন, 'হাড়োয়ার ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক। এমন জঘন্য অপরাধমূলক ঘটনা কেন ঘটল, রাজ্য সরকার তা দেখছে। এমন ঘটনা দমন করতে এবং অপরাধীদের শাস্তি দিতে রাজ্য সরকার সক্রিয় এবং সক্ষম। অপরাধীরা রেহাই পাবে না।" মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রীর কথায় স্পষ্ট যে, রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির নিরিখে ওই ঘটনাকে তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন না। রাজ্যের 'মরূদ্যান' তকমা বহাল রেখেই বুদ্ধবাবু সাংবাদিকদের বলেন, "কোন রাজ্য আমাদের চেয়ে ভাল? একটার নাম করুন।"

এর আগেও মাদ্রাসা, সংবাদমাধ্যমের হাসপাতালে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা এবং চিকিৎসকদের শাস্তি প্রসঙ্গে সরকার এবং দল ভিন্ন সুরে কথা বলেছে। এই নিয়ে চতুর্থ ঘটনায় সরকার ও দল বিপরীত কথা বলল। লোকসভা ভোটের মুখে এই ঘটনা নিঃসন্দেহে উভয় পক্ষকেই অস্বস্তিতে ফেলবে। সেটা বুঝেই হাড়োয়ার ঘটনার সি বি আই-তদন্ত দাবি করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা রাজ্যের প্রধান বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

তবে অনিলবাবু এ কথাও বলেছেন যে, "মহিলাদের শ্লীলতাহানির কোনও ঘটনা ওখানে ঘটেনি।" একই কথা বলেছে পুলিশ। বিরাট বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে তদন্ত চালিয়ে আই জি (দক্ষিণবঙ্গ) দেবেন বিশ্বাস মিনাখাঁ থানায় বসে বলেন, "ওখানে বিয়েবাড়ির গাড়িতে ডাকাতি ও ছিনতাই হয়েছে। তবে শ্লীলতাহানির অভিযোগ নেই। দুষ্কৃতীদের ধরার চেষ্টা চলছে।"

দেবেনবাবু আরও বলেন, "নির্যাতিতাদের সঙ্গে কথা বলেছি। তাঁরা কেউই শ্লীলতাহানির অভিযোগ করেননি।" তবে পুলিশের ভূমিকায় বিরক্ত সি পি এমের মিনাখাঁ ১ নম্বর লোকাল কমিটির সদস্য রামচন্দ্র মণ্ডল বলেন, "শ্লীলতাহানি হলেও কেউ প্রথমেই পুলিশের কাছে অভিযোগ করে না। পরিস্থিতি জেনে পুলিশকেই ব্যাপারটা খুঁজে নিতে হয়।" রাজ্যের আই জি (আইনশৃঙ্খলা) চয়ন মুখোপাধ্যায় বলেন, "মহিলা পুলিশ দিয়ে ওই মহিলাদের জেরা করানোর পরেও তাঁরা শ্লীলতাহানির কথা অস্বীকার করলে পুলিশের কিছু করার নেই।" ঘটনাস্থলে অবশ্য কোনও মহিলা পুলিশ চোখে পড়েনি। গিয়েছে রাজ্য গোয়েন্দা পুলিশ।

হাড়োয়া থেকে নির্মল বসু জানাচ্ছেন, এ দিন ছিল দয়ালকৃষ্ণ বারুইয়ের ছোট ভাই কৃষ্ণপদের বৌভাত। কিন্তু এই ঘটনার পরে সুর কেটে গিয়েছে উৎসবের। হাড়োয়া, মিনাখাঁ এবং ভাঙড়ের ঘুশিঘাটা, লাউগাছি ও ঘোষপুর অঞ্চল দুষ্কৃতীদের আতঙ্কে এখনও থমথমে। এতটাই যে, ঘোষপাড়া বাজার থেকে খানিকটা দূরে কুলটি পঞ্চায়েত দফতরে বসে পঞ্চায়েতের সি পি এম সদস্যেরা নাম জানাতে অস্বীকার করেন। তাঁদের কথায়: "গাড়ি থামিয়ে মহিলাদের উপরে অত্যাচার ও লুঠ এই প্রথম নয়। এর আগেও বহু বার এই ঘটনা ঘটেছে। কোনও ঘটনারই কিনারা হয়নি।"

ওই ঘটনার পর 'ব্যাপক তল্লাশি' চললেও পুলিশ আর কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি। খুঁজে পায়নি যে-লরি দিয়ে রাস্তা আটকে ডাকাতি হয়েছিল, তার চালককে। বিয়েবাড়ির তিনটি গাড়ি ছাড়া অন্য যে-সব গাড়িতে একসঙ্গে লুঠপাট হয়েছিল, সেগুলিরও হদিস পায়নি পুলিশ। উদ্ধার হয়নি লুঠ-হওয়া জিনিসপত্রও। ঘটনার পরেই যে পাঁচ সি পি এম-সমর্থককে গ্রেফতার করা হয়েছিল, তাদের এ দিন আদালতে হাজির করানো হয়। তবে সি পি এমের লোকজন দাবি করেছেন, ধৃতেরা এক সময় খারাপ থাকলেও এখন মূল স্রোতে ফিরে এসেছে। তারা ঘোষপুরের ঘটনার সঙ্গে জড়িত নয়।

প্রাথমিক ভাবে পুলিশের অনুমান, বুধবার গভীর রাতে ঘোষপাড়া বাজারে গাড়ি আটকে যারা লুঠ ও শ্লীলতাহানি করেছিল, তাদের অধিকাংশই মিনাখাঁ, হাড়োয়া, ভাঙড় থানার অন্তর্গত ভেড়ি এলাকায় আশ্রয় নিয়েছে। তবে সেখানে ঢুকে তাদের খুঁজে বার করা কঠিন। বস্তুত, থানা, পুলিশ, পঞ্চায়েত, সব থাকলেও দুষ্কৃতীদের অবাধ ও নিশ্চিন্ত গতিবিধি এই মিনাখাঁয়। শুক্রবার দুপুর পর্যন্ত পুলিশকে সেখানে ঢুকতে দেখা যায়নি।

বুদ্ধবাবু যা-ই বলুন, প্রকৃত দোষীদের পুলিশ ধরতে পারবে, এমন ভরসা স্থানীয় মানুষের পাশাপাশি সি পি এম নেতাদেরও নেই। হাজার হাজার বিঘের ভেড়ি দখলে রাখতে কিছু ভেড়ি মালিক দুষ্কৃতীদের আশ্রয় দেন বলে অভিযোগ। বাসিন্দারাই জানান, দুষ্কৃতীদের হাতে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রও দেওয়া হয়। ভেড়িতে মাছ চাষ বন্ধ হয়ে গেলেই রক্ষকদের একাংশ ডাকাতির পথ বেছে নেয়।

আর এস পি-র মিনাখাঁ লোকাল কমিটির সম্পাদক ক্ষিতীশচন্দ্র দাস বলেন, "এর আগেও বহু বার ঘটকপুকুর-বাসন্তী রোডে ব্যবসায়ী ও গাড়ি থামিয়ে ডাকাতি ও মহিলা-নিগ্রহের ঘটনা ঘটেছে। মাফিয়া-রাজ চলছে।"

মিনাখাঁ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিভাসচন্দ্র মণ্ডল বলেন, "দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্য নিয়ে অনেক বার পুলিশকে বলেছি। ওই রাতে আমিও বিয়েবাড়ির গাড়িতে ছিলাম। ওরা আমাকে সরানোর জন্যও এই ঘটনা ঘটাতে পারে।"

ANADABAZAR PATRIKA 14 FEB 2004

কংগ্রেসের সঙ্গে সরকার গড়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেননি কারাত

আজকালের প্রতিবেদন: কেন্দ্রে কংগ্রেসের সঙ্গে সরকার গড়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দিলেন না সি পি এমের পলিটব্যুরো সদস্য প্রকাশ কারাত। শুক্রবার তিনি বলেন, আমাদের প্রধান শত্রু বি জে পি জোট। কেন্দ্রে যারাই বিকল্প ও ধর্মনিরপেক্ষ সরকার গড়বে, আমরা তাদের সরকার গঠনে সাহায্য করব। বাম দলগুলিকে বাদ দিয়ে কেউ সরকার গড়তে পারবে না। তার মানে কি সি পি এম সরকারে যোগ দেবে? সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের অবশ্য স্পষ্ট উত্তর দেননি। কিছুটা ঘুরিয়ে তিনি বলেন, কোনও সম্ভাবনাই উড়িয়ে দিচ্ছি না। এদিন প্রেস ক্লাবে বলেন, আমাদের লক্ষ্যই হল বি জে পি-কে ক্ষমতা থেকে সরাতে হবে। জনগণের কাছেও আবেদন করেছি। বাম দলগুলির প্রতিনিধিদের জয়ী করে শক্তি বাড়াতে হবে। যেখানে বামপন্থীরা দুর্বল, সে-ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলকে ভোট দিন। যাতে বি জে পি জোট-বিরোধী ভোট ভাগ না হয়ে যায়। তাঁর কথায়, বিকল্প ও ধর্মনিরপেক্ষ সরকার গড়তে হলে এটা করতে হবে। যদিও কংগ্রেসের সঙ্গে সি পি এম 'এখনও পর্যন্ত কোনও সমঝোতা করেনি' বলে জানিয়েছেন প্রকাশ কারাত। তিনি আরও বলেন, কংগ্রেসের নীতির বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই চলবে। 'মিট দ্য প্রেস' অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন প্রকাশ কারাত। দেশের নির্বাচন পরিস্থিতির ব্যাখ্যা করে তিনি বি জে পি এবং এন ডি এ জোটের কড়া সমালোচনা করেন। তাঁর অভিযোগ, অযোধ্যা ইস্যু নিয়ে বি জে পি এবং এন ডি এ জোটের ইস্তাহারে কোনও পার্থক্য নেই। এখনও নানা জায়গায় প্ররোচনামূলক ভাষণ দিচ্ছেন আদবানি। 'ভারত উদয়' নিয়েও মিথ্যা প্রচার চলছে। প্রকাশ বলেন, লক্ষ্ণৌয়ে গরিবদের প্রলুব্ধ করা হল। বি জে পি-র এটা শুধু নির্বাচনী বিধিভঙ্গ নয়, দুর্নীতিও। এর পরেই এক প্রশ্নের জবাবে প্রকাশ বলেন, ওদের আর্থিক নীতির বিরোধী আমরা। তবে লোকসভা ভোটের পরে পরিস্থিতি দেখে সিদ্ধান্ত নিতে চায় সি পি এম। তাঁর মতে, কংগ্রেস বা বি জে পি কোনও রাজনৈতিক দলই এখন আর একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে কেন্দ্রে সরকার গড়তে পারবে না। তাই সরকার গড়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে সি পি এম বলেই দৃঢ় বিশ্বাস করেন প্রকাশ কারাত।

ANADABAZAR PATRIKA 17 APR 2004

কংগ্রেসের দিশাপত্রে খুশি নয় সি পি এম

স্টাফ রিপোর্টার, নয়াদিল্লি, ৭ এপ্রিল— কমিউনিস্ট নেতারা একান্তে বলে থাকেন, কংগ্রেসের উপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করে ওই দলের অর্থনৈতিক কর্মসূচি পাল্টানোই তাঁদের লক্ষ্য। কিন্তু আজ যখন কংগ্রেস কার্যত পুরনো সমাজবাদী পথটিকেই আবার আঁকড়ে ধরেছে, তখনও খুশি নন তাঁরা। সি পি এমের সীতারাম ইয়েচুরি বলেছেন, "এটা পুরোপুরি চোখে ধুলো দেওয়ার চেষ্টা। কংগ্রেস দেখাতে চেয়েছে, যে কাজটা (সংস্কার) বি জে পি ঠিকমতো করতে পারেনি সেটাই ওরা আগে করেছে এবং ভবিষ্যতেও করে চলতে চায়।"

কোথায় আপত্তি সি পি এমের? ইয়েচুরি বলেছেন, "কংগ্রেস বলেছে ওরা বেছে বেছে বিলগ্নীকরণ করতে চায়। কিন্তু তার সূত্র কী হবে তা এখনও স্পষ্ট করেনি।" সীতারামের বক্তব্য, "আমরা চাই লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বিলগ্নীকরণ পুরোপুরি বন্ধ হোক।" তাঁর দ্বিতীয় আপত্তি, ক্ষমতায় এলে পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে কী ভাবে লগ্নি করতে চায় তা স্পষ্ট করেনি কংগ্রেস। তৃতীয় প্রশ্ন, "দারিদ্র দূরীকরণের জন্য কী ধরণের কর্মসূচি নেবে কংগ্রেস? কারণ প্রথমে তো তাদের ভূমি সংস্কার করতে হবে।" প্রসঙ্গত, কংগ্রেসের দলিলে অবশ্য ভূমি সংস্কারের উল্লেখ আছে।

বি জে পির মুখপাত্র অরুণ জেটলি আজ কংগ্রেসের এই দলিল সম্পর্কে বলেন, "চৌত্রিশ বছর পরে কংগ্রেস আবার 'গরিবি হঠাও'-এর স্লোগান তুলেছে। এর মধ্যে বাইশ বছর কংগ্রেসের শাসন ছিল। এই দলিলের একটাই উদ্দেশ্য, ভারতের প্রগতিকে ছোট করে দেখানো।" তাঁর প্রশ্ন, যদি গরিবি না-হঠে থাকে, তার দায় কার? গ্রামে রাস্তা নেই, বিদ্যুৎ নেই, দায়ী কে? জেটলি বলেন, "ওরা যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তা পূরণ করতে পারেনি। এ সবই তো অতীতের গালভরা কথার পুনরাবৃত্তি।" তাঁর মতে, আর্থিক প্রগতি আগেও হয়েছে, কিন্তু বাজপেয়ীর সময়ে যা হয়েছে তার তাৎপর্য আলাদা। কারণ, একটা বড় ভিত্তিভূমির উপর দাঁড়িয়ে এই বৃদ্ধি হয়েছে।

সমাজবাদী পার্টি প্রসঙ্গে। বামপন্থীদের জন্যই উত্তরপ্রদেশে ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিগুলির ঐক্য হয়নি বলে মুলায়ম সিংহ যাদবের মন্তব্যে চটে গিয়েছে সি পি এম। দলের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সি পি এম বরাবরই মুলায়মকে উত্তরপ্রদেশের সব চেয়ে শক্তিশালী ধর্মনিরপেক্ষ নেতা বলে মনে করে। কিন্তু সমাজবাদী পার্টিই জানুয়ারি মাস থেকে বলে এসেছে, তারা একা লড়বে। এই অবস্থায় উত্তরপ্রদেশের কিছু আসনে বামপন্থীরা একাই লড়বেন এবং মানুষের সমর্থন চাইবেন বলে দল জানিয়েছে।

সনিয়াকে বিদেশিনি আখ্যা বরুণ গাঁধীর

আমদাবাদ, ৭ এপ্রিল— বিদেশিনি প্রসঙ্গে সনিয়াকে এ বার এক হাত নিলেন গাঁধী পরিবারের আর এক সদস্য বরুণ। এখানে বিজেপি-শিবসেনা আয়োজিত একটি সভায় যোগ দিতে এসে বরুণ বলেন, এক বিদেশিনির কাছে মাথা নত করা থেকেই পরিষ্কার, কংগ্রেস ক্রমশই খেই হারিয়া ফেলছে। যে দল দেশের স্বাধীনতার নেতৃত্ব দিয়েছে তারা এক বিদেশিনির কাছেই নেতৃত্বের জন্য দরবার করছে, এটা অত্যন্ত লজ্জাজনক। দেশের নেতৃত্ব দেওয়ার সঠিক লোক এখন অটলবিহারী বাজপেয়ী। — পি টি আই

ANADABAZAR PATRIKA

8 APR 2004

Congress has not learnt any lessons: CPI(M)

By Our Special Correspondent

NEW DELHI, MARCH 17. The Communist Party of India (Marxist) manifesto released here today said the Congress has not learnt any lessons from the past.

It alleged that its economic policies were not different from those of the BJP. Criticising the policies pursued by the BJP-led Government, the manifesto promised a comprehensive set of economic policies to replace the existing ones.

It went on to state that people opposed to the BJP rule expected a "firm defence of secularism and democratic values, not a vacillating and compromising role." The party said that the Ayodhya dispute should be decided by the judiciary and no other process would be acceptable to it.

Besides promising to promote secular values, strengthen federalism, the party said the "pro-imperialist" foreign policy of the Vajpayee Government should be reversed. It charged that instead of working towards a multi-polar world, the NDA Government gave only "lip service" to it. On the issue of workers' rights, the CPI(M) said it would strive for a legislation to annul the Supreme Court judgment prohibiting strikes. It said India should ratify the International Labour Organisation convention 151 which accords government employees the rights which other citizens enjoy, subject to their administrative responsibilities.

The party advocated a series of steps to correct the situation in the agriculture sector, especially in the wake of the WTO including patents, service and water resources.

In order to prevent any infringement of the freedom of expression of the media, it was necessary to codify the laws relating to legislative privilege, the manifesto said. Parliament and state legislatures should undertake this task, it said. It also suggested that cross-media ownership should be prohibited to prevent monopolies.

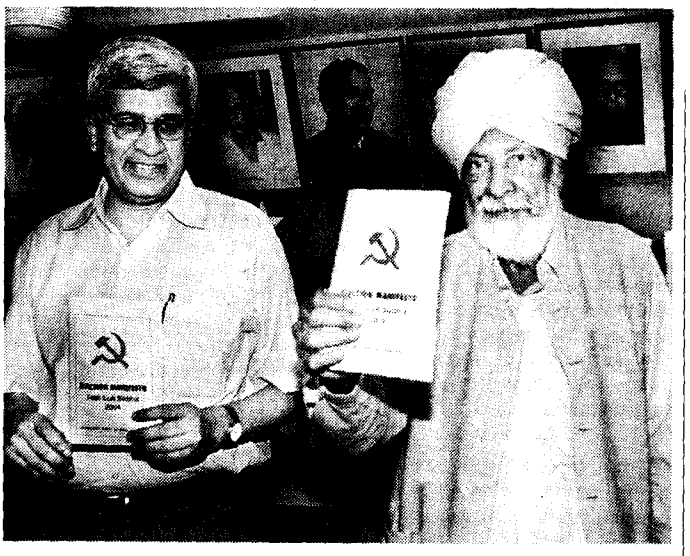

The Communist Party of India (Marxist) leaders, Harkishan Singh Surjeet (right) and Prakash Karat, releasing the party's election manifesto in New Delhi on Wednesday. — Photo: S. Arneja

THE HINDU 18 MAR 2004

Advani faces Left ire for criticism

Remarks On Communist Role In Independence Spark Trouble

Our Political Bureau
NEW DELHI 11 MARCH

THE CPI(M) on Thursday hit back at deputy prime minister L.K. Advani for his alleged remarks criticising the role of the Communists during the freedom movement by citing the role of the RSS during the period. Angry over Mr Advani's remarks on the inaugural day of his rath yatra, the CPI(M) alleged that like the deputy prime minister himself there was no single leader of the RSS who can claim to have played any worthwhile role in the freedom struggle.

Any mention about the role of the Communists during the freedom struggle, especially during the Quit India movement of 1942, provokes an angry retaliation from the Leftist historians. A section of historians have extensively chronicled their alleged sabotage of the movement and their attempts to denigrate leaders such as Mahatma Gandhi and Netaji Subhash Chandra Bose — charges which have been rubbished by the major Left parties.

As Mr Advani sought to re-open old wounds, the CPI(M) lashed out at him, describing him as ignorant and his assertions as ridiculous, false and malicious. Mr Advani, who kicked off his yatra from Kanyakumari in Nagercoil, where the BJP's sitting MP Pon Radhakrishnan is pitted against a CPI(M) candidate, accused the Communists of contributing to the divisiveness of the country and said when patriots such as Kamraj fought for the country's independence, the role of the Communists is known to the whole country.

Senior CPI(M) politburo member Prakash Karat, addressing a press conference here on Thursday, countered: "Mr Advani should answer who were the leaders of his parent organisation, the RSS, or, even the Bharatiya Jan Sangh in Tamil Nadu who played a prominent role in the freedom struggle."

He said top Communist leaders like P. Ramamurti, Jivanandan, N. Shankaraiah, A.S.K. Iyengar and others were in forefront of the national movement in the state and were in jail along with Kamraj. The Communist Party in Tamil Nadu was formed by leaders who belonged to the Congress-led national movement.

The Economic Times 12 MAR 2008

THE STATESMAN

11 MAR 2001

Reds counter feel-good with Saffron icon

Tirthankar Mitra in Kolkata

KOLKATA, March 10. — Any port in a storm? After invoking the names of Tagore and Vidyasagar, the CPI-M leadership has quoted Swami Vivekananda to rubbish BJP's "feel-good" factor.

A 20-page booklet brought out by the party's state committee quotes Swami Vivekanda's concern for the people of the country "living in hunger and ignorance". "I hold everyone traitor who has been educated at their expense and pay no heed to them. No amount of politics can be of any avail until the masses of India are well fed, well educated and well cared for," the booklet states quoting him.

The BJP leadership quotes Swami Vivekananda at the drop of a hat, the booklet points out. What would the traders of "Bharat Uday" say at these words of Swami Vivekananda ?

In whose interest is the NDA government working? The "deprived millions" will reply to this "deprivation" in the coming parliamentary elections, it hoped.

With the heading, "Astachale Bharat Gourab" — the sunset of India's glory — the booklet punches holes in the NDA government's claims of its achievements in various sectors which culminates in the "feel-good" factor. These areas are agriculture, providing good quality seeds and technology, irrigation, fertilisers and insecticides, capital, good prices for the produce, rural development, industry and workers, dangers of communalism and scams.

With the CPI-M's bete noire Miss Mamata Banerjee being the Union coal minister, the coal industry comes in for special mention. Though Miss Banerjee had turned down this portfolio earlier, she accepted it on 8 January.

The fear of being denied any ministerial portfolio made her accept it, the booklet observed. Assuming charge she made a five-fold announcement, including no mines will be closed, there will be no retrenchment and there will be no privatisation in the coal industry.

What about Miss Banerjee's promise to the deaf-mute girl whom she took to Mr Jyoti Basu in the Writers Buildings' ? But let that question pass, the booklet observed.

The booklet recalled her meeting with workers before last parliamentary elections before the MAMC gates in Durgapur where she promised that the unit will not be closed. Miss Banerjee has assured that there will not be any retrenchment in the coal sector. But workers are already being reduced in this sector, it stated.

With all the LF candidates in the state announced today, the campaign will start in right earnest. Hopefully none of the party faithful will raise questions at the leaders' invoking Swami Vivekananda's like that of the NDA leaders.

Marx matter for Class VIII students...

KOLKATA, March 10. — Mr Sobhandeb Chattopadhyay, Trinamul Congress legislator and the Opposition Chief Whip in the West Bengal Assembly, today demanded the withdrawal of the history text book for students of Class VIII entitled *School History* by Mr Gouri Shankar Bandopadhyay as the "book has been distorted deliberately to help (propagate) Marxist ideology." Speaking in the Assembly during the mention hour Mr Chattopadhyay said that only 16 lines have been devoted to Maratha history where as 42 lines have been devoted to Karl Marx. Again, in the chapter on freedom movement there is no photograph of Gandhiji, Nehru, Netaji or Chittaranjan Das. There is no mention of Bankim Chandra and Vande Mataram but photographs of Lenin, Stalin, and Mao adorn the printed pages. In the chapter on the Peasant and Workers' movement the picture of Muzaffar Ahmed has been printed. "It is a clear case of brainwashing of the students in a systematic manner by the Marxist government," he observed. Mrs Mina Santani of the CPI-M today demanded a statement by the school education minister, Mr Kanti Biswas, in connection with the Madhyamik English question paper held yesterday. — SNS

PDP committed to Bill: Mehbooba

By Shujaat Bukhari

SRINAGAR, MARCH 10. The People's Democratic Party (PDP) president, Mehbooba Mufti, said today that her party was committed to the Permanent Residents (Disqualification) Bill.

In a statement here, Ms. Mufti said, "Our party stands committed to the provisions of the Bill and there is no question of diluting the same." The PDP would soon launch a campaign to educate the masses on the importance of the Bill for maintaining and safeguarding the special status that Jammu and Kashmir enjoyed under Article 370 of the Constitution.

Ms. Mufti accused the National Conference (NC) of joining hands "with known enemies of Kashmir and Kashmiriyat" in a bid to create political instability and also to vitiate the otherwise peaceful atmosphere in the State. "Vested interests are trying to weaken the special status of the State and create misunderstanding and misgivings among the people of the three regions of the State."

The impression that the Bill favoured a particular region or community or was against the interests of any region was totally false and baseless, she said. The proposed law, she claimed, would benefit every citizen.

The pro-PDP women's organisation, Khawateen-e-Kashmir, supported the bill.

"We request you to tell the members of the Upper House about the importance of the Bill, which is to protect the separate identity of the State and its constitutional relationship with India," the organisation's spokesperson, Nasreen Manzoor Malik, said. She urged the Chairman of the Legislative Council, A.R. Dar, to inform the House about the feelings and sentiments of Kashmiri women about the law.

Ensure smooth passage, says Omar

The NC president, Omar Abdullah, said the ruling PDP must vote for the Bill along with the NC to ensure its smooth passage.ddressing a meeting of party MLCs, Mr. Abdullah said the PDP should "desist from its usual habit of succumbing to pressures to stay in power..." The NC had consistently demonstrated its resolve to uphold, protect and preserve the sanctity of Article 370 of the Constitution and would continue to do so, he said.

No backing out from women's bill: PDP

Arun Joshi
Jammu, March 9

J&K's RULING People's Democratic Party (PDP) is prepared to sacrifice its government but it will not back out of the controversial "anti-women" Bill, which will be put to vote in the Upper House on Thursday.

Brushing aside pleas to "reconsider" the Permanent Resident Status (Disqualification) Bill, 2004, PDP chief Mehbooba Mufti said there was no backing out on the issue. "We are prepared for all this," she said.

Her assertion has come after Chief Minister Mufti Mohammad Sayeed told Prime Minister A.B. Vajpayee on Monday that it would be difficult for him to go by his advice. "You are leaving no space for us to survive politically in Kashmir," sources close to him quoted him as having told the PM.

Asked what would happen if coalition partner Congress — which initially supported the Bill but now wants it referred to a committee — withdrew support, Mehbooba shot back: "The government falls. We will go back to the people."

Sources close to the chief minister said he has worked out all options and may either seek a fresh mandate or cobble together another coalition if the Congress walked out of the government.

REUTERS
A woman protests outside the J&K chief minister's office in Jammu on Tuesday.

The Congress has 20 MLAs and the government currently has the support of 57 legislators in the 87-member J&K assembly.

The sources said the Mufti was also banking on the support of some MLAs in other parties, including the Panthers Party, in which three of the four MLAs are unhappy with party chief Bhim Singh. Singh had on Monday threatened to pull out of the government if the Bill was not withdrawn.

THE HINDUSTAN TIMES 10 MAR 2004

Trinamul chief faces revolt from within

Anindya Sengupta in Kolkata

March 4. — Badly let down by his once-trusted leader, Mr Kalyan Bandopadhyay, Trinamul MLA, has expressed his desire to resign as a party legislator in a letter to Miss Mamata Banerjee. And this isn't all. The Trinamul chief has also been rattled by the fact that a letter has been shot off to her by Mr Dipak Ghosh, another Trinamul MLA, asking for reasons why Mr Sudip Bandopadhyay had been denied the Kolkata North West ticket and why Mr Bikram Sarkar, Trinamul MP from Panskura, was allowed to "run away" from his constituency to contest from Howrah Lok Sabha seat.

And there's more, though not official. The party's Noapara MLA, Mrs Manju Bose, has reportedly told the Trinamul leadership, particularly the party's legislative chief, that she would resign as an MLA if Mr Arjun Singh, party MLA from Bhatpara, is nominated from the Barrackpore Lok Sabha seat. At a time when the CPI-M is gearing up for polls, Miss Banerjee is faced with revolt from within her party. She is learnt to have told a party leader close to her that such things were being done to tarnish Trinamul's image.

Of the three, the most vitriolic attack came from Mr Kalyan Bandopadhyay, Trinamul's Asansol MLA. Mr Bandopadhyay had initially been told that he should prepare for being a candidate for the Asansol Lok Sabha seat. Accordingly, Mr Bandopadhyay, who visits his constituency every weekend, sounded out partymen and found "positive response". However, after having nursed his constituency for one-and-a-half months, he was told by Miss Banerjee that Mr Saugata Roy, Trinamul MLA of Dhakuria was a senior person and that he should be offered the Asansol Lok Sabha seat. Miss Banerjee's argument was that Mr Moloy Ghatak, party's Hirapur MLA, was also an aspirant for the seat and hence she wouldn't like to "discriminate between two party MLAs of Burdwan district". Much to Mr Bandopadhyay's surprise, Miss Banerjee eventually nominated Mr Saugata Roy from Diamond Harbour and Mr Moloy Ghatak from Asansol.

Feeling "emotionally affected and betrayed by Miss Banerjee", Mr Bandopadhyay shot off the letter to the Trinamul chief in which he has held her "responsible for the loss of face I have to suffer in the eyes of the Asansol electorate". Mr Bandopadhyay has mentioned in his letter that he had been shuttling between Kolkata and Asansol for the past five years, trying to refurbish the party's image. "But, I have been given a raw deal. Hence, I would like to resign as a Trinamul MLA", he stated.

Sensing revolt Miss Banerjee had asked one of her aides to request Mr Bandopadhyay to contest from the Bankura Lok Sabha seat. But Mr Bandopadhyay has turned down the proposal, saying that he shouldn't be taken for a ride once again.

THE STATESMAN
5 MAR 2004

Mamata shunts Sudip... who declares independence

Miss Mamata Banerjee, Mr Ajit Panja and Mr Pankaj Banerjee declare the Trinamul candidates for the Lok Sabha polls, on Wednesday.

Enough is enough. Let him contest from the heavens or the sky or from anywhere he chooses to

I will be happy if Trinamul Congress survives for even six years

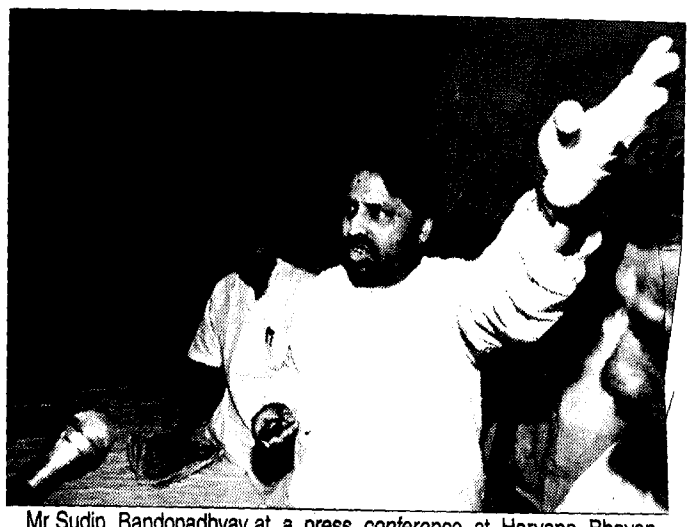

Mr Sudip Bandopadhyay at a press conference at Haryana Bhavan, Kolkata on Wednesday. — Shyamal Maitra and Prabir Bhattachajee

Statesman News Service

KOLKATA, March 3. — The imbroglio over the rebel Trinamul Congress MP, Mr Sudip Bandyopadhyay, today overshadowed the release of the party's list of candidates for the Lok Sabha poll.

Even after offering Mr Bandopadhyay "once again the option" to reconsider his decision not to contest from the Raiganj seat, Miss Mamata Banerjee castigated him for "spoiling the party's image and defying the party election committee's collective decision to shift him from Kolkata North-West to Raiganj.

When reporters pestered her for spelling out whether the party will take disciplinary action against Mr Bandyopadhyay for making repeated statements that he would contest from his old constituency on his own, Miss Banerjee said: "Enough is enough. Let him contest from the heavens or the sky or from anywhere he chooses to. We are not bothered about any individual and only the party matters."

Miss Banerjee even took exception to persistent media queries about the party's stand on Mr Bandyopadhyay and charged that such questions were "planted by the CPI-M to tarnish the party's image.

"It's our internal matter and I won't make it public just as you won't certainly divulge what transpires in your management," Miss Banerjee said.

The Trinamul chief began to read out the list in a composed manner and when it came to announcing the candidate for the Raigunj seat, she merely said the party election committee had offered it to Mr Bandyopadhyay, but the latter had written to the committee pleading that he would contest only from the Kolkata North-West seat.

"We would wait for some time and if there's no response we would decide on a different candidate. It's a normal practice in any party to sometimes drop a sitting MP or shift him or her to another constituency. We already fielded Mr Bandyoapdhaya from the same winning seat twice. Now it's the turn for another candidate to contest from the seat," Miss Banerjee explained. The other candidate is none other than the Mayor, Mr Subrata Mukherjee.

Miss Banerjee seeks reelection from Kolkata South and she welcomed the candidature of Mrs Nafisa Ali against her by the Congress. "Every one is free to contest from any seat," she said.

Among the new faces are five MLAs, including Mr Saugata Roy from Diamond Harbour, Mr Moloy Ghatak (Asansol), and Mr Paras Dutta (Jalpaiguri).

The sitting MPs — Mr Ajit Panja (Kolkata North East), Mrs Krishna Bose (Jadavpur), Mr Akbar Ali Khondaker (Serampore), Mr Nitish Sengupta (Contai), Mr Ranjit Panja (Barasat) — have been renominated while Mr Bikram Sarkar, sitting MP from Panskura, has been shifted to Howrah.

The BJP has been allotted 13 seats like the last time. The Trinamul has fielded its candidate in the Purulia seat that was given to the BJP in the last elections, but it would give a "winnable" seat to the BJP in exchange, Miss Banerjee said. Candidates for the Darjeeling, Raiganj and Jhargram will be announced later.

Miss Banerjee said the Trinamul would complain to the Election Commission against the "Marxist government's decision to urge political parties not to campaign during the Madhyamik and Higher Secondary examinations, which leaves only eight days."

The Trinamul chief said she has all her good wishes for the examinees who she believes shouldn't be disturbed, "but it's for the Election Commission and not for the state government to decide when campaign would be held."

- Miss Mamata Banerjee — Kolkata South
- Mr Subrata Mukherjee — Kolkata North West
- Mr Saugata Roy — Diamond Harbour
- Mr Moloy Ghatak — Asansol
- Mr Paras Dutta — Jalpaiguri
- Mr Ajit Panja — Kolkata North East
- Mrs Krishna Bose — Jadavpur
- Mr Akbar Ali Khondaker — Serampore
- Mr Nitish Sengupta — Contai
- Mr Ranjit Panja — Barasat
- Mr Bikram Sarkar — Howrah

Statesman News Service

KOLKATA, March 3. — In an open challenge to Miss Mamata Banerjee, Mr Sudip Bandopadhyay, rebel Trinamul MP, today declared that he would contest as an Independent from Kolkata North West, asserting that he wouldn't join any political party.

Mr Bandopadhyay made this announcement after a meeting with 142 clubs and NGOs of his constituency. These organisations had gathered at a central city location to offer him support and felicitate him for the MPLAD funds he had sanctioned for them.

Describing Miss Banerjee's decision to deny him renomination from Kolkata North West as "suicidal, illogical and disrespect to the people of Kolkata North West", the rebel MP said that he would fight tooth and nail against the Trinamul chief's "authoritarian policies and decisions".

"I must admit that I am emotionally perturbed today as Mamata and I had been expelled from the Congress on the same day and we floated Trinamul Congress as an alternative. However, when all the sitting party MPs are being renominated from their constituencies, I have been denied a ticket, reasons for which the Trinamul chief had never officially stated. But, such vindictiveness has strengthened my resolve to appeal to the conscience of voters to allow me t complete the unfinished work in my consti uency. I am not going to run away", M Bandopadhyay remarked.

However, the dissident MP refused to di vulge whether he would seek the support o other political parties, saying that he woul announce the same at the appropriate time But the word is that the Congress may even tually offer him support and his talks witl the Rashtriya Janata Dal are on.

While releasing today's candidate lis which doesn't have Mr Bandopadhyay' name, the Trinamul leadership had state that anybody contesting against a party can didate would be suspended for six years Asked about this Mr Bandopadhya remarked: "I will be happy if Trinamul Con gress survives even for six years".

The mood of today's meeting was upbea with most of the workers appealing to th rebel MP to contest as an Independen Several women walked up to Mr Bandopad hyay and told him that he shouldn't deser Kolkata North West. During the meetin some workers said that demonstration should be held in front of Mahajati Sad where Mr Subrata Mukherjee and M Banerjee have organised a meeting tom row. However, Mr Bandopadhyay as d them to keep their cool and desist fm such activities.

'Why will RJD support Sudip?'

KOLKATA, March 3. — "Why will the RJD support Mr Sudip Bandopadhayay in the Kolkata North West constituency?" Mr Anil Biswas, CPI-M state secretary, said today.

He lobbed this question to reporters when asked whether RJD, with whom his party is presently holding seat adjustment talks, will support the dissident Trinamul Congress candidate.

"We are yet to ascertain to whom this seat will be allotted, he said underscoring the improbability round the speculation of the state RJD allotting this seat to a candidate who was very much part of the NDA's inner circle till the other day. We will tackle any candidate in this seat politically," he said when Mr Bandopadhayay's good track record of completing different MPLAD projects was pointed out.

Mr Biswas called upon his party activists to move around cautiously in groups during the election campaign in Purulia, Bankuara and Midnapore districts. He gave this call following the killing of a party activist allegedly by some PW activists in Goaltore in Midnapore (west) yesterday.

The PW is trying to terrify the local people, he said. The matter will be tackled politically with the help of the local people he added. — SNS

THE TELEGRAPH 4 MAR 2004

Independent Sudip faces ouster

OUR SPECIAL CORRESPONDENT

Calcutta, March 3: The die is cast. Rebel Trinamul Congress MP from Calcutta Northwest Sudip Bandopadhyay faces expulsion from the party for six years if he decides to contest as an Independent against official nominee Subrata Mukherjee.

Trinamul chairperson Mamata Banerjee made it clear while releasing the list of party candidates this afternoon at her Kalighat residence. Significantly, she did not name a nominee for Raigunj, the seat offered to the rebel MP.

Asked if it meant that the offer was on, Mamata said: "Yes, it is. It is now up to him to accept or reject it."

In a quick response to the ouster threat, Bandopadhyay said he was not concerned about Trinamul's position on him. "They (Mamata and other Trinamul leaders) will not last for six years, so they should refrain from making such tall claims. I am going to contest as an Independent from my old constituency, Calcutta NorthWest, and I am going to win it again with support from all sides," he said.

Mamata's response to his decision to contest from his old seat was equally bitter. "He can contest from the heaven, he can contest from the sky. The party is least bothered," an agitated Mamata said.

She declined to specify the reasons for denying Bandopadhyay Calcutta Northwest. "Other political parties have replaced their sitting MPs in different constituencies. The Congress, the BJP, ADMK, TDP and many other parties have decided to field new candidates from several constituencies. We have undertaken a similar exercise. What is wrong in it?" she said.

Asked if it was fair to deny a founder-member the chance to get re-elected from his constituency, Mamata said: "Our dedicated workers are our party's founder-members. Bandopadhyay has only tarnished the party's image."

(left) Mamata Banerjee announces the list of party candidates at her Kalighat residence, while Sudip Bandopadhyay is mobbed by supporters at Calcutta Northwest. Pictures by Pradip Sanyal

Faced with a barrage of questions on Bandopadhyay, Mamata lost her cool. "It seems the CPM has hatched a conspiracy. Otherwise, why are the same questions about one particular individual being asked repeatedly?" she thundered.

Mamata announced the names of candidates for 26 of the 29 constituencies Trinamul will contest in the Lok Sabha polls. It has kept 13 aside for ally BJP. Apart from Raigunj, the party is yet to decide on its nominees for Darjeeling and Jhargram.

The list includes six women, five sitting MLAs and three Muslim leaders. Seven of the eight sitting Trinamul MPs have been re-nominated. While six of them will contest from their existing constituencies, Bikram Sarkar has been allowed to shift from Panskura to Howrah.

Apart from Subrata, the party legislators on the list are Paras Dutta (Jalpaiguri), Moloy Ghatak (Asansol), Arjun Singh (Barrackpore) and Saugata Roy (Diamond Harbour). Among the other nominees are Sujit Bose, a councillor of South Dum Dum municipality, for Basirhat, Madan Mitra, a general secretary, for Jangipur, Radhika Ranjan Pramanik, expelled CPM MP, for Mathurapur, Sudipta Roy for Uluberia, Sudhendu Adhikary, son of Contai legislator Sisir Adhikary, for Tamluk, Sultan Ahmed for Katwa, Indrani Mukherjee, widow of former party MLA Swaraj Mukherjee, for Hooghly and Hema Choubey, widow of Kharagpur Trinamul leader Gautam Choubey, for Panskura.

Mamata said the party has asked for the Purulia seat from the BJP in exchange for any of the three constituencies for which candidates are yet to be named. Trinamul's Purulia candidate will be Neoti Mahato, daughter-in-law of late minister Sitaram Mahato.

LF declares LS poll list

Statesman News Service

KOLKATA, Feb. 6. — Upstaging the Opposition, the Left Front today announced its list of candidates for the forthcoming parliamentary elections. Its campaign will start from tomorrow.

By pitting Mr Rabin Deb, the Front chief whip in the Kolkata South constituency, the Front has made it clear it will leave no stone unturned to pin down Miss Mamata Banerjee. Mr Deb is the only Front candidate to win from this seat.

The Front has not announced its candidate for the Kolkata North West constituency but it will be allotted to a CPI-M candidate. This name of the candidate for this seat will be announced together with the election manifesto, Mr Biman Bose said.

Given the none-too-happy equation of Mr Sudip Banerjee, the sitting Trinamul MP from this constituency with his party chief, the possibility of a new candidate's nomination from this seat is not ruled out. In the event of it, the Trinamul election machinery will be faction-ridden giving the CPI-M candidate a fair chance of wresting the seat.

The Front has fielded Mohammad Selim, the state minority development and youth affairs minister in the Kolkata North East constituency. He had lost to Mr Ajit Panja in 1999.

But Md Selim has come a long way since then having defeated the redoubtable Mr Sultan Ahmed, the sitting MLA in the Entally Assembly segment in a neck-to-neck contest.

Though Mr Panja is a Trinamul leader known to nurse his constituency thoroughly, Front leaders feel that the period of his suspension from the party has weakened his organisation.

The CPI-M has nominated its North 24-Parganas strongman Mr Amitava Nandy to wrest this erstwhile Left stronghold from the sitting BJP MP Mr Tapan Sikdar.

A close contest appears to be on the cards in the Jadavpur parliamentary constituency. Mr Sujan Chakraborty former CPI-M MLA has been fielded against the sitting Trinamul MP Mrs Krishna Bose.

The nomination of Ms Jyotirmoyee Sikdar, former international athlete from Krishnagar has come as a surprise after she lost in the Ranaghat West Assembly segment in the 2001 polls.

In all, 14 new candidates will jump into the election fray.

THE STATESMAN 7 FEB 2004

Basu asks allies to back secular Cong

BARUN GHOSH

Calcutta, Feb. 2: Jyoti Basu today called upon two key Left Front partners, the RSP and the Forward Bloc, to toe the CPM's support-Congress line to oust the BJP from the Centre.

The RSP and the Bloc leaderships had earlier annoyed the CPM by refusing to extend support to the Congress and deciding on maintaining "equidistance" from the Congress and the BJP.

At the politburo and central committee meetings in Hyderabad, the CPM adopted a resolution saying it would even campaign for Congress nominees in areas where the Left is not a force to reckon with.

On returning from the Andhra Pradesh capital, Basu, a politburo member, said he will initiate dialogue with the two front constituents so that they reconsider their "rigid stand" on the Congress.

"The Congress, with its secular credentials, should not be equated with the BJP. And that is why there is no harm if we back the party from outside to help it return to power at the Centre," Basu said.

The former chief minister feels the "conflicting approach" of the Left parties towards the Congress in the run-up to the Lok Sabha elections might send a wrong signal to the voters. "We have to be realistic in the wake of the BJP's emergence as a political force. Against this backdrop, we must extend our support to the Congress to keep the communal forces at bay," said Basu.

He was certain that this bonhomie with the Congress at the national level would not create confusion in Bengal, Kerala and Tripura, where the Sonia Gandhi-led party is in the Opposition. In the three states, Basu said, the CPM may fight on its own.

However, the CPM patriarch ruled out an "electoral alliance" with the Congress. He also rejected the possibility of the CPM joining the government in the event of a Congress win in the general elections.

The RSP and the Bloc leaders, though, asserted that they would not change their stand even "risking the CPM's wrath".

"Basu is welcome to discuss the matter (backing the Congress) with us. But we cannot change our stance overnight and toe the CPM's line," said senior RSP leader and former PWD minister Kshiti Goswami.

Bloc's Jayanta Roy echoed Goswami. "We consider the Congress and the BJP bourgeois parties that are opposed to the welfare of the poor and the working class. We shall stick to our stand on the two parties," he said.

In defiance of the CPM, the Bloc leadership today named its candidate for the Cooch Behar parliamentary seat. Amar Roy Pradhan, who had won all general elections from there since 1977, was expelled from the Bloc in 2001 but the CPM wanted him to contest as an Independent backed by the front.

"Roy Pradhan was expelled on charges of anti-party activities and that is why we have put up Hiten Burman, the chairman of our peasants' wing, as the front candidate from Cooch Behar," Roy said.

Bloc sources said there was pressure on the party from the CPM to renominate Roy Pradhan as the front Big Brother thought he had better poll prospects.

The CPM, it is learnt, has all but decided on Rabin Deb, the party's MLA from Ballygunge, as the man to fight Mamata Banerjee in Calcutta South.

THE TELEGRAPH 3 FEB 2004

No seat deal with Cong: FB

HT Correspondent
Kolkata, January 31

THE FORWARD Bloc has refused to be a "B-team of the Congress" by going into seat adjustments with Sonia Gandhi's party.

The dig at the CPI(M) and the CPI came at a press meet on Saturday when party general secretary Debabrata Biswas said his party would not like to be a "junior partner of the Congress".

"Our party does not accept the view that communalism can be fought by aligning with the Congress. We refuse to be the B-team of the Congress and remain its junior partner, though we, too, feel that communalism is a real danger for the country," Biswas said.

Sharply critical of the CPI and the CPI(M), which have decided at their respective central committee meetings to forge seat adjustments with the Congress to put up an united fight the BJP, the Forward Bloc urged them to take the lead in forming a non-Congress, non-BJP front.

Predicting a hung parliament after the polls, Biswas insisted that the situation in the Parliament would give the Left an ideal opportunity to ally with other secular parties to form a non-Congress, non-BJP government at the Centre.

Explaining in details as to why his party was opposed to the Congress, Biswas said Sonia Gandhi's party had supported the anti-people legislations brought by the Vajpayee government.

"We can't differentiate between the Congress and the BJP on economic policies. Also, the Congress itself toed a soft-Hindutva-line during the recently-concluded Assembly polls." Biswas said that if necessary, his party would go against the CPI and the CPI(M) but would not vote the Congress to power.

THE HINDUSTAN TIMES • 1 FEB 2004

৩ রাজ্য বাদে অন্যত্র কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতায় সিপিএম

প্রসূন আচার্য ● হায়দরাবাদ

৩১ জানুয়ারি: বি জে পি এবং তার জোট সঙ্গীদের হারাতে পশ্চিমবঙ্গ, কেরল ও ত্রিপুরা ছাড়া দেশের বাকি রাজ্যগুলিতে কংগ্রেসের সঙ্গে আসন সমঝোতার সিদ্ধান্ত নিল সি পি এম। এ সব রাজ্যে কংগ্রেসের হয়ে তারা প্রচারও চালাবে। কেন্দ্রীয় কমিটির তিন দিনের বৈঠকের পর দলের সাধারণ সম্পাদক হরকিষেণ সিংহ সুরজিৎ বলেন, "আমরা কেন্দ্রে কংগ্রেস বা কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন কোনও ধর্মনিরপেক্ষ জোট সরকারকে সমর্থন করতে প্রস্তুত।" এমনকী ওই সরকারে সামিল হওয়ার পথও সি পি এম খোলা রাখছে। লোকসভা নির্বাচনের পর এমন কোনও ধর্মনিরপেক্ষ জোটে সি পি এম সামিল হবে কি না, সে প্রশ্নের জবাবে সুরজিৎ এবং পলিটব্যুরোর অন্যতম সদস্য প্রকাশ কারাত দু'জনেই জানিয়েছেন, এ ব্যাপারে নির্বাচনের পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। দু'দিন আগে সি পি আই যে পথে হেঁটেছিল, কংগ্রেসের সঙ্গে জোট না গড়েও সি পি এম কার্যত সেই পথেই গেল। আরও বড় কথা, ১৯৬৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টি বিভাজনের পর এই প্রথম সি পি এম কৌশলগত কারণে এমন সরাসরি কংগ্রেসের পাশে এসে দাঁড়ালো।

দু'বছর আগে এই হায়দরাবাদেই সি পি এম-এর সপ্তদশ পার্টি কংগ্রেসে বি জে পি-কে পরাস্ত করার উপর বেশি জোর দেওয়া হলেও কংগ্রেসের সঙ্গে কোনও রকম সমঝোতার পথে যেতে তারা নারাজ ছিল। সি পি আই-এর সমালোচনা করে বলা হয়েছিল, "সি পি আই উত্তরপ্রদেশের নির্বাচনে সমাজবাদী পার্টির সহযোগী ছিল। আবার নির্বাচনী ফায়দা আছে, এমন ক্ষেত্রে যেখানেই পারছে কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে। এমন স্ববিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি বাম ঐক্যকে শক্তিশালী করা বা তৃতীয় বিকল্প গড়ে তোলায় সাহায্য করে না। বিষয়টি নিয়ে সি পি আই নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলে যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে।"

আজ সি পি এমের সামনে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে, এ বার নির্বাচনে তৃতীয় বিকল্প আর গড়ে ওঠার কোনও সম্ভাবনা নেই। প্রকাশ কারাতের কথায়, "পরিষ্কার দু'ভাগে ভাগ হয়ে এ বার নির্বাচন হচ্ছে। এক দিকে সাম্প্রদায়িক বি জে পি ও তার সহযোগী দলগুলি। অন্য দিকে কংগ্রেস এবং বি জে পি-বিরোধী ধর্মনিরপেক্ষ অন্য আঞ্চলিক দলগুলি। তাই কংগ্রেসের সঙ্গে কোনও জোট না গড়েও আমরা তাদের সমর্থনের কথা বলছি।" জোট হলে কি ধর্মনিরপেক্ষ ভোট আরও বেশি অটুট থাকতো না? জবাবে প্রকাশ বলেন, "পশ্চিমবঙ্গ, কেরল ও ত্রিপুরায় বি জে পি তেমন শক্তিশালী নয়। অনেক আসনেই কংগ্রেস আমাদের প্রধান প্রতিপক্ষ। তাদের সঙ্গে জোট গড়ে আমরা বাম দুর্গে নিজেদের দুর্বল করতে পারি না। বহু রাজ্যে আমরা এবং কংগ্রেস দুই দলই দুর্বল। সেখানে বি জে পিকে হারাতে আমরা পরস্পরের সঙ্গে হাত মেলাব। যেমন তামিলনাড়ু, বিহার বা উত্তরপ্রদেশ। আবার যেখানে কংগ্রেস শক্তিশালী এবং আমাদেরও খানিকটা শক্তি আছে সেখানেও বি জে পিকে পরাজিত করতে আমরা কংগ্রেসের সঙ্গে বোঝাপড়ায় যেতে প্রস্তুত।"

সি পি এম ৭০ টি আসনে প্রার্থী দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তার মধ্যে কেরল, পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা বাদ দিয়ে অন্ধ্রপ্রদেশ ও পঞ্জাবে কংগ্রেসের সমর্থন নিয়ে তারা একটি করে আসনে লড়তে চায়। অন্য দিকে তামিলনাড়ুতে সিপিএমকে দু'টি আসন ছাড়ছে ডিএমকে-কংগ্রেস জোট। কর্নাটক এবং মহারাষ্ট্রে কংগ্রেস ক্ষমতাসীন দল। প্রকাশ জানান, "কর্নাটকে দেবগৌড়ার জনতা দল (সেকুলার)-এর সঙ্গে জোট গড়ে ভোটে লড়া হবে। মহারাষ্ট্রে বামপন্থীদের একটা মোর্চাও আছে। দুই রাজ্যেই কংগ্রেসের নীতির সমালোচনা করা হবে। কিন্তু এমন কিছু করা হবে না যাতে আমাদের জন্য বি জে পি জিতে যায়।" অন্ধ্রপ্রদেশের ক্ষেত্রে সি পি এম পৃথক তেলেঙ্গানার বিরোধী হলেও এমন কিছু করবে না, যাতে বি জে পি-তেলুগু দেশম জিতে যায়। উত্তরপ্রদেশের ক্ষেত্রে বি জে পিকে যে দল পরাজিত করতে পারবে সি পি এম তাদের সঙ্গে সমঝোতা করবে। বিহারে লালুপ্রসাদের আর জে ডি-কে মাঝখানে রেখে কংগ্রেস সি পি এম সমঝোতা হবে। প্রধানমন্ত্রীত্বের প্রশ্নে সুরজিতের জবাব—"সেটা নির্বাচনের পর কংগ্রেস-সহ সব ধর্মনিরপেক্ষ দল বসে ঠিক করবে।" তাঁর ধারণা, কোনও ভাবেই বি জে পি এ বার ক্ষমতায় আসতে পারবে না, তেমন পরিস্থিতিতে এন ডি এ জোট ভেঙে কিছু ধর্মনিরপেক্ষ দল বেরিয়ে আসবে।

কংগ্রেসের সঙ্গে এই ভাবে ঘোষণা করে সমর্থনে কেরল ইউনিটের আপত্তি ছিল।

এর পর ছয়ের পাতায়

ANADABAZAR PATRIKA

কংগ্রেস-সিপিএম সমঝোতা

প্রথম পাতার পর

কারণ, তারা গত দু'বছর ধরে অ্যান্টনি সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাচ্ছে। কিন্তু সুরজিৎ এবং প্রকাশ পলিটব্যুরোর সিদ্ধান্ত জানানোর পরে তাদের পক্ষে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। প্রকাশের কথায়, "আমরা সব রাজ্য কমিটিকেই পরিস্থিতি বোঝাতে সমর্থ হয়েছি। সকলেই পলিটব্যুরোর সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছে। বি জে পিকে হারাতে তিন রাজ্য বাদে সর্বত্র কংগ্রেসের সঙ্গে কৌশলগত বোঝাপড়া ছাড়া অন্য রাস্তা ছিল না। কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে কেরলে বিজয় রাঘবন এবং এম এ বেবি তাঁদের রাজ্যের পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেন। অন্য দিকে, অন্ধ্রপ্রদেশের রাজ্য সম্পাদক বি ডি রাঘবালু জানান, "কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা ছাড়া আমরা বি জে পি-টি ডি পিকে হারাতে পারব না। নিজেরাও জিততে পারব না।" পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেন বিনয় কোঙার। অ্যান্টনি সরকারের বিরুদ্ধে করুণাকরনকে উস্কে এখন মই কেড়ে নেওয়া হল কেন? কেরলের রাজ্য সম্পাদক পি বিজয়নের জবাব, "তিন মাস আগের আর আজকের পরিস্থিতি ভিন্ন। আমরা অ্যান্টনির বিরোধিতা করলেও কংগ্রেস ভেঙে করুণাকরনকে মুখ্যমন্ত্রী করার কোনও আশ্বাস দিইনি। কেরলে কংগ্রেস আমাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ। কিন্তু শত্রু নয়, এটা বুঝতে হবে।"

সি পি এম কংগ্রেসের দিকে খোলাখুলি বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেওয়ায় কোনও আপত্তির কারণ দেখছেন না বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বা অনিল বিশ্বাসরা। অনিলবাবুর বক্তব্য, "আমাদের অবস্থান নিয়ে মানুষের মনে কোনও সন্দেহ যাতে না থাকে তাই এত খোলাখুলি বলা হল।" অন্য দিকে, সি পি এমের সামনে আবার প্রধানমন্ত্রীত্বের সুযোগ এলে আগের মতোই তা ছেড়ে দেবে কি না তার জবাবে বুদ্ধবাবু বলেন, "একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে না।" সি পি এমের এই সিদ্ধান্ত কার্যত সুরজিৎ-জ্যোতি বসুর নীতিরই জয়। কারণ, এই বিষয়ে গত এক বছর ধরে তাঁরা দলের মধ্যে লড়ছিলেন।

বাদ যাচ্ছেন তিন সাংসদ: পশ্চিমবঙ্গ থেকে সি পি এমের তিন সাংসদ এ বার প্রার্থী হচ্ছেন না। দার্জিলিং আসনে এস পি লেপচা এবং বিষ্ণুপুর আসনে সন্ধ্যা বাউরির বদলে নতুন প্রার্থী দিচ্ছে দল। মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুরের প্রার্থী আবু হাসনাৎও বাদ পড়তে পারেন। এই আসন থেকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় দাঁড়াতে পারেন। সেক্ষেত্রে সি পি এম অন্য প্রার্থী দেবে। দার্জিলিং থেকে কে প্রার্থী হবেন তা জেলা কমিটির সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক হবে।

বিষ্ণুপুরে প্রার্থী হচ্ছেন দীর্ঘ দিন ধরে অসুস্থ সন্ধ্যা বাউরির কন্যা সুস্মিতা বাউরি। দক্ষিণ কলকাতা কেন্দ্রে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে প্রার্থী হচ্ছেন রবীন দেব। কলকাতা উত্তর-পূর্বে নিমরাজি মন্ত্রী মহম্মদ সেলিমকেই প্রার্থী করা হচ্ছে অজিত পাঁজার বিরুদ্ধে। সি পি এমের সিদ্ধান্ত, উত্তর-পশ্চিমে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধেও তারা প্রার্থী দেবে। তবে, প্রার্থীর নাম এখনও ঠিক হয়নি। এ ছাড়া, যাদবপুরে সুজন চক্রবর্তী, দমদমে অমিতাভ নন্দী এবং কৃষ্ণনগরে জ্যোতির্ময় সিকদার প্রার্থী হচ্ছেন। শ্রীরামপুরে কে প্রার্থী হবেন তা নিয়ে এখনও সিদ্ধান্ত হয়নি। রায়গঞ্জে প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির বিরুদ্ধে প্রার্থী হচ্ছেন মিনতি ঘোষ। প্রাক্তন মন্ত্রী মিনতি ঘোষকে দল বিধানসভায় প্রার্থী করেনি। বামফ্রন্টের প্রার্থী তালিকা ঘোষিত হবে ৬ ফেব্রুয়ারি।

BAZAR PATRIKA 1 FEB 2004